Educationblog24.com

HSC 2025

বাংলা ২য় পত্র
প্রশ্নব্যাংক

শর্ট সিলেবাস

উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Educationblog24.com

নবীন

HSC 2025

বাংলা ২য় পত্র

প্রশ্নব্যাংক

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: নভেম্বর, ২০২৪

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Educationblog24.com

সূচিপত্র

বাংলা ২য় পত্র

শর্ট সিলেবাস-২০২৫

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
	ব্যাকরণ অংশ	
০১	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	০১-০৮
০২	বাংলা বানানের নিয়ম	০৯-১৪
০৩	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি	১৫-২৩
০৪	বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া: উপসর্গ ও সমাস	২৪-৩৬
০৫	বাক্যতত্ত্ব	৩৭-৪৬
০৬	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ	৪৭-৫৭
	নির্মিতি অংশ	
০৭	পারিভাষিক শব্দ এবং অনুবাদ	৫৮-৬৯
০৮	দিনলিপি লিখন এবং প্রতিবেদন রচনা	৭০-৮৩
০৯	বৈদ্যুতিন চিঠি এবং আবেদনপত্র	৮৪-৯৬
১০	সারাংশ ও সারমর্ম এবং ভাব-সম্প্রসারণ	৯৭-১১২
১১	সংলাপ এবং খুদে গল্প লিখন	১১৩-১২৫
১২	প্রবন্ধ রচনা	১২৬-১৪৬
১৩	মডেল টেস্ট	১৪৭-১৪৮

Educationblog24.com

ব্যাকরণ

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম

ট্রিকস

- আঞ্চলিকতা পরিহার করে প্রমিত কথ্যভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে জানার জন্য বাংলা শব্দের উচ্চারণরীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।
- বোর্ড প্রশ্নের ১ নং প্রশ্নে তোমাকে বাংলা শব্দের উচ্চারণরীতির নিয়ম অথবা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- বাংলা শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভের জন্য এর নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে প্রতিটি উচ্চারণের নিয়ম লেখার পাশাপাশি সেই নিয়ম সম্পর্কিত অন্তত দুটি করে উদাহরণ লিখতে হয়। সাধারণত, প্রতিটি নিয়মের জন্য ০.৫ এবং উদাহরণের জন্য ০.৫ নম্বর বরাদ্দ থাকে।
- 'অথবা' অংশে পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখতে হয়। সুতরাং, পূর্ণ নম্বর পেতে চাইলে তুমি দ্বিতীয় অপশনটি বেছে নিতে পারো যেখানে পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: মনে রাখবে, পাস করা আর প্রকৃত জানার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই পরীক্ষায় এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে অপশনটিই বেছে নাও বাংলা শব্দের উচ্চারণ কেন এরূপ হয় তা জানতে উচ্চারণের নিয়মগুলো পড়তে হবে। কেননা, না বুঝে মুখস্থ করা তোমাকে খুব বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। দৃষ্টান্তসহ 'য'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [ঢা.বো.'২৪; য.বো.'২২]

উত্তর

দৃষ্টান্তসহ 'য'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো:

(i) ' ্য ' (য)-ফলা সর্বত্র অন্য বর্ণের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। আদ্য বর্ণে ' ্য ' (য)-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি 'অ'-কারান্ত বা 'আ'-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'-কারান্ত হয়ে থাকে। যথা: ব্যক্ত (ব্যাক্‌তো), ব্যর্থ (ব্যার্‌থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্‌গ্রো), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্‌থা), ব্যস্ত (ব্যাস্‌তো), ব্যথা (ব্যাথা) ইত্যাদি।

(ii) পদের আদ্য ('অ' কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ' ্য ' (য)-ফলার পরে যদি 'ই' (ি)- কার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত 'অ্যা'-কার না হয়ে এ (ে)-কারান্ত হয়। যথা: ব্যথিত (বেথিতো), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্), ব্যতিব্যস্ত (বেতিব্‌ব্যাস্‌তো) ইত্যাদি।

(iii) পদের মধ্য কিংবা অন্তে যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ' ্য ' (য)-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যথা: সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), মর্ত্য (মোর্‌তো), হর্ম্য (হোর্‌মো), কণ্ঠ্য (কোন্‌ঠো) ইত্যাদি।

(iv) সংযুক্ত বর্ণে ' ্য ' (য)-ফলা যুক্ত হলে তার যেমন উচ্চারণ হয় না, তেমনি তার পূর্ববর্তী 'অ'-কারান্ত বর্ণগুলোকে হয়তো তেমন প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ প্রায়শ 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হচ্ছে না। মর্ত্য, অর্ঘ্য, বন্ধ্যা, কণ্ঠ্য, অন্ত্য ইত্যাদি।

(v) পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে ' ্য ' (য-ফলা) সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দু'বার উচ্চারিত হয় (বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়বার 'ও'-কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ 'ও'-কারান্ত)। যথা: অদ্য (ওদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো), ধন্য (ধোন্‌নো), শস্য (শোশ্‌শো), সভ্য (শোব্‌ভো), সত্য (শোত্‌তো), কন্যা (কোন্‌না)।

Educationblog24.com

০২। বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
[রা.বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৪, ২৩, ১৯; দি.বো.'২৪, ১৭; ম.বো.'২৩; ঢা. বো.'২২, ১৯; সি.বো.'১৯; ঢা.বো., ব.বো., য.বো., কু.বো.'১৭]
অথবা, বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [রা.বো.'১৭; ব.বো.'১৯]

উত্তর

নিচে বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার বা 'উ'-কার থাকে তবে সে- 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা: অভিধান (ওভিধান্), অভিযান (ওভিজান্), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত্), অধীন (ওধিন্) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন- অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), অত্যাচার (ওত্‌তাচার্), কন্যা (কোন্‌না), বন্যা (বোন্‌না) ইত্যাদি।

(iii) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: অক্ষ (ওক্‌খো), দক্ষ (দোক্‌খো), যক্ষ (জোক্‌খো), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গো), লক্ষ (লোক্‌খো), রক্ষা (রোক্‌খা) ইত্যাদি।

(iv) শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ৃ' (ঋ)-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সেই 'অ'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'- কারের মতো হয়। যথা: মসৃণ (মোস্‌সৃন্), বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা) ইত্যাদি।

(v) শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয়ে থাকে। যথা: ক্রম (ক্রোম্), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), ব্রত (ব্রোতো) ইত্যাদি।

০৩। 'এ'-ধ্বনি উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
[ব.বো.'২৪, ২২; য.বো.'২৪; সি.বো.'২৩, ১৭; কু.বো.'২৩; দি.বো., ম.বো.'২২; রা.বো.'১৯; সকল বো.'১৮]

উত্তর

নিচে 'এ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) শব্দের প্রথমে যদি 'এ'-কার থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), 'ঈ' (ী), 'উ' (ু), 'ঊ' (ূ), 'এ' (ে), 'ও' (ো), 'য়', 'র', 'ল', 'শ' এবং 'হ' থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা: এ কি (এ কি), দেখি (দেখি), মেকি (মেকি), ঢেঁকি (ঢেঁকি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।

(ii) তৎসম শব্দের আদ্যস্থ 'এ-কার' সাধারণত অবিকৃত এ-রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন- বেদ (বেদ্), সেতু (শেতু), প্রেম (প্রেম্), দেবকী (দেবোকি), প্রেরক (প্রেরোক্) ইত্যাদি।

(iii) শব্দের সূচনায় অবস্থিত 'এ-কার' ধ্বনির পর 'অ' কিংবা 'আ' অথবা 'অ-কার' কিংবা 'আ-কার' থাকলে আদ্যস্থ 'এ-কার'- এর উচ্চারণ সাধারণত 'এ্যা-কার'- এর ন্যায় হয়। যেমন- এমন (অ্যামোন্), যেমন (জ্যামোন্), কেন (ক্যানো), বেটা (ব্যাটা) ইত্যাদি।

(iv) মূলে 'ই'-কার বা 'ঋ'- কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে সেই 'ই'-কার, 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'-কার হবে না। যথা: কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল্), লেখা (< লিখ্), গেলা (< গিল্), মেশা (< মিশ্) ইত্যাদি।

(v) একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: কে, সে (শে), এ, যে (জে) ইত্যাদি।

০৪। উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [কু.বো.'২৪, ২২; ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো., য.বো.'২৩; রা.বো., সি.বো., দি.বো.'১৯]

উত্তর

নিচে 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: স্বাধিকার (শাধিকার্), স্বদেশ (শদেশ্), জ্বালা (জালা), ত্বক (তক্), শ্বাপদ (শাপদ্) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যথা: দ্বিত্ব (দিত্‌তো), বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্), বিদ্বান (বিদ্‌দান্), পক্ক (পক্‌কো) ইত্যাদি।

(iii) উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ্)-এর সঙ্গে 'ব'-ফলার 'ব' বাংলা-উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বেলিত (উদ্‌বেলিতো), উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো) ইত্যাদি।

(iv) বাংলা শব্দে 'ক্' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত-'গ'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব'-এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যথা: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়্), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্), ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্) ইত্যাদি।

(v) এছাড়া 'ব'-এর সঙ্গে এবং 'ম'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা: আব্বা (আব্‌বা), মোরব্বা (মোরোব্‌বা), জোব্বা (জোব্‌বা), তিব্বত (তিব্‌বত্), নব্বই (নোব্‌বোই) ইত্যাদি। 'ম' এর সঙ্গে: অম্বর (অম্‌বর্), খাম্বা (খাম্‌বা) ইত্যাদি।

Educationblog24.com

০৫। 'ম'–ফলা উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ঢা.বো., দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা; নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ; বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।]

উত্তর

নিচে 'ম'–ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'–ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'–ফলাযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য–প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যথা: স্মরণ (শঁরোন্), শ্মশান (শঁশান্), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরক্) ইত্যাদি।

(ii) পদের মধ্যে বা অন্ত্যে 'ম'–ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), আত্ম (আত্‌তোঁ), অকস্মাৎ (অকোশ্‌শাঁত্), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শি), মহাত্মা (মহাত্‌তাঁ), আকস্মিক (আকোশ্‌শিক্) ইত্যাদি।

(iii) কিন্তু বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্ত্যে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ম এবং ল– এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'– এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (জুগ্‌মো), বাঙ্ময় (বাংময়), উন্মাদ (উন্‌মাদ্), জন্ম (জন্‌মো), সম্মান (শম্‌মান্), গুল্ম (গুল্‌মো) ইত্যাদি।

(iv) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'–ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খি), লক্ষ্মণ (লক্‌খোন্) ইত্যাদি।

(v) এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'–ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঋণ শব্দ) যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়। যথা: কুষ্মাণ্ড (কুশ্‌শাঁন্‌ডো), স্মিত (স্‌মিতো), সুস্মিতা (শুস্‌মিতা) ইত্যাদি।

০৬। উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [চ.বো.'২২]
অথবা, উচ্চারণরীতি কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখ। [য.বো.'১৯]
[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী; রাশিদাজ্জোহা সরকারি মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ]

উত্তর

উচ্চারণরীতি: ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য যেসকল নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন সেসব নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি।

নিচে বাংলা উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) শব্দের আদ্য 'অ'–এর পরে 'য'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়।
যেমন: অদ্য (ওদ্‌দো), কন্যা (কোন্‌না), অন্য (ওন্‌নো), বন্যা (বোন্‌না) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের শুরুতে আ-কার এবং তারপর অ-কারান্ত বর্ণ থাকলে অ-কার, ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন: ভাষণ (ভাশোন্), আসল (আশোল্), নকল (নকোল্) ইত্যাদি।

(iii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা বা 'ম'-ফলা কিংবা 'য়'-য ফলা সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে।
যেমন: দ্বিত্ব (দিত্‌তো), পদ্ম (পদ্‌দো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্), সভ্য (শোব্‌ভো) প্রভৃতি।

(iv) যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা 'ম'-ফলা বা 'য'-ফলার কোনো উচ্চারণ থাকে না।
যেমন: সূক্ষ্ম (শুক্‌খো), লক্ষ্মী (লোক্‌খি), সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো) প্রভৃতি।

(v) শব্দের মধ্য কিংবা অন্ত্যে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার উচ্চারণ হয় না।
যেমন: সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো)।

০৭। অন্ত্য 'অ'–ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [কু.বো.'১৯]

উত্তর

অন্ত্য 'অ'–ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) 'হ্রস্ব-ই' কিংবা অ-কারের পরিবর্তে 'অ' কিংবা 'আ-ধ্বনি' থাকলে অন্তঃস্থ-য় (ইয়) ধ্বনির 'অ' কিংবা রূপান্তরিত 'ও' বিলুপ্ত হয়ে হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– জয় (জয়্), ভয় (ভয়্), নয় (নয়্), বিষয় (বিশয়্) খায় (খায়্) ইত্যাদি।

(ii) বিশেষ্য শব্দের শেষে অবস্থিত 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে অবস্থিত 'ঢ়' বর্ণের 'অন্ত্য-অ' সাধারণত বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– স্নেহ (সনেহো), বিরহ (বিরহো), কলহ (কলোহো), আগ্রহ (আগ্‌গ্রোহো) ইত্যাদি।

(iii) ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ–'অ' রক্ষিত এবং 'ও'–কাররূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) চোদ্দো (চোদ্‌দো) ইত্যাদি।

(iv) তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ শব্দের শেষে অবস্থিত 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত ও-কারান্ত হয়। যেমন– ভিন্নতর (ভিন্‌নোতরো), অধিকতম (ওধিকোতমো), উচ্চতম (উচ্চোতমো), অন্যতর (ওন্‌নোতরো), নিম্নতম (নিম্‌নোতমো) ইত্যাদি।

(v) 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও–কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন: হত (হতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

নিজে কর

০৮। মধ্য 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

০৯। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না? পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

Educationblog24.com

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অ	
অবিনাশী [ঢা.বো.'২৪]	অবিনাশি
অসীম [চ.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; রা.বো., দি.বো.'১৭]	অশিম
অভিমান [ব.বো.'২৪]	ওভিমান্
অজ্ঞান [কু.বো.'২৪]	অগ্গ্যাঁন্
অতঃপর [ম.বো.'২৪; সি.বো.'১৭]	অতোপ্পর্
অদ্বিতীয় [ব.বো.'২৪, চ.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]	অদ্দিতিয়ো
অন্য [ঢা.বো.'২৩]	ওন্নো
অক্ষর [রা.বো.'২৩]	ওক্খোর্ (বর্ণ)/অক্খোর (ক্ষরণশূন্য)
অবিশ্বাস [রা.বো.'২৩]	অবিশ্শাশ্
অরণ্য [চ.বো.'২৩]	অরোন্নো
অধ্যক্ষ [চ.বো.'২৩, ১৯; য.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]	ওদ্ধোক্খো
অত্যাবশ্যক [সি.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮]	ওত্তাবোশ্শোক্
অসহ্য [য.বো.'২৩]	অশোজ্ঝো
অন্নপূর্ণা [ম.বো.'২৩]	অন্নোপুর্না
অতীত [ঢা.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]	ওতিত
অদ্য [চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৭]	ওদ্দো
অনিঃশেষ [কু.বো.'১৯]	অনিশ্শেশ্
অতি [ঢা.বো.'১৭]	ওতি
অক্ষ [রা.বো., ব.বো.'১৭]	ওক্খো
অকৃতজ্ঞ [সি.বো.'১৭]	অকৃতগ্গোঁ
অশিক্ষিত [কু.বো.'১৭]	অশিক্খিতো
আ	
আবৃত্তি [ঢা.বো.'২৪,১৯; ব.বো.'২৩; রা.বো, দি.বো.'১৯]	আবৃত্তি
আহ্বান [রা.বো., য.বো., ম.বো.'২৪; চ.বো., দি.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]	আওভান
আসক্তি [ম.বো.'২৩]	আশোক্তি
আবশ্যক [সি.বো.'২৩, ১৭]	আবোশ্শোক
আশ্রম [রা.বো., দি.বো.'১৯]	আসস্রোম
ই-ঋ	
ইতঃপূর্বে [দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৭]	ইতোপ্পুর্বে
উদ্বেগ [য.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]	উদ্বেগ
উদ্যোগ [ম.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	উদ্দোগ
উদাহরণ [রা.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]	উদাহরোন্
উল্লাস [সি.বো.'২৩]	উল্লাশ
উপমা [ব.বো.'২৩, ১৭]	উপোমা
উদ্বাস্তু [কু.বো.'১৯]	উদ্বাস্তু
উহ্য [কু.বো.'১৯]	উজ্ঝো
উপস্থিত [ঢা.বো.'১৭]	উপোস্থিতো
উন্সত্তর (শুদ্ধ. উনসত্তর) [ম.বো.'২৩]	উনোশোত্তোর
এ-ঐ	
একাডেমি [ব.বো.'২৪, ১৯; ম.বো.'২৪]	অ্যাকাডেমি
এক [দি.বো.'২৪]	অ্যাক
একা [রা.বো.'১৭]	অ্যাকা
একটি [চ.বো.'১৭]	একটি
একতা [দি.বো.'১৭]	একোতা
ঐতিহ্য [রা.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]	ওইতিজ্ঝো
ঐশ্বর্য [য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো., য.বো., কু.বো.'১৯]	ওইশ্শোর্জো
ঐশ্বর্যবান [ম.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]	ওইশ্শোর্জোবান্
ঐকতান [রা.বো., সি.বো., কু.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]	ওইকোতান্
ঐকমত্য [দি.বো.'১৯]	ওইকোমোত্তো
ঐক্য [য.বো.'১৭]	ওইক্কো
ওজস্বী [কু.বো.'১৭]	ওজোশ্শি
ঔপন্যাসিক [য.বো.'২৪; কু.বো.'২৩]	ওউপোন্নাশিক
ক-ঙ	
কন্যা [কু.বো.'২৪]	কোননা
কবিতা [ব.বো.'২৪; য.বো.'১৭]	কোবিতা
কবি [কু.বো.'২৩]	কোবি
কর্ম [চ.বো.'১৭]	করমো
গদ্য [রা.বো.'২৪]	গোদ্দো
গ্রাহ্য [রা.বো.'২৩]	গ্রাজ্ঝো
গণতন্ত্র [য.বো.'২৩]	গনোতনত্রো
গ্রহণ [য.বো.'২৩]	গ্রোহোন্
গ্রীষ্ম [দি.বো.'১৯]	গ্রিশ্শো
গঞ্জনা [কু.বো.'১৭]	গন্জোনা
গ্রীষ্মকাল [দি.বো.'১৭]	গ্রিশ্শোকাল

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
চ-ঞ	
চর্যাপদ্[ঢা.বো., দি.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]	চোর্জাপদ্
চিত্রকল্প[ঢা.বো.'২৩]	চিত্রোকল্পো
চিহ্নিত্র[সি.বো.'২৩, ১৭]	চিন্ nhiতো
চিহ্ন[দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]	চিন্ nho
ছাত্র[মাদ্রাসা বো.'২৪; রা. বো., কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]	ছাত্রো
জ্ঞান[রা.বো.'২৪]	গ্যাঁন্
জ্ঞাতি[চ.বো.'২৪]	গ্যাঁতি
জয়ধ্বনি[দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]	জয়োদ্‌ধোনি
জিহ্বা[দি.বো.'২৪; সি.বো.'১৭]	জিউ্ভা
জনশ্রুতি[দি.বো.'১৯]	জনোস্‌শ্রুতি
জ্ঞাত্য[য.বো.'১৭]	গ্যাঁতো
ট-ন	
তন্বী[ঢা.বো.'২৩]	তোন্‌নি
তত্ত্বাবধান[দি.বো.'১৯]	তত্তাবধান্
তন্ময়[দি.বো.'১৭]	তন্‌ময়
দক্ষ[ব. বো.'২৪,২৩; কু.বো.'২৪; য.বো.'১৭]	দোক্‌খো
দ্রষ্টব্য[য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]	দ্রোশ্‌টোব্‌বো
দেখ[দি.বো.'২৪]	দ্যাখা
দুঃখ[য.বো.'২৩]	দুক্‌খো
দীনবন্ধু[ঢা.বো.'১৯]	দিনোবোন্‌ধু
দুরন্ত[য.বো.'১৯]	দুরন্‌তো
দায়িত্ব[সকল বো.'১৮; দি.বো.'১৭]	দায়িত্‌তো
দরখাস্ত[ঢা.বো.'১৭]	দর্‌খাস্‌তো
ধন্যবাদ[দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৭]	ধোন্‌নোবাদ্
ধার্য[সি.বো.'১৯]	ধার্‌জো
নদী[ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]	নোদি
নক্ষত্র[সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]	নোক্‌খোত্রো
নবজাত[দি.বো.'২৩]	নবোজাতো
নদীমাতৃক[য.বো.'১৯]	নোদিমাতৃক্
নিঃশর্ত[চ.বো.'১৭]	নিশ্‌শর্‌তো
প-ম	
প্রভাত[ঢা.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]	প্রোভাত্
প্রেতাত্মা[ঢা.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]	প্রেতাত্‌মা
পক্ষ[ঢা.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]	পোক্‌খো
পদ্ম[রা.বো., য.বো.'২৪; ব.বো.'২৪, ১৯]	পদ্‌দো
পথ-বাসী[চ.বো.'২৪]	পথো-বাশি
পর্যন্ত[চ.বো., দি.বো.'২৪; য.বো.'২৩]	পোরজোনতো
প্রতিজ্ঞা[য.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]	প্রোতিগ্‌গাঁ

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
প্রত্যাশা[ঢা.বো.'২৩]	প্রোত্‌তাশা
প্রণীত[সি.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'১৭]	প্রোনিতো
প্রধান[কু.বো.'২৩]	প্রোধান্
পরীক্ষা[কু.বো.'২৩; য.বো.'১৭]	পোরিক্‌খা
প্রশ্ন[ব.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]	প্রোস্‌নো
প্রজাপতি[ম.বো.'২৩]	প্রোজাপোতি
পুনঃপুন[রা.বো.'১৯]	পুনোপ্‌পুনো
প্রায়শ্চিত্ত[কু.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]	প্রায়োশ্‌চিত্‌তো
প্রত্যক্ষ[দি.বো.'১৯]	প্রোত্‌তোক্‌খো
প্রজ্ঞা[সকল বো.'১৮]	প্রোগ্‌গাঁ
বিশেষজ্ঞ[ঢা.বো.'২৪; ম.বো.'২৩]	বিশেশগ্‌গোঁ
ব্যাকরণ[চ.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]	ব্যাকরোন্
বিবাহ[চ.বো.'২৪]	বিবাহো
ব্যবধান[ব.বো.'২৪]	ব্যাবোধান্
ব্যতিক্রম[য.বো.'২৪, ২৩]	বেতিক্‌ক্রোম্
ব্যতীত[কু.বো.'২৪, মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'২৩; য.বো.'১৭]	বেতিতো
ব্রাহ্মণ[ম.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; রা.বো., সি.বো., য.বো.'১৯]	ব্রাম্‌mhon্
বিজ্ঞান[ম.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯; য.বো.'১৭]	বিগ্‌গ্যাঁন্
বিদ্বান[মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.'১৭]	বিদ্‌দান্
বিশ্বাস[মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'১৯]	বিশ্‌শাশ্
ব্যাখ্যা[মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]	ব্যাক্‌খা
বৈশাখ[মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো., য.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]	বোইশাখ্
বঞ্চিত[চ.বো.'২৩]	বোন্‌চিতো
বিজ্ঞাপন[য.বো.'২৩]	বিগ্‌গাঁপোন্
বিজ্ঞপ্তি[রা.বো.'১৯]	বিগ্‌গোঁপ্‌তি
বৈসাদৃশ[রা.বো.'১৯]	বোইশাদৃশ্‌শো
ব্রহ্মপুত্র[কু.বো.'১৯]	ব্রোম্‌mhoপুত্রো
ব্যবহার[ঢা.বো.'১৭]	ব্যাবোহার্
বিজ্ঞ[ব.বো.'১৭]	বিগ্‌গোঁ
ভবিষ্যৎ[মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো., য.বো.'১৯]	ভোবিশ্‌শত্
ভরস[চ.বো.'২৩]	ভরোশা
মসৃণ[রা.বো.'২৪]	মোস্‌সৃন্
মর্যাদা[ব.বো.'২৪; ঢা.বো., চ.বো., য.বো.'১৭]	মোর্‌জাদা
মৃন্ময়[কু.বো.'২৪; ব.বো.'১৭]	মৃন্‌ময়
মধ্যাহ্ন[দি.বো.'২৪]	মোদ্‌ধান্‌nho
মন্তব্য[মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'১৭]	মোন্‌তোব্‌বো
মনোমালিন্য[য.বো.'১৯]	মনোমালিন্‌নো
য-হ	
যুগ্ম[কু.বো.'২৪]	জুগ্‌মো
যথাক্রমে[চ.বো.'১৭]	জথাক্রোমে
রূপসি[সি.বো.'১৯]	রুপোশি

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
রাষ্ট্রপতি [সকল বো.'১৮]	রাশ্ট্রোপোতি
লক্ষ [চ.বো.'২৩]	লোক্‌খো
লাবণ্য [ঢা.বো.'১৭]	লাবোন্‌নো
লক্ষ্মণ [কু.বো.'১৭]	লক্‌খোন্
শ্রাবণ [রা.বো., চ.বো.'২৪; সকল বো.'১৮]	স্রাবোন্
শাশ্বত [কু.বো.'২৪]	শাশ্‌শতো
শ্রম [ঢা.বো.'১৯]	স্রোম্
শ্রবণ [দি.বো.'১৯]	স্রোবোন্
শ্লেষ্মা [সি.বো.'১৭]	স্লেশ্‌শাঁ
ষাণ্মাসিক [রা.বো., কু.বো.'১৯]	শান্‌মাশিক্
সংবাদপত্র [ঢা.বো.'২৪, ২৩]	শংবাদ্‌পত্রো
স্বরাজ [চ.বো.'২৪]	শরাজ্
স্মরণীয় [য.বো.'২৪; রা.বো.'২৩]	শঁরোনিয়ো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
সন্ধ্যা [কু.বো.'২৪]	শোন্‌ধা
স্মৃতি [দি.বো.'২৪]	সৃতি
স্বাগত [সি.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]	শাগতো
সহস্র [দি.বো.'২৩]	শহোস্‌স্রো
সৌন্দর্য [ম.বো.'২৩]	শোউন্‌দোরজো
স্বল্প [ঢা.বো.'১৭]	শল্‌পো
সভ্য [রা.বো.'১৭]	শোব্‌ভো
সৃজনশীল [য.বো.'১৭]	সৃজন্‌শিল্
হৃদয় [রা.বো.'২৪]	rhiদয়
হিংস্র [ব.বো.'২৩; য.বো.'১৭]	হিংস্রো
হিতৈষী [ম.বো.'২৩]	হিতোইশি
হৃৎপিণ্ড [ব.বো.'১৭]	rhiত্‌পিন্‌ডো

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অকরুণ [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]	অকোরুন্
অত্যাচার [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]	ওত্‌তাচার্
অতীব [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]	ওতিবো
অবজ্ঞা [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]	অবোগ্‌গাঁ
অন্ন [বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]	অন্‌নো
অভিযোগ [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]	ওভিজোগ্
অপরিচিতা [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]	অপোরিচিতা
অত্যাচার [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]	ওত্‌তাচার্
আমলাতন্ত্র [ঢাকা কমার্স কলেজ]	আম্‌লাতন্‌ত্রো
আত্মিক [ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ]	আত্‌তিক্
এখন [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]	অ্যাখন্
কুষ্মাণ্ড [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]	কুশ্‌শাঁন্‌ডো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ক্রমবর্ধমান [সিলেট ক্যাডেট কলেজ]	কোমোবর্‌ধোমান
গ্রীষ্মকালীন [নটরডেম কলেজ, ঢাকা]	গ্রিশ্‌শোকালিন্
চক্রবাক [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]	চক্‌ক্রোবাক্
জিহ্বামূল [নটরডেম কলেজ, ঢাকা]	জিউভামুল্
দ্বিপ্রহর [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]	দিপ্‌প্রোহোর্
দেশপ্রেমিক [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]	দেশোপ্‌প্রেমিক্
বিদ্রোহ [ঢাকা সিটি কলেজ]	বিদ্‌দ্রোহো
বাগ্মী [সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]	বাগ্‌মি
মেঘনাদ [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]	মেঘোনাদ্
মৃত্যুঞ্জয় [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]	মৃত্‌তুন্‌জয়
রক্ষক [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]	রোক্‌খক্
সম্মার্জনা [ঢাকা কমার্স কলেজ]	শম্‌মার্‌জোনা

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অ	
অংশ	অংশো
অংশীদার	ওংশিদার্
অকথ্য	অকোত্‌থো
অকালপক্ব	অকাল্‌পক্‌কো
অকৃতকার্য	অকৃতোকার্‌জো
অগ্ন্যুৎপাত	ওগ্‌নুত্‌পাত্
অদক্ষ	অদোক্‌খো
অধ্যাপক	ওদ্‌ধাপক্
অধ্যাদেশ	ওদ্‌ধাদেশ
অননুকরণীয়	অনোনুকরোনিয়ো
অহ্ন	অনnho
অনিশ্চিত	অনিশ্‌চিতো
অনুগ্রহ	ওনুগ্‌গ্রোহো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অন্ত্যেষ্টি	অন্‌তেশ্‌টি
অপসারণ	অপোশারোন্
অভিজাত	ওভিজাতো
অভিযাত্রী	ওভিজাত্‌ত্রি
অভ্যন্তরীণ	ওব্‌ভোন্‌তোরিন্
অশ্বত্থ	অশ্‌শত্‌থো
আ	
আইনত	আইনতো
আকর্ষণীয়	আকর্‌শোনিয়ো
আক্রমণ	আক্‌ক্রোমোন্
আত্মহারা	আতোতোঁহারা
আধিপত্য	আধিপোত্‌তো
আপ্লুত	আপ্‌পুতো
আলোকচ্ছটা	আলোকোচ্‌ছটা
আহ্লাদিত	আল্‌lhaদিতো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ই-ঈ	
ইতস্তত	ইতস্‌ততো
ইতিহাসবেত্তা	ইতিহাশ্‌বেত্‌তা
ইন্ধন	ইন্‌ধন্‌
ইশতাহার	ইশ্‌তাহার্‌
ঈর্ষান্বিত	ইর্‌শান্‌নিতো
ঈষৎ	ইশত্‌
উ	
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্‌ছৃংখল্‌
উত্তপ্ত	উত্‌তপ্‌তো
উষ্ণ	উশ্‌নো
উত্ত্যক্ত	উত্‌তক্‌তো
উন্মত্ত	উন্‌মত্‌তো
উপক্রমণিকা	উপোক্‌ক্রোমোনিকা
উ-ঋ	
ঊর্ধগামী	উর্‌ধোগামি
ঊর্মি	উর্‌মি
ঋণ	রিন্‌
ঋগ্‌বেদ	রিগ্‌বেদ্‌
ঋত্বিক	রিত্‌তিক্‌
এ	
একত্র	একত্‌রো
একত্রিশ	একোত্‌ত্রিশ্‌
একান্ন	একান্‌নো/অ্যাকান্‌নো
এতদুদ্দেশ্যে	এতোদুদ্‌দেশ্‌শে
এন্তেকাল	এন্‌তেকাল্‌
ঐ-ঔ	
ঐশ্বর্যশালী	ওইশ্‌শোর্‌জোশালি
ঐহিক	ওইহিক্‌
ওতপ্রোত	ওতোপ্‌প্রোতো
ওষ্ঠ্য	ওশ্‌ঠো
ঔপনিবেশিক	ওউপোনিবেশিক্‌
ক	
কক্ষ	কোক্‌খো
কটাক্ষ	কটাক্‌খো
কথোপকথন	কথোপোকথোন্‌
কর্তৃপক্ষ	কোর্‌তৃপোক্‌খো
কৃতঘ্ন	কৃতঘ্‌নো
কৃতজ্ঞ	কৃতগ্‌গো
ক্রমশ	ক্রোমোশো
ক্ষ	
ক্ষতবিক্ষত	খতোবিক্‌খতো
ক্ষয়িষ্ণু	খোয়িশ্‌নু
ক্ষীণ	খিন্‌

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
খ	
খাদ্য	খাদ্‌দো
খ্যাতি	খ্যাতি
খ্রিষ্ট	খ্রিশ্‌টো
খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিশ্‌টাব্‌দো
গ-ঘ	
গগন	গগোন্‌
গঙ্গোপাধ্যায়	গংগোপাদ্‌ধায়্‌
গণপ্রজাতন্ত্রী	গনোপ্রোজাতোন্‌ত্রি
গতকল্য	গতোকোল্‌লো
গহ্বর	গওভর্‌
গৌণ	গৌনো
ঘনত্ব	ঘনোত্‌তো
ঘৃণ্য	ঘৃন্‌নো
ঘৃষ্ট	ঘৃশ্‌টো
চ	
চক্রান্ত	চক্‌ক্রান্‌তো
চঞ্চল	চন্‌চল্‌
চট্টগ্রাম	চট্‌টোগ্রাম্‌
চতুর্দশী	চোতুর্‌দোশি
চলন্ত	চলোন্‌তো
চৌকশ	চৌউকোশ্‌
চৌষট্টি	চৌউশোট্‌টি
ছ	
ছদ্ম	ছদ্‌দোঁ
ছাত্রজীবন	ছাত্‌ত্রোজিবন্‌
ছিদ্র	ছিদ্‌দ্রো
ছোটো	ছোটো
জ-ঝ	
জগদ্‌বিখ্যাত	জগোদ্‌বিক্‌খ্যাতো
জনপ্রিয়	জনোপ্‌প্রিয়ো
জনৈক	জনোই্‌কো
জলপ্রপাত	জলোপ্‌প্রোপাত্‌
জলবায়ু	জলোবায়ু
জ্যেষ্ঠ	জেশ্‌ঠো
জ্যৈষ্ঠ	জোইশ্‌ঠো
ঝঞ্ঝা	ঝন্‌ঝা
ঝটিকা	ঝোটিকা
ট-ণ	
টইটম্বুর	টোইটোম্‌বুর্‌
টিপ্পনী	টিপ্‌পোনি
ঠান্ডা	ঠান্‌ডা
ঠোঙা	ঠোঙা
ডমরু	ডমোরু

Educationblog24.com

HSC প্রশ্নব্যাংক ২০২৫

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ডাকবাংলা	ডাক্‌বাংলা
ঢ্যাঁড়শ	ঢ্যাঁড়োশ্‌
ঢ্যালা	ঢ্যালা
ণত্ববিধান	নত্‌তোবিধান্‌
ত-থ	
তত্ত্বীয়	তোত্‌তিয়ো
তারতম্য	তারোতোম্‌মো
ত্যক্ত	ত্যাক্‌তো
থরথর	থর্‌থর্‌
দ	
দক্ষিণ	দোক্‌খিন্‌
দগ্ধ	দগ্‌ধো
দরিদ্র	দোরিদ্‌দ্রো
দিগ্‌বিজয়ী	দিগ্‌বিজোয়ি
দুঃসহ	দুশ্‌শহো
দুরবস্থা	দুরবোস্‌থা
দ্রব	দ্রোবো
দ্বিত্ব	দিত্‌তো
ধ-ন	
ধৈর্য	ধোইর্‌জো
ধ্রুপদি	ধ্রুপোদি
ধ্বনি	ধোনি
নিরঙ্কুশ	নিরোংকুশ্‌
নিরবচ্ছিন্ন	নিরবোচ্‌ছিন্‌নো
নিরক্ষর	নিরক্‌খর্‌
নিষ্প্রভ	নিশ্‌প্রোভো
নৈসর্গিক	নোইশোর্‌গিক্‌
প-ফ	
পরিক্রমা	পোরিক্‌ক্রোমা
পরিচ্ছন্ন	পোরিচ্‌ছন্‌নো
পরিবর্তন	পোরিবর্‌তোন্‌
প্রাতঃকাল	প্রাতোক্‌কাল্‌
ফুটন্ত	ফুটন্‌তো
ব	
বক্ষ	বোক্‌খো
বন্যা	বোন্‌না
বয়োজ্যেষ্ঠ	বয়োজ্‌জেশ্‌ঠো
বহির্গমন	বোহির্‌গমোন্‌
বাহ্য	বাজ্‌ঝো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
বিচ্যুত	বিচ্‌চুতো
বিবৃত	বিবৃতো
বৈচিত্র্য	বোইচিত্‌ত্রো
ব্যর্থ	ব্যার্‌থো
ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোহ্‌mhaন্‌ডো
ভ	
ভক্ষক	ভোক্‌খোক্‌
ভ্রমণ	ভ্রোমোন্‌
ভ্রষ্ট	ভ্রোশ্‌টো
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুশ্‌পুত্‌ত্রো
ম	
মস্তিষ্ক	মোস্‌তিশ্‌কো
মাধ্যাকর্ষণ	মাদ্‌ধাকর্‌শোন্‌
মৈত্রী	মোইত্‌ত্রি
য-ল	
যথাবিহিত	জথাবিহিতো
যৌবন	জৌব্‌বন্‌
রশ্মি	রোশ্‌শি
রাজস্ব	রাজোশ্‌শো
রূপান্তর	রুপান্‌তর্‌
লবণ	লবোন্‌
লব্ধ	লব্‌ধো
শ-স	
শকট	শকোট্‌
শক্রতা	শোত্‌ক্রতা
শ্মশান	শঁশান্‌
সমভিব্যাহার	শমোভিব্‌ব্যাহার্‌
সম্বন্ধ	শম্‌বন্‌ধো
সর্বসম্মত	শর্‌বোশম্‌মতো
সংক্ষিপ্ত	শংখিপ্‌তো
সংজ্ঞা	শংগাঁ
সংবেদনশীল	শংবেদোন্‌শিল্‌
সংরক্ষিত	শংরোক্‌খিতো
সায়াহ্ন	শায়ান্‌nho
স্বাতন্ত্র্য	শাতোন্‌ত্রো
হ	
হতভম্ব	হতোভম্‌বো
হ্রস্ব	rhoশ্‌শো
হ্রাস	rhaশ্‌
হর্ষ	হর্‌শো

Educationblog24.com

ব্যাকরণ

বাংলা বানানের নিয়ম

ট্রিকস

- ভাষা শুদ্ধরূপে লিখে প্রকাশ করার জন্য শব্দের সঠিক বানান জানা অত্যন্ত জরুরি। বানানজনিত ভুল যেমন শব্দটির অর্থে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তেমনি এর উচ্চারণও শ্রুতিকটু শোনাতে পারে। যেমন: 'বারি' শব্দটির অর্থ 'পানি'; অপরদিকে 'বাড়ি' অর্থ 'গৃহ' বা 'আবাসস্থল'।
- বোর্ড প্রশ্নের ০২ নং প্রশ্নে তোমাকে সাধারণত বাংলা পাঁচটি বানানের নিয়ম অথবা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দগুলো থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- যদি তুমি বানানের নিয়ম লেখ, তাহলে প্রতিটি নিয়মের সাথে একটি বা দুটি উদাহরণ দিতে হবে। কারণ, সাধারণত প্রতিটি নিয়মের জন্য ০.৫ এবং উদাহরণের জন্য ০.৫– এভাবেই নম্বর বণ্টন করা হয়।
- 'অথবা' অংশে পাঁচটি শব্দের শুদ্ধরূপ লিখতে হয়। সুতরাং, তুমি দ্বিতীয় অপশনটি বাছাই করতে পারো, কেননা পাঁচটি শব্দের সঠিক বানান লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: মনে রাখবে, শব্দগুলোর বানানের বৈচিত্র্য জানতে হলে অবশ্যই তোমাকে বানানের নিয়মগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। তাই পরীক্ষার খাতায় যা-ই উত্তর করো না কেন, বানানের নিয়মগুলো তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রমিত বাংলা বানানের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা.বো.'২৪, ২৩, ২২; য.বো.'২৪, ২৩, ১৯; দি.বো.'২৪, ২৩, ১৯; ম.বো.'২৪, ২৩; মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো., চ.বো., সি.বো., ব.বো., কু.বো.'২৩; চ. বো., সি.বো., ব.বো.'১৯; রা.বো., ব.বো, কু.বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি ইত্যাদি।

(ii) রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য ইত্যাদি।

(iii) সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার 'ং' লেখা যাবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার; এভাবে- ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, সংগঠন। সন্ধিবদ্ধ না হলে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

(iv) সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই বা উ এবং এদের কার চিহ্ন ' ি ী ু ূ ' ব্যবহৃত হবে। এমনকি জাতিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, জাপানি ইত্যাদি।

(v) শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: প্রধানত, ক্রমশ, কার্যত, মূলত ইত্যাদি।

Educationblog24.com

০২। বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [রা.বো., চ.বো.'২৪]

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ–তৎসম শব্দের পাঁচটি বানানের নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

(i) সকল অ–তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের–কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। এমনকি জাতিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), শাড়ি, তরকারি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ইরানি, জাপানি ইত্যাদি।

(ii) '–আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি প্রভৃতি।

(iii) তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব–বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, হর্ন প্রভৃতি।

(iv) বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং ইত্যাদি।

(v) বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি–অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা ইত্যাদি।

০৩। আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ব.বো.'২৪; দি.বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা বানানে ই–কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ–কার উভয়ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই–কার হবে। যেমন: কিংবদন্তি, পদবি, ধমনি, শ্রেণি ইত্যাদি।

(ii) সকল অ-তৎসম শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন: খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।

(iii) '–আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন: বর্ণালি, রুপালি, সোনালি ইত্যাদি।

(iv) যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' হবে সেসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব 'ই' কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল?

(v) ভাষা ও জাতিবাচক নামে 'ই'–কার বসবে। যেমন: ইরানি, জাপানি, ইংরেজি ইত্যাদি।

০৪। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[কু.বো.'২৪; ঢা.বো., রা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]

[হলিক্রস কলেজ, ঢাকা; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ; নটরডেম কলেজ, ঢাকা]

উত্তর

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে বাংলা একাডেমির পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখা হলো:

(i) তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: অভিষ্ট, গভীর, অংশু, শস্য, ক্ষীর, ক্ষুর প্রভৃতি।

(ii) তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন (' ি ', ' ু ') হবে । যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, উর্ণা প্রভৃতি।

(iii) রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য প্রকৃতি।

(iv) সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। 'ক্ষ'-এর পূর্বে সর্বত্র 'ঙ' হবে; যেমন– আকাঙ্ক্ষা।

(v) তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদির পূর্বে 'ণ' হয়। যেমন: কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড ইত্যাদি।

Educationblog24.com

০৫। ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের চারটি/পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [কু.বো.'১৯; ঢা.বো., চ.বো., য.বো.'১৭]

[নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী; রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ; বিএএফ শাহীন কলেজ; আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ]

উত্তর

ণ-ত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ-ত্ব বিধান।

নিচে ণ-ত্ব ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

(i) ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন: ঘণ্টা, কাণ্ড ইত্যাদি।

(ii) তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ -এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, উষ্ণ ইত্যাদি।

(iii) ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি য, য়, ব, হ, ং এবং ক- বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

(iv) প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গের পরে তৎসম শব্দে মূর্ধন্য- ণ হবে। যেমন: প্রণয়, প্রয়াণ, পরিণাম, নির্ণয়।

(v) ত- বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন: অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

০৬। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (র্) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [সকল বো.'১৮]

উত্তর

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (র্) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ নিম্নে দেওয়া হলো:

(i) ই = সকল অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে 'ই'-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: খুশি, চাষি, হাসি, ডিশ ইত্যাদি।

(ii) উ = অ-তৎসম শব্দে 'উ'-কার বসবে। যেমন: কুমারি, মুলা, কুলপি ইত্যাদি।

(iii) ক্ষ = তৎসম শব্দে 'ক্ষ' লেখা হয়। যেমন: ক্ষিপ্ত, ক্ষুর, ক্ষীর ইত্যাদি।

(iv) শ = ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি sh, sion, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: স্টেশন, টেলিভিশন, রেশন ইত্যাদি।

(v) (র্) = রেফ-এর পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জন, কার্য, গর্জন ইত্যাদি।

নিজে কর

০৭। 'ষ-ত্ব – বিধান' কাকে বলে? মূর্ধন্য- ষ ব্যবহারের যেকোনো চারটি/পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

বানান শুদ্ধিকরণ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপেক্ষামান [ঢা.বো.'২৪; চ.বো.'২২]	অপেক্ষমাণ
অধ্যায়ন [মাদ্রাসা বো.'২৪]	অধ্যয়ন
অনুসূয়া [চ.বো.'২৩]	অনসূয়া
অহোরাত্রি [রা.বো.'২৩; চ.বো., সি.বো.'১৯]	অহোরাত্র
অপোরাহ্ন [ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২; সি.বো.'১৯; য.বো.'১৭]	অপরাহ্ণ
অতিথী [ঢা.বো.'১৯]	অতিথি
অধিনস্থ [দি.বো.'১৯]	অধীন
আশার/ আশাঢ় [রা.বো.'২৪]	আষাঢ়
আশীর্বাদ [চ.বো.'২৪]	আশীর্বাদ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাংখা/আকাঙ্খা [ব.বো., কু.বো.'২৪, ২৩; ব.বো.'২২; য.বো.'২২; দি.বো.'২৪, ২২; ম.বো.'২৪, ২২; ঢা.বো.'১৯, রা.বো.'২৪, ১৯; চ.বো.'১৯; ব.বো., কু.বো.'১৭]	আকাঙ্ক্ষা
আনুষাঙ্গিক [ম.বো.'২৪; ব.বো.'২২]	আনুষঙ্গিক
আমাবস্যা [রা.বো.'২৩]	অমাবস্যা
আবিষ্কার [চ.বো., ব.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]	আবিষ্কার
আইনজীবি [সকল বো.'১৮]	আইনজীবী
ইতিপূর্বে [ঢা.বো., ম.বো.'২৩; ব.বো., য.বো.'২২; সি.বো.'১৭]	ইতঃপূর্বে

Educationblog24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইতিমধ্যে [সি.বো., কু.বো.'২২; সি.বো.'১৯; সকল বো.'১৮; দি.বো.'১৭]	ইতোমধ্যে
উপরোক্ত/উপরুক্ত [ঢা.বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৪; সি.বো., রা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত
উজ্জল [রা.বো.'২৪]	উজ্জ্বল
উচ্চাস/ উচ্ছাস [য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'২৩, ২২; ম.বো.'২২; সকল বো.'১৮]	উচ্ছ্বাস
উদীচি [সি.বো.'১৯]	উদীচী
ঐক্যতান [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]	ঐকতান
ঐক্যমত্য [চ.বো., ব.বো.'২২]	ঐকমত্য
ঔজ্জল্য [দি.বো.'২২; ব.বো.'১৯]	ঔজ্জ্বল্য
কুজ্জটিকা [রা.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]	কুজ্ঝটিকা
কিম্বদন্তী/ কিংবদন্তী [চ.বো.'২৪]	কিংবদন্তি
কর্মজীবি [ব.বো.'২৪]	কর্মজীবী
কৃচ্ছতা [কু.বো.'২৪]	কৃচ্ছ্র
কথোপোকোথন [য.বো.'২৩, ২২; য.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]	কথোপকথন
কটুক্তি [চ.বো.'২২]	কটূক্তি
কুপমন্ডুক [কু.বো.'১৯]	কূপমণ্ডূক
কৃতিবাস [চ.বো.'১৯]	কৃত্তিবাস
ক্ষতিগ্রস্থ/ ক্ষতীগ্রস্থ [ঢা.বো.'২৪]	ক্ষতিগ্রস্ত
গীতাঞ্জলী [রা.বো.'২৪; য.বো.'১৭]	গীতাঞ্জলি
গ্রন্থাবলী [ব.বো.'২৪]	গ্রন্থাবলি
জাজ্জল্যমান [রা.বো., য.বো.'২২; সি.বো.'১৭]	জাজ্বল্যমান
জেষ্ঠ্য [দি.বো.'১৯]	জ্যেষ্ঠ
ষ্টেডিয়াম [ব.বো.'২৪]	স্টেডিয়াম
টুর্নামেন্ট [কু.বো.'২৪]	টুর্নামেন্ট
দূরাবস্থা/ দূরাবস্থা [ঢা.বো.'২৪; সি.বো., য.বো.'২৩; ব.বো., কু.বো.'২২, রা.বো.'১৯]	দুরবস্থা
দূর্দম [চ.বো.'২৪]	দুর্দম
দায়ীত্ব [ব.বো.'২৪]	দায়িত্ব
দারিদ্রতা [দি.বো.'২৪]	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দূর্বলতা [ম.বো.'২৩]	দুর্বলতা
দূর্বিসহ [রা.বো.'২২]	দুর্বিষহ
দৈন্যতা [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২; ব.বো.'১৯; য.বো., দি.বো.'১৭]	দৈন্য/দীনতা
ধংস [দি.বো.'২৩]	ধ্বংস
নুন্যতম [য.বো., কু.বো., দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; ব.বো., য.বো., কু.বো.'২২	ন্যূনতম

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নুপুর [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]	নূপুর
নিরস [ঢা.বো.'২৩]	নীরস
নিরব [রা.বো.'২৩]	নীরব
নির্দোষী [রা.বো.'২৩]	নির্দোষ
নমস্কার [সি.বো.'২২]	নমস্কার
নিশিথিনি [রা.বো.'১৯]	নিশীথিনী
নিরপরাধী [ব.বো.'১৯]	নিরপরাধ
পিপিলিকা /পীপিলিকা [রা.বো.'২৪; দি.বো.'২৩, ১৯; ব.বো., য.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]	পিপীলিকা
পিত্রিদত্ত [রা.বো.'২৪]	পিতৃদত্ত
প্রবাহমান [চ.বো.'২৪]	প্রবহমান
পূর্বাহ্ন [দি.বো.'২৪]	পূর্বাহ্ণ
প্রাতঃভ্রমণ [ম.বো.'২৪; ব.বো.'১৯]	প্রাতর্ভ্রমণ
প্রতিযোগীতা [মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো., ম.বো.'২২]	প্রতিযোগিতা
পৈত্রিক [চ.বো.'২৩, ১৯; সি.বো.'২৩; দি.বো.'২২; চ.বো., কু.বো.'১৭]	পৈতৃক
প্রতিদ্বন্দ্বি [ব.বো.'২৩; রা.বো.'২২]	প্রতিদ্বন্দ্বী
পুরস্কার [কু.বো.'২৩, ১৭; চ.বো.'১৯]	পুরস্কার
পরাণ [দি.বো.'২৩]	পরান
পল্লীগ্রাম [ম.বো.'২৩]	পল্লিগ্রাম
প্রত্নতাত্তিক [ম.বো.'২৩]	প্রত্নতাত্ত্বিক
প্রানপুরুষ [ম.বো.'২৩]	প্রাণপুরুষ
পূনর্নির্মান [চ.বো.'২২]	পুনর্নির্মাণ
পানিণী [সি.বো.'২২]	পাণিনি
প্রনয়ণ [রা.বো.'১৯]	প্রণয়ন
প্রাণীবিদ্যা [সি.বো.'১৯]	প্রাণিবিদ্যা
ফটোষ্ট্যাট [রা.বো., সি.বো.'২২]	ফটোস্ট্যাট
বুদ্ধিজিবী [ঢা.বো.'২৪, ১৯; কু.বো.'২৩; য.বো.'২২]	বুদ্ধিজীবী
বিভিষন [য.বো.'২৪; চ.বো.'২২]	বিভীষণ
ব্যবহারজীবি [ম.বো.'২৪]	ব্যবহারজীবী
বন্দোপাধ্যায় [রা.বো.'২৩]	বন্দ্যোপাধ্যায়
বাল্মিকী [সি.বো., দি.বো.'২৩]	বাল্মীকি
বয়ঃজেষ্ঠ্য [সি.বো.'২৩]	বয়োজ্যেষ্ঠ
বাঞ্চনীয় [য.বো.'২৩]	বাঞ্ছনীয়
বাংগালী [য.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	বাঙালি
বিদ্যান [দি.বো.'২৩]	বিদ্বান
ব্যাবহার [ম.বো.'২৩]	ব্যবহার
বিদুষি [য.বো.'২২]	বিদুষী
বৈয়াকরণিক [দি.বো.'২২]	বৈয়াকরণ
বিভিষিকা [ঢা.বো.'১৯]	বিভীষিকা

Educationblog24.com

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বানিজ্য [চ.বো.'১৯]	বাণিজ্য
বহিস্কার [ব.বো.'১৯]	বহিষ্কার
বুৎপত্তি [য.বো.'১৯]	ব্যুৎপত্তি
ভীষন [কু.বো.'২৪]	ভীষণ
ভূবন [চ.বো.'২৩]	ভুবন
মনিষা [ব.বো.'২৪]	মনীষা
মুমর্ষূ/মুমূর্ষ/মুমুর্ষু [য.বো.'২৪, ২৩; দি.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; রা.বো.'২২; চ.বো.'১৯; দি.বো.'১৯; চ.বো., ব.বো.'১৭]	মুমূর্ষু
মনোপুত [য.বো.'২৪; চ.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]	মনঃপূত
মরীচীকা/ মরিচিকা [মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'২২, চ.বো.'১৯]	মরীচিকা
মন্ত্রীসভা [মাদ্রাসা বো.'২৪]	মন্ত্রিসভা
মনযোগ/মনজোগ [ঢা.বো.'২৩]	মনোযোগ
মহিয়সী [ঢা.বো.'২৩]	মহীয়সী
মনিষী/মনিষি [ঢা.বো; ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২]	মনীষী
মুহুর্ত [ব.বো.'২৩]	মুহূর্ত
মহত্ব [য.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	মহত্ত্ব
মনকষ্ট [রা.বো.'১৯]	মনঃকষ্ট
মাধুর্যতা [ব.বো.'১৯]	মাধুর্য
লবন [ব.বো.'২৪]	লবণ
শ্বাশূড়ী [ঢা.বো.'২৪]	শাশুড়ি
শান্তনা [রা.বো.'২৪, ২২; দি.বো.'২৪, ২২; কু.বো.'২৪, ২২, ১৭; য.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'২৩, ১৭; য.বো.'১৭]	সান্ত্বনা
শ্বশুরবাড়ী [চ.বো.'২৪]	শ্বশুরবাড়ি
শ্রেণী [ব.বো., কু.বো.'২৪]	শ্রেণি
শিরচ্ছেদ [য.বো.'২৪, ১৯; কু.বো., দি.বো.'২২; চ.বো., সি.বো.'১৯; চ.বো., সি.বো., দি.বো.'১৭]	শিরশ্ছেদ
শারিরীক [মাদ্রাসা বো.'২৪]	শারীরিক
শুধুমাত্র [রা.বো.'২৩]	শুধু/মাত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শ্রদ্ধাঞ্জলী [চ.বো., ব.বো.'২৩; য.বো.'১৯]	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শুশ্রষা [সি.বো.'২৩]	শুশ্রূষা
শিরোমনি [ম.বো.'২৩]	শিরোমণি
শ্রমজিবি [সি.বো., ম.বো.'২২]	শ্রমজীবী
শশ্মান [কু.বো.'২২]	শ্মশান
স্বত্ত্বাধিকারী [ঢা.বো.'২৪]	স্বত্বাধিকারী
সূচীপত্র/ শুচীপত্র [ঢা.বো.'২৪]	সূচিপত্র
সাবলম্বন [চ.বো.'২৪]	স্বাবলম্বন
স্বরস্বতী [চ.বো., দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩, ১৯; ব.বো.'১৭]	সরস্বতী
সন্যাসী [ব.বো.'২৪]	সন্ন্যাসী
হীনমন্যতা [য.বো.'২৪; রা.বো., কু.বো.'২২]	হীনম্মন্যতা
সমিচীন/সমিচিন [কু.বো.'২৪, ২৩, ১৭; দি.বো.'২৪; চ.বো.'২৩, ২২; রা.বো.'১৯; সকল বো.'১৮; ব.বো.'১৭]	সমীচীন
সলজ্জিত [ম.বো.'২৪]	সলজ্জ/লজ্জিত
সম্মানীয় [ম.বো.'২৪]	সম্মাননীয়
সর্বস [ম.বো.'২৪]	সর্বস্ব
স্ববান্ধব [রা.বো.'২৩]	সবান্ধব
সুস্থ্য [রা.বো.'২৩]	সুস্থ
সুধি [চ.বো.'২৩]	সুধী
সম্বর্ধনা [সি.বো.'২৩]	সংবর্ধনা
সুষ্ঠ/সুষ্ট [সি.বো., কু.বো.'২৩]	সুষ্ঠু
স্নেহাশীষ [কু.বো.'২৩]	স্নেহাশিস
সর্বশান্ত [দি.বো.'২৩]	সর্বস্বান্ত
ষ্টেশন [দি.বো.'২৩]	স্টেশন
সোনালী [ম.বো.'২৩]	সোনালি
স্বামীগৃহ [চ.বো.'২২]	গৃহস্বামী
সহযোগীতা [সি.বো.'২২]	সহযোগিতা
স্বাতন্দ্র [ম.বো.'২২]	স্বতন্ত্র
স্রোতোস্বিনি [ম.বো.'২২]	স্রোতস্বিনী
সাতন্ত্র [রা.বো.'১৯]	স্বাতন্ত্র্য
সচিত্রিত [ব.বো.'১৯]	সচিত্র

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্তভুক্ত [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]	অন্তর্ভুক্ত
অপাংতেয় [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]	অপাঙ্‌ক্তেয়
কর্ণেল [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]	কর্নেল
চতুস্কোন [নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ]	চতুষ্কোণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তন্তুজীবি [আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]	তন্তুজীবী
দিবারাত্রি [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]	দিবারাত্র
পুন্য [আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]	পুণ্য
প্রাণীবিদ্যা [ঢাকা সিটি কলেজ]	প্রাণিবিদ্যা

Educationblog24.com

HSC প্রশ্নব্যাংক ২০২৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অধ্যায়বসায়	অধ্যবসায়
আত্মস্ত	আত্মস্থ
আলচ্যমান	আলোচ্য
ইংরেজী	ইংরেজি
ইদৃশ	ঈদৃশ
উচীৎ	উচিত
উপযোগীতা	উপযোগিতা
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
ঋন	ঋণ
কর্ণেল	কর্নেল
কল্যান	কল্যাণ
কার্য্যালয়	কার্যালয়
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কৌতুহল	কৌতূহল
ক্ষুধপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
গৌন	গৌণ
গ্রামীন	গ্রামীণ
চলতশক্তি	চলচ্ছক্তি
জগত	জগৎ
জামিতি	জ্যামিতি
জীবীকা	জীবিকা
জৈষ্ট	জ্যৈষ্ঠ
ঝরণা/ঝর্ণা	ঝরনা
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
তোরন	তোরণ
দুঃস্ত	দুস্থ
দুরাদৃস্ট	দুরদৃষ্ট
দূরন্ত	দুরন্ত
দুষিত	দূষিত
দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব
নিক্কন	নিক্বণ
পঁচা	পচা
পন্য	পণ্য
পরজীবি	পরজীবী
পলোপ্রষু	ফলপ্রসূ
পীরিত	পীড়িত
পুন্য	পুণ্য
পুরান	পুরাণ
পেসাজীবী	পেশাজীবী
পোষ্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার
প্রজম্ন	প্রজন্ম

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রত্যুশ	প্রত্যুষ
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
প্রোজ্জলন	প্রজ্বলন
বনস্পতি	বনস্পতি
বীরাম্বণা	বিড়ম্বনা
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
ব্যাকরন	ব্যাকরণ
ব্যার্থ	ব্যর্থ
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
ভষ্ম	ভস্ম
ভাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
ভাষন	ভাষণ
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
মনমোহন	মনোমোহন
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মহিষি	মহিষী
মুর্চ্ছনা	মূর্ছনা
মুহুর্মুহূ	মুহুর্মুহু
রামায়ন	রামায়ণ
রেজিষ্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
শাস-প্রসাস	শ্বাস/প্রশ্বাস
শীকার	শিকার
শ্বাশত	শাশ্বত
ষ্টোর	স্টোর
সখ্যতা	সখ্য
সন্ধাপদ্বিপ	সন্ধ্যাদীপ
সন্ধিহান	সন্দিহান
সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তী
সমিরন	সমীরণ
সম্বলিত	সংবলিত
সম্বাদ	সংবাদ
সুস্বাগত	স্বাগত
স্বত্ত্বা	সত্তা
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা
স্বার্থকতা	সার্থকতা
স্মরণার্থী	শরণার্থী

Educationblog24.com

ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

ট্রিকস

- ভাষার রূপ বা গঠন বর্ণনা, ভাষা বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ শব্দ-ভান্ডার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এর শব্দশ্রেণি সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৩ নং প্রশ্নে তোমাকে বাংলা ভাষায় আলোচ্য ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ, পদ-প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ) সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে বা প্রদত্ত বাক্যগুলো থেকে কিছু শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় করতে বলা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে নির্দিষ্ট কোনো শব্দশ্রেণির পাঁচটি শব্দ নির্ণয় করতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- তোমাদের ২০২৫ সালের পরীক্ষার জন্য বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ও আবেগ–এ চারটি শব্দশ্রেণি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে তোমরা সহজেই বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে। আর হ্যাঁ, বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে প্রতিটি নিয়মের সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে।
- তবে যদি তুমি বাক্য বা অনুচ্ছেদ থেকে প্রদত্ত শব্দের শ্রেণি নির্ণয়ে দক্ষ হও, তবে এ অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: মনে রাখবে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ পদ-প্রকরণ অংশের উত্তরের জন্য তোমাকে অবশ্যই এ বিষয়ের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। নয়তো সম্পূর্ণ নম্বর পাওয়া তোমার জন্য কঠিন হবে।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আবেগ-শব্দ কাকে বলে? আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[ঢা.বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৪, ২২; মাদ্রসা বো.'২৪; ম.বো.'২৩, ২২; কু.বো.'২৩; রা.বো., ব.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]

উত্তর

আবেগ-শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে।
যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি।

আবেগ–শব্দের শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে আবেগ-শব্দ নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন:

(i) বিস্ময়সূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়।
যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! অ্যাঁ, বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!

(ii) প্রশংসাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ পায়।
যেমন: শাবাশ! খেলার মতো খেলা দেখালে। বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছ তো!

(iii) বিরক্তিসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রকাশ পায়।
যেমন: ছিঃ! এই কাজটি তোর। কী যন্ত্রণা! এভাবে কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব।

(iv) ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, ভয়, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
যেমন: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। আঃ! কী বিপদ।

(v) করুণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে করুণা, সহানুভূতি প্রকাশ পায়।
যেমন: হায় হায়! এখন আমার কী হবে। আহা! লোকটি দেখতে পায় না।

(vi) সিদ্ধান্তসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।
যেমন: আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব। উঁহু, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

(vii) সম্বোধনসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: হে বন্ধু! চলো ফিরে যাই গ্রামে। ওরে! তুই কোথায় চললি?

(viii) আলংকারিক আবেগ: এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: দূর পাগল! তোকে সে কিছুই বলেনি। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!

Educationblog24.com

০২। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ কর।
[রা. বো.'২৪, ২৩; ব.বো.'২৪, ২২; কু.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; সি.বো.'২৩, ১৯; য.বো.'১৯,১৭; দি.বো.'১৭]

উত্তর

বিশেষ্য পদ: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ সাধারণত ছয় প্রকার। উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করা হলো:

(i) নাম-বিশেষ্য, (ii) জাতি-বিশেষ্য, (iii) বস্তু-বিশেষ্য, (iv) সমষ্টি-বিশেষ্য, (v) গুণ-বিশেষ্য এবং (vi) ক্রিয়া-বিশেষ্য।

(i) নাম-বিশেষ্য: ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমন-
ব্যক্তিনাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্পা।
স্থাননাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।
কালনাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।
সৃষ্টনাম: গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতা, ইত্তেফাক, অপরাজেয় বাংলা।

(ii) জাতি-বিশেষ্য: জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন: মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।

(iii) বস্তু-বিশেষ্য: কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন: ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।

(iv) সমষ্টি-বিশেষ্য: এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন: জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।

(v) গুণ-বিশেষ্য: গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে। যেমন: সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।

(vi) ক্রিয়া-বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন: পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

০৩। ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [য. বো.'২৪ ২৩, ২২; ব. বো, দি.বো.'২৩; রা. বো, সি. বো.'২২; কু.বো.'১৭]

উত্তর

ক্রিয়াপদ: যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।
যেমন: (i) ছেলেরা বল খেলে। (ii) গাছে গাছে পাখি ডাকে।

উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

ক. ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা:

(i) সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যের (ভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন: দীপান্বিতা গান গায়। হিমেল বল খেলে। মুন্নি বই পড়ে।

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন:
(i) কথাটা শুনে.....।
(ii) সূর্য উঠলে.....।
(iii) আমি ভাত খেয়ে.....।

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা:

(i) সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

(ii) অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। এই বাক্যে 'ঘুমায়' হলো অকর্মক ক্রিয়া।

(iii) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।
এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

Educationblog24.com

গ. গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার। যথা:

(i) সরল ক্রিয়া: একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: সে লিখছে।, ছেলেরা মাঠে খেলছে।

(ii) প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন।

(iii) নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে 'আ' বা –'আনো' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন: বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে-'আনো' যুক্ত হয়ে হয় 'চমকানো'। এরূপ: কমানো, ছটফানো প্রভৃতি।

(iv) সংযোগ ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: গান করা, উদয় হওয়া, কথা দেওয়া, ভাঙন ধরা, লজ্জা পাওয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।

(v) যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

ঘ. স্বীকৃতি অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা:

(i) অস্তিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা এসেছে।

(ii) নেতিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা আসেনি।

০৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [দি.বো.'২৪; ম.বো.'২২]

উত্তর

বিশেষণ পদ: যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে।

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

(ক) নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন: খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। তিনি বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

(i) বর্ণবাচক: নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।

(ii) গুণবাচক: চালাক ছেলে, ঠান্ডা পানি, ভালো মানুষ।

(iii) অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ, তাজা মাছ।

(iv) ক্রমবাচক: এক টাকা, আট দিন ।

(v) পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান।

(vi) পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।

(vii) উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি ।

(viii) প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?

(ix) নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

(খ) ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ দুই প্রকার:

(i) ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: খুব সাবধানে থেকো।

(ii) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: তুমি খুব সুন্দর।

০৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [ঢা.বো.'২২; ঢা.বো., চ.বো.'১৯; ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ; বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর

সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যেসব শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: রাফি ভালো ছেলে। সে নিয়মিত কলেজে যায়। এখানে 'সে' একটি সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ:

(i) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিন ধরনের:

ক. বক্তা পক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।

খ. শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।

গ. অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।

শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।

Educationblog24.com

(ii) আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। যেমন: নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করছে), স্বয়ং ইত্যাদি।

(iii) নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন- নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক: ও, ওই, ওরা, উনি।

(iv) অনির্দিষ্ট সর্বনাম: অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন: কেউ, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়) ইত্যাদি।

(v) প্রশ্নবাচক সর্বনাম: প্রশ্ন তৈরির জন্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন: কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে ভাত খায়?) ইত্যাদি।

(vi) সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন: যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন (যেমন কর্ম তেমন ফল) ইত্যাদি।

(vii) পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন: পরস্পর, নিজের, নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট করে) ইত্যাদি।

(viii) সকলবাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন: সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব ইত্যাদি।

(ix) অন্যবাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন: অন্য, অপর, পর, অমুক ইত্যাদি।

(x) সংযোগবাচক সর্বনাম: দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন: আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি চলে গেছ।, আমি বলি কী, তোমার না যাওয়াই ভালো।

০৬। কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [দি.বো.'২২]

উত্তর

কর্মপদের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়াপদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কাজ কেবল উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে হয় না, এক বা একাধিক কর্মপদকে গ্রহণ করতে হয়। যেমন: 'সে চিঠি লিখছে।, অনিক বই পড়ছে।, আমি ভাত খাই'। –এসকল বাক্যে লিখছে, পড়ছে ও খাই -সকর্মক ক্রিয়া, কেননা এদের কর্মপদ যথাক্রমে চিঠি, বই ও ভাত রয়েছে।

(ii) অকর্মক ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়ার কর্মপদ নেই, তা-ই অকর্মক ক্রিয়া। যেমন: 'সে মাটিতে শোয়।, সে রোজ এখানে আসে।, সে ভালো দৌড়ায়' -প্রভৃতি বাক্যে শোয়, আসে ও দৌড়ায় অকর্মক ক্রিয়া, এদের কোনো কর্মপদ নেই। এসব ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

(iii) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুইটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: 'দাদু আমাকে একটি উপন্যাসের বই কিনে দিয়েছেন।'—এই বাক্যে 'কিনে দিয়েছেন' ক্রিয়াপদের কর্মপদ দুইটি- 'আমাকে' এবং 'উপন্যাসের বই'। এই কর্মপদের মধ্যে ব্যক্তিবাচক কর্মপদকে গৌণ কর্ম এবং বস্তুবাচক কর্মপদকে মুখ্য কর্ম বলা হয়।

০৭। যোজক কী? উদাহরণসহ যোজক-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [কু.বো.'১৯; সকল বো.'১৮]

উত্তর

যোজক: পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

(i) সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন: রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।, জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

(ii) বৈকল্পিক যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন: লাল বা নীল কলমটা আনো।, চা নয় হয় কফি খাব।

(iii) বিরোধমূলক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন: এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।, তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

(iv) কারণবাচক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন:
জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

(v) সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।, যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।

০৮। সাপেক্ষ সর্বনাম বলতে কী বোঝ? যেকোনো চারটি বাক্যে এর প্রয়োগ দেখিয়ে তা চিহ্নিত কর। [দি.বো.'১৯] [নেত্রকোণা সরকারি কলেজ]

উত্তর

সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। এটি দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়।
যেমন: যারা...তারা..., যে...সে..., যেমন...তেমন...ইত্যাদি।
বাক্যে প্রয়োগ:

(i) যেমন কর্ম তেমন ফল।
(ii) যে সয় সে রয়।
(iii) যারা এসেছিল তারা চলেও গেছে।
(iv) যে রাগে সে-ই হারে।

Educationblog24.com

০৯। বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [রা.বো.'১৭]

উত্তর

ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(i) বিশেষ্য: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

(ii) সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: ইনসাদ ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উল্লিখিত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি 'ইনসাদ'– এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হলো সর্বনাম।

(iii) বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: নীল আকাশ, ঠান্ডা হাওয়া, চৌকশ লোক ইত্যাদি।

(iv) ক্রিয়া: যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন: শফিক বই পড়ে। কাল একবার এসো।

(v) ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে। যেমন: সে দ্রুত দৌড়াতে পারে। ভ্রমর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে এবার জোরে জোরে হাঁটছে।

(vi) যোজক: যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন: মিমিয়া আর আলিয়া দু'বোন। তিনি হয় রিক্সায় না-হয় হেঁটে যাবেন। তোমাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

(vii) অনুসর্গ: যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন: ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তোমার জন্য এটা আমার বিশেষ উপহার।

(viii) আবেগ-শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে। যেমন: মরি মরি! কী রূপমাধুরী। আরে! তুমি আবার কখন এলে! ছিঃ! এমন কাজ তোর! আঃ। কী বিপদ।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয়

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। → বিশেষণ [ঢা.বো.'২৪]
- বিপন্ন মানবতার পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। → অনুসর্গ [ঢা.বো.'২৪]
- কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।→ বিশেষণ [ঢা.বো.'২৪]
- হায় হায়! ওর এখন কী হবে। → আবেগ [ঢা.বো.'২৪]
- আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়।→ ক্রিয়া [ঢা.বো.'২৪]
- গাড়িটা বেশ জোরে চলছে।→ ভাববাচক বিশেষণ [ঢা.বো.'২৪]
- আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। → বিশেষ্য [ঢা.বো.'২৪]
- ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা। → যৌগিক ক্রিয়া [ঢা.বো.'২৪]
- অনলে পুড়িয়া গেল। → বিশেষ্য [রা.বো.'২৪]
- পায়েহাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে গেলাম।→ বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- সবাই কক্সবাজার যেতে চাইছে। → যৌগিক ক্রিয়া [রা.বো.'২৪]
- কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়নি।→ ক্রিয়া বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। → বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- আজ খুব ঠান্ডা লাগছে।→ ভাববাচক বিশেষণ [রা.বো.'২৪]
- সূর্যকিরণ শুষিতেছে জল।→ ক্রিয়া [রা.বো.'২৪]
- আজ নয় কাল সে/তুমি আসবেই।/আজ নয় কাল তাকে আসতেই হবে। → যোজক [রা.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩; দি.বো.'১৯]
- বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। → ক্রিয়া [চ. বো.'২৪, ১৭; ঢা.বো., ব.বো.'২৩; য. বো.'২৩; ১৯; সি. বো.'১৯]
- বিপদ কখনো একা আসে না।→ বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- আর আমি লজ্জায় জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম। → বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক অনেক ভালো।→ বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে।→ বিশেষ্য [চ.বো.'২৪]
- ফুল কি ফোটেনি শাখে? → ক্রিয়া [চ.বো.'২৪]
- কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।→ যৌগিক ক্রিয় [চ.বো.'২৪]
- বাঃ/বাহ! আমাদের মেয়েরা দারুণ খেলেছে। → আবেগ [চ.বো.'২৪; সি. বো.'১৯]
- বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।→ বিশেষ্য [ব.বো.'২৪]
- অনেকক্ষণ ধরে মাঠে হাঁটছি।→ ক্রিয়া বিশেষণ [ব.বো.'২৪]
- আহা! বেচারার কত কষ্ট। → আবেগ [ব.বো.'২৪]
- রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।→ বিশেষণ [ব.বো.'২৪]

Educationblog24.com

- মামার মন নরম হইল।→ বিশেষণ [ব.বো.'২৪]
- মানুষ-ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম।→ বিশেষ্য [ব.বো.'২৪]
- নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।→ অসমাপিকা ক্রিয়া [ব.বো.'২৪]
- বেশ, তাই হবে। → সিদ্ধান্ত আবেগ [ব.বো.'২৪; য.বো.'২৩]
- সবাই রাঙামাটি যেতে চাইছে। → সর্বনাম [য.বো.'২৪, ২৩]
- যথা ধর্ম, তথা জয়। → সাপেক্ষ যোজক [য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]
- হে বন্ধু, বিদায়। → সম্বোধনসূচক আবেগ [য.বো.'২৪; কু. বো.'১৯] [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
- আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর। → বিশেষণ [য.বো.'২৪; কু. বো.'১৭]
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়।→ অনুসর্গ [য.বো.'২৪]
- অধিক ভোজন অনুচিত।→ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য [য.বো.'২৪]
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।→ যোজক [য.বো.'২৪]
- বাঃ! চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম। → আবেগ [ম.বো.'২৪]
- সে নিজে অঙ্কটা করেছে।→ সর্বনাম [ম.বো.'২৪]
- তুমি আর আমি প্রতিদিন কলেজে যাই।→ যোজক [ম.বো.'২৪]
- ছেলেটা জোরে চিৎকার করে উঠল।→ ক্রিয়াবিশেষণ [ম.বো.'২৪]
- নীল আকাশের নিচে বসে আছি।→ বিশেষণ [ম.বো.'২৪]
- আগামীকাল তুমি একবার এসো।→ ক্রিয়া [ম.বো.'২৪]
- ময়না পাখি কথা বলতে পারে।→ বিশেষ্য [ম.বো.'২৪]
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। → বিশেষণ [ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'১৯]
- চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি।→ অনির্দিষ্ট সর্বনাম [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- ফুল বিনা মালা হয় না।→ অনুসর্গ [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।→ বিশেষ্য [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে।→ বিশেষণ [মাদ্রাসা বো.'২৪] [নটরডেম কলেজ, ঢাকা]
- ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী।→ বিশেষ্য [মাদ্রাসা বো.'২৪]
- আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। → যোজক [মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো., য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- বাহবা! আমাদের দল খেলায় জিতেছে। → আবেগ [মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৯]
- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? → অনুসর্গ [ঢা.বো.'২৩; সি.বো.'১৯; চ.বো., কু.বো.'১৭] [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
- মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা। → সর্বনাম [ঢা.বো.'২৩; সি.বো., দি.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। → ক্রিয়াবিশেষণ [ঢা.বো.'২৩]
- শাবাশ! দারুণ কাজ করেছ। → আবেগ [ঢা.বো.'২৩]
- সানজিদা দ্রুত দৌড়াতে পারে। → ক্রিয়াবিশেষণ [ঢা.বো.'২৩]
- বিপদ কখনও একা আসে না। → বিশেষ্য [ঢা.বো., য.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। → বিশেষ্য [ব.বো.'২৩; দি.বো.'১৯]
- তুমি যে আমার কবিতা। → সর্বনাম [ব. বো.'২৩; কু.বো.'১৭]
- সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। → বিশেষণ [ব.বো.'২৩; চ.বো., সি.বো., য.বো.'১৯]
- চাহিয়া দেখিলাম – হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। → যৌগিক ক্রিয়া [ব.বো.'২৩]
- বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছ তো। → আবেগ শব্দ [ব.বো.'২৩]
- ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না। → বিশেষ্য [ব.বো.'২৩]
- পায়ে হাঁটা পথ ধরে সোজা এগিয়ে চললাম। → বিশেষণ [য.বো.'২৩]
- দারুণ সুন্দর দেখতে। → ভাববাচক বিশেষণ [য.বো.'২৩]
- কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। → ক্রিয়াবিশেষণ [য.বো.'২৪, ২৩]
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। → অনুসর্গ [য. বো.'২৩]
- এ মাসে নয়, আগামী মাসে তুমি যাবে। → যোজক [দি.বো.'২৩]
- বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য। → আবেগ [দি.বো.'২৩]
- হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। → বিশেষণ [দি.বো.'২৩]
- সুখ কে না চায়? → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- লাল রঙের ফুলে ছেয়ে গেছে বাগান। → বিশেষণ [দি.বো.'২৩]
- সোনার তরী বিখ্যাত গ্রন্থ। → বিশেষ্য [দি.বো.'২৩]
- রবীন্দ্রনাথ তো আর দুজন হয় না। → বিশেষ্য [সি. বো., য.বো.'১৯; চ. বো.'১৭]
- তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। → ক্রিয়া বিশেষণ [সি. বো., য. বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। → বিশেষণ [য.বো.'১৯]
- কারণ ছাড়া কার্য হয় না। → অনুসর্গ [য.বো.'১৯]
- ট্রেনটা এখনই এসে পড়বে। → যৌগিক ক্রিয়া [কু.বো.'১৯]
- নদীর বুকে চর জেগেছে। → ক্রিয়া বিশেষণ [কু.বো.'১৯]
- এত চিনি দিলাম তবু মিষ্টি হলো না। → যোজক [কু.বো.'১৯]
- আমাদের যাত্রা সমুদ্র অভিমুখে। → অনুসর্গ [কু.বো.'১৯] [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
- তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। → বিশেষ্য [দি.বো.'১৯]
- হঠাৎ সে দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। → ক্রিয়া বিশেষণ [দি.বো.'১৯]
- বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লেখেছ। → আবেগ [দি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
- শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল। → বিশেষ্য [দি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
- সে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। → সমাপিকা ক্রিয়া [দি.বো.'১৯]
- শাবাশ! দারুণ খেলেছে আমাদের মেয়েরা। → আবেগ [চ.বো.'১৭]
- করিম ও রহিম দুই ভাই। → বিশেষ্য [কু.বো.'১৭]
- ভালো আমটি খাও। → বিশেষণ [কু.বো.'১৭]

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কেমনে আসে যায়। → অনুসর্গ [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]
- রবীন্দ্রনাথ তো আর দুজন হয় না। → বিশেষণ [নটরডেম কলেজ, ঢাকা]
- গ্রামটি গত বছর বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। → ক্রিয়া [ঢাকা কলেজ]
- বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা। → ক্রিয়া [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
- কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। → বিশেষ্য [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়]
- মরি মরি! কী রূপ মাধুরী। → আবেগ
- সবাই গেছে বনে। → সর্বনাম
- নীল-হলুদ-বেগুনি অথবা সাদা। → যোজক
- অপরের ক্ষতি করো না। → সর্বনাম
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। → প্রযোজক ক্রিয়া
- তাকে ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। → অনুসর্গ
- সবাই জীবনে জয়ী হতে চায়। → সর্বনাম
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি ভিক্ষা করব না। → যোজক
- ডাক্তার অসুস্থ, তিনি রোগী দেখতে আসবেন না। → সর্বনাম
- বাহ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছে তো। → ক্রিয়া
- যদি দূরে চলে যাই তবু মনে রেখ। → যোজক
- আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। → সর্বনাম
- মাথার উপরে নীলাকাশ। → অনুসর্গ
- সাদা বা কালো। → যোজক
- কোথাও কেউ নেই। → সর্বনাম
- সোনিয়ার সাহস আছে। → বিশেষ্য
- সানজারের কাছে কলমটা নেই। → অনুসর্গ
- প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। → বিশেষণ
- সিক্ত নীলাম্বরী। → বিশেষ্য
- পুলকিত সচ্ছলতা। → বিশেষণ
- তিনটি ফুল আর অনেক পাতা। → যোজক
- তুমি আমার পূর্ববাংলা। → সর্বনাম
- নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো। → সর্বনাম
- খুব সাবধানে পথ চলবে। → ভাব বিশেষণ
- ওরা পরস্পর আত্মীয়। → সর্বনাম
- আমি আগামীকাল বাড়ি যাব। → ক্রিয়া বিশেষণ
- প্রচণ্ডবেগে ঝড় বেয়ে আসল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- লোকটি ধনী কিন্তু সুখী নন। → যোজক
- মন দিয়ে লেখাপড়া কর। → অনুসর্গ
- তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন। → যোজক
- যদি বারণ কর তবে আসব না। → যোজক
- এবার শুরু হলো সেই মিছিল। → বিশেষ্য
- সে অল্পক্ষণ ঘুমোয়। → ক্রিয়া
- ছেলেটা দুষ্টু নয়। → ক্রিয়া বিশেষণ
- আমার কাছে অর্থের কোন মূল্য নেই। → অনুসর্গ
- যত গর্জে তত বর্ষে না। → সাপেক্ষ যোজক
- শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। → আবেগ
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে না। → ক্রিয়া বিশেষণ
- গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ
- হৈমন্তী গান গাইছে। → ক্রিয়া
- যাত্রীরা স্ব স্ব আসনে গিয়ে বসলেন। →সর্বনাম
- আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। → বিশেষণ
- কারা যেন গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- বোনের জন্য এই বইটা এনেছি। → অনুসর্গ
- হুঁ, যুক্তিটা মন্দ মনে হচ্ছে না। → আবেগ
- আজ বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ডের খেলা। → অনুসর্গ
- আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে। → সর্বনাম
- আরে! তুমি কখন এলে! → আবেগ
- জলধি অভিমুখে রাজপুত্র অভিযাত্রা করলেন। → অনুসর্গ
- চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা। → ক্রিয়া বিশেষণ
- গরিবকে সাহায্য করা উচিত। → বিশেষ্য
- সব বস্তিতেই এখন টিউবওয়েল বসেছে। → বিশেষ্য
- তুমি ঢাকা গিয়েছিলে? → ক্রিয়া
- তিনি অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। → বিশেষণ
- যত চাও তত লও তরণী পরে। → সাপেক্ষ যোজক
- মেটে কলসিতে পানি ঠান্ডা থাকে। →বিশেষণ
- তাড়াতাড়ি যাও নতুবা তাকে পাবে না। → যোজক
- সেলিমের ঘুম এল না মোটেই। → বিশেষ্য
- এবার পাথর যেন নড়ে। → ক্রিয়া
- এ জনমের তরে বিদায় নিলাম। → অনুসর্গ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন → সর্বনাম
- রুমি কিংবা সুমি কেউ-ই একাজ করতে পারে না। → যোজক
- ভূতের ভয়ে নজিমা দ্রুত দৌড়াতে লাগলো। → ক্রিয়া বিশেষণ
- ভালো ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়। →বিশেষণ

ব্যাকরণ অংশ

- সুস্থ-সবল দেহকে কে না ভালোবাসে।→ বিশেষণ
- ধীরে ধীরে বায়ু বয়। →ক্রিয়া বিশেষণ
- উড়ন্ত পাখি। → বিশেষণ
- হয় টাকা ছাড় নচেৎ ঘর ছেড়ে দাও। → যোজক
- ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন। → বিশেষণ
- মন্দ কথা বলতে নেই। → বিশেষণ
- তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক। →বিশেষণ
- নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি। → বিশেষণ
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। → অনুসর্গ
- শরতের এই আকাশ মনকে উদাস করে দেয়। →বিশেষণ
- চলো কোথাও বেড়াতে যাই। → সর্বনাম
- বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। → ক্রিয়া
- সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। → বিশেষ্য
- এই আমার মা। → বিশেষ্য
- ইনি আমার কাকা। → সর্বনাম
- ট্রেন দ্রুত চলতে লাগল। →ক্রিয়া বিশেষণ
- দৃশ্যটি বড়োই সুন্দর। → বিশেষণ
- সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়? →যোজক
- মেঘ ডাকে। → ক্রিয়া

অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর:

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এনেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পু চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম। [কু.বো.'২৪

উত্তর: (i) কুটুম – বিশেষ্য; (ii) রসগোল্লা – বিশেষ্য; (iii) প্রকাশ্য – বিশেষণ; (iv) ফেলল – ক্রিয়া; (v) লজ্জা – বিশেষ্য।

০২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত কর:

বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে মানুষ হিসেবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করা অবান্তর মনে হয়। আমরা জানি, যে কোনো দক্ষতা একজ ব্যক্তির বিশেষ গুণ। কিন্তু সেরূপ কিছু অর্জনের জন্য সভা-সমিতির সদস্য হওয়া জরুরি নয়। অজস্র লোকই এ-কথা বুঝতে অক্ষম। [দি.বো.'২৪

উত্তর: (i) গভীরতা – বিশেষ্য; (ii) মানুষ – বিশেষ্য; (iii) দক্ষতা – বিশেষ্য; (iv) গুণ – বিশেষ্য; (v) সদস্য – বিশেষ্য।

০৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

আজ সারাদিন আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। মৃদু বাতাস বইছে। রাজিব ভাঙা ছাতা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আপন মনে গান গাইছি। উহ্! বড্ড ঠান্ডা। [রা.বো.'২৩

উত্তর: (i) সাদা – বিশেষণ (ii) বাতাস – বিশেষ্য (iii) ভাঙা – বিশেষণ (iv) গাইছি - ক্রিয়া (v) উহ্ - আবেগ

০৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

পদ্মাসেতু আর মেট্রোরেল বাংলাদেশের দুটি যুগান্তকারী সাফল্য। প্রমত্তা পদ্মার বুকে অভাবনীয় গৌরবের প্রতীক পদ্মাসেতু। পক্ষান্তরে মেট্রোরেল ঢাকা মহানগরীর দুর্বিষহ যানজট নিরসনে নতুন সংযোজন। গৌরবময় এই দুটি সাফল্য জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে সুদৃঢ় সাহস আর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছে। [চ.বো.'২৩

উত্তর: (i) যুগান্তকারী (ii) প্রমত্তা (iii) অভাবনীয় (iv) দুর্বিষহ (v) নতুন (vi) দুটি (vii) সুদৃঢ়

০৫। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুমভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে—। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ। তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, "আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী তাই না?" [সি.বো.'২৩

উত্তর: (i) আড়াই বছরের (ii) সদ্য-ঘুমভাঙা (iii) ভাঙা ভাঙা (iv) পাঁচ বছরের (v) গম্ভীর

Educationblog24.com

০৬। নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই- এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। [কু.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]

উত্তর: (i) মিটমিট – ক্রিয়া বিশেষণ (ii) ক্ষুদ্র – বিশেষণ (iii) নাচিতেছে – ক্রিয়া (iv) হুঁকা – বিশেষ্য (v) তবে – যোজক

০৭। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন কর:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর। [ম.বো.'২৩]

উত্তর: (i) ঘুমন্ত (ii) গরম (iii) অবুঝ (iv) সদ্যোজাত (v) ঝকঝকে

০৮। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি যৌগিক ক্রিয়া চিহ্নিত কর:

"চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে করিলাম, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে) যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না।" [রা.বো.'১৯]

উত্তর: (i) চাহিয়া দেখিলাম (ii) বুঝিতে পারিলাম (iii) করিতে আসিয়াছে (iv) দেওয়া গিয়াছে (v) দেওয়া যাইতে

০৯। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া-বিশেষণ চিহ্নিত কর:

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েকজনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল। [চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]

উত্তর: (i) বাড়ি (ii) হঠাৎ (iii) লাফিয়ে (iv) তাকিয়ে (v) যায়-যায়।

১০। নিচের কবিতাংশ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর: [ব.বো.'১৯]

আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে? কিছু আলাপের পর
দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে
বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে-

উত্তর: (i) ভালো (ii) কিছু (iii) সফেদ (iv) শান্ত (v) জিজ্ঞাসু।

১১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলির ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল। [সকল বো.'১৮]

উত্তর: (i) সুন্দরী – বিশেষণ (ii) পরিবারে – বিশেষ্য (iii) তার – সর্বনাম (iv) অথবা – যোজক (v) সামান্য – বিশেষণ।

১২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর: [ঢা.বো.'১৭] [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ; চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও –আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর – তাহলেই অনেক হবে।

উত্তর: (i) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; (ii) একটুখানি; (iii) মিষ্টি; (iv) অসহায়; (v) করুণ।

১৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর: [সি.বো.'১৭] [বি.এ.এফ শাহীন কলেজ; বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

উত্তর: (i) প্রচণ্ড; (ii) মিষ্টি; (iii) ভাঁপা; (iv) লোভাতুর; (v) নগ্ন।

১৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

"নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মতো উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।" [ব.বো.'১৭]

উত্তর: (i) নীল (ii) রোদেলা (iii) দখিনা (iv) লাল (v) সাদা

ব্যাকরণ

বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া: উপসর্গ ও সমাস

ট্রিকস

- নতুন নতুন শব্দ গঠন ভাষার শব্দ-ভান্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিচিত্র শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে। বাংলা শব্দ গঠনের তিনটি প্রধান উপায় (উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস) এর মধ্যে থেকে উপসর্গ ও সমাস তোমাদের এবারের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৪ নং প্রশ্নে বাংলা শব্দগঠনের নিয়মসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নের পূর্ণমান ৫।
- প্রথম অংশে উপসর্গ ও সমাস থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। তাই এর বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আর হ্যাঁ, বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে।
- 'অথবা' অংশে প্রদত্ত শব্দ থেকে ৫টি শব্দের সমাসের নামসহ ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে বলা হয়। পরীক্ষায় এ অংশের উত্তর করতে চাইলে সমাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে এই অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: তোমাদের প্রতি উপদেশ থাকবে, সমাস অংশটি খুবই ভালোভাবে আয়ত্ত করার। এক্ষেত্রে বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নসমূহের সমাধান বারবার অনুশীলন করা তোমাদের জন্য উপকারী হতে পারে। এছাড়া, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"– প্রশ্নটির ব্যাখ্যা ভালোভাবে পড়ে রাখতে পারো।

উপসর্গ

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে।

◆ উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা:

(i) নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে।
(ii) শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করতে।
(iii) শব্দের অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ করতে।
(iv) শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করতে।

- উপসর্গের নিজস্ব অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: (i) বাংলা উপসর্গ (ii) তৎসম উপসর্গ (iii) বিদেশি উপসর্গ।

০১। বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

বাংলা উপসর্গ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ:

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকেজো, অকাট, অপয়া
	অভাব/না	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে
আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠ, আগাছা
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে (শুদ্ধ: ইতঃপূর্বে)
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
রাম	বড়ো বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙা, রামবোকা
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

Educationblog24.com

০২। তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।
তৎসম উপসর্গ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ:

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	বিকৃত	অপমৃত্যু, অপভ্রংশ।
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি, নিবারণ
	নিশ্চয়	নির্ণয়
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

০৩। বিদেশি উপসর্গ:

(i) ফারসি: কার, দর্, না, নিম্, ফি, বদ্, বে, বর্, ব, কম্।

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
না	না অর্থে	নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
ফি	প্রতি অর্থে	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন
বে	না অর্থে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেতার
কম্	স্বল্প অর্থে	কমজোর, কমবখ্ত্

(ii) আরবি: আম্, খাস্, লা, গর্।

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
আম্	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা
লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর্	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

(iii) ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব।

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
হেড	প্রধান অর্থে	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত
সাব	অধীন অর্থে	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর
হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট
ফুল	পূর্ণ	ফুল-হাতা, ফুল শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট

(iv) উর্দু-হিন্দি:

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা
হরেক	বিবিধঅর্থে	হরেকরকম, হরেক প্রকার।

Educationblog24.com

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [ঢা.বো.'২৪]
[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; ঢাকা সিটি কলেজ; বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ]
অথবা, উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [মাদ্রাসা বো.'২৪; ম.বো.'২৩]

উত্তর

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: অ, অঘা, রাম, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

প্রকারভেদ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: (i) বাংলা উপসর্গ (ii) তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ (iii) বিদেশি উপসর্গ।

(i) বাংলা উপসর্গ: বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। উদাহরণ: অ (নিন্দিত অর্থে) অকেজো, আ (নিকৃষ্ট অর্থে) আগাছা, রাম (বড়ো বা উৎকৃষ্ট) রামছাগল।

(ii) তৎসম/সংস্কৃত উপসর্গ: বহু তৎসম শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় এসেছে। এসব শব্দের পূর্বে সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। উদাহরণ: অপ (বিপরীত অর্থে) অপমান, প্রতি (বিরোধ অর্থে) প্রতিবাদ, আ (পর্যন্ত অর্থে) আমরণ।

(iii) বিদেশি উপসর্গ: আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ভাষার কতগুলো উপসর্গ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এগুলো পুরোপুরি বাংলা ভাষার সাথে মিশে গেছে। যেমন:
ফারসি: কার্, দর্, না, নিম্, ফি, বদ্, বে, বর্, ব, কম্। উদাহরণ: না অর্থে নারাজ।
আরবি: আম্, খাস্, লা, গর্ । উদাহরণ: খাস্: বিশেষ অর্থে খাসমহল।
ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব। উদাহরণ: হেড: প্রধান অর্থে হেড-মাস্টার।
উর্দু-হিন্দি: হর। উদাহরণ: প্রত্যেক অর্থে হররোজ।

০২। উপসর্গ কাকে বলে? 'অনু' ও 'পরি' উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দ গঠন কর। [চ.বো.'২৪]

উত্তর

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: প্র, অনু, পরি, অব, উপ ইত্যাদি।

'অনু' ও 'পরি' উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দ গঠন করে দেখানো হলো:

প্রদত্ত উপসর্গ	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ
অনু	অনু+গমন অনু+রূপ	অনুগমন (পশ্চাৎ অর্থে) অনুরূপ (সাদৃশ্য অর্থে)
পরি	পরি+সীমা পরি+মণ্ডল	পরিসীমা (শেষ অর্থে) পরিমণ্ডল (চতুর্দিকে অর্থে)

০৩। উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর। [দি.বো.'২৪]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: কার্, দর্, খাস, গর, হর ইত্যাদি।

বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন করে দেখানো হলো:

প্রদত্ত উপসর্গ	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ
কার্	কার+খানা	কারখানা (কাজ অর্থে)
দর্	দর+দাম	দরদাম (মধ্যস্থ অর্থে)
খাস	খাস+মহল	খাসমহল (বিশেষ অর্থে)
গর	গর+হাজির	গরহাজির (অভাব অর্থে)
হর	হর+রোজ	হররোজ (প্রত্যেক অর্থে)

Educationblog24.com

০৪। উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর/উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা লেখ।
[রা.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; ঢা.বো., সি.বো., দি.বো.'২৩]

উত্তর

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। অন্যভাবে, বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এরা অন্য শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। এই শব্দাংশগুলোকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। যেমন: অ, আ, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের ভূমিকা/ প্রয়োজনীয়তা:

(i) উপসর্গের মাধ্যমে নতুন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন: হার থেকে উপহার (উপঢৌকন অর্থে)।
(ii) উপসর্গযোগে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন: আদর থেকে সমাদর (সম্যকরূপে অর্থে)।
(iii) উপসর্গযোগে শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়। যেমন: সিদ্ধ থেকে প্রসিদ্ধ (বিখ্যাত অর্থে)।
(iv) উপসর্গের দ্বারা শব্দের অর্থের সীমানা সংকুচিত হয়। যেমন: মোল্লা থেকে নিমমোল্লা (অর্ধেক অর্থে)।
(v) উপসর্গযোগে কোনো শব্দের বিপরীত অর্থ-বোধক শব্দেও গঠিত হয়। যেমন: দেশ থেকে বিদেশ (বিপরীত অর্থে)।
(vi) উপসর্গের দ্বারা শব্দ গঠনের ফলে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।
(vii) উপসর্গ আবেগ প্রকাশে নতুন নতুন শব্দ গঠনে সহায়তা করে। যেমন: হাহুতাশ, হাপিত্যেশ।
(viii) উপসর্গ ভাষার সৌন্দর্য, মাধুর্য, সাবলীলতা ও গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

সুতরাং উপসর্গের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দ গঠন করা। উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; এরা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবিশিষ্ট শব্দ গঠন করে এবং ভাষার শব্দভান্ডার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

০৫। "উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ-দ্যোতকতা আছে।"—ব্যাখ্যা কর। [কু.বো.'২৪]
অথবা, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে।" ব্যাখ্যা কর।
[ব.বো.'২৪, ২৩, ১৭; চ.বো.'২৩; য.বো.'২৪, ২৩, ১৯, ১৭; সি.বো.'১৯; কু.বো.'২৩, ১৭; দি.বো.'১৭]

উত্তর

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: অ, পরা, প্র ইত্যাদি। উপসর্গের অর্থবাচকতা বা নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এগুলো শব্দ বা ধাতুর আগে বসে অর্থের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধন তথা নতুন অর্থ দান করতে পারে। যেমন: 'কাজ' শব্দের আগে 'অ' শব্দাংশটি যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ 'অকাজ' গঠিত হয়, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটেছে। আবার, পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' অব্যয় যোগে 'পরিপূর্ণ' শব্দ তৈরি হয়, যা আগের শব্দটির অর্থকে সম্প্রসারিত করেছে।

একইভাবে 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যোগে গঠিত 'আহার' অর্থ খাওয়া। কিন্তু 'প্রহার' অর্থ মারা, 'বিহার' অর্থ ভ্রমণ, 'পরিহার' অর্থ ত্যাগ, 'উপহার' অর্থ পুরস্কার। এখানে 'হার' শব্দটির পূর্বে আ, প্র, বি, পরি, উপ-ইত্যাদি উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'হার' শব্দটির অর্থকে পরিবর্তন করেছে। লক্ষণীয়, এ অর্থহীন শব্দাংশগুলো অন্য শব্দের অর্থে প্রভাব বিস্তার করলেও এদের নিজেদের আলাদা কোনো অর্থ নেই। এ কারণেই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

০৬। উপসর্গ কাকে বলে? প্র, অপ, আ, সম্, নি-উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন কর। [রা.বো.'২৩]

উত্তর

উপসর্গ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: রাম, পাতি, অনা, উপ ইত্যাদি।

নিচে প্র, অপ, আ, সম্, নি-উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শব্দ গঠন করা হলো:

প্রদত্ত উপসর্গ	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ
প্র	প্র+ভাত	প্রভাত (উৎকর্ষ অর্থে)
অপ	অপ+কার	অপকার (বিপরীত অর্থে)
আ	আ+গমন	আগমন (বিপরীত অর্থে)
সম	সম্+আগত	সমাগত (সম্মুখ অর্থে)
নি	নি+ বারণ	নিবারণ (নিষেধ অর্থে)

Educationblog24.com

০৭। শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [দি. বো.'১৯; রা. বো.'১

উত্তর

শব্দগঠন: শব্দের অর্থবৈচিত্র্যের জন্য এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ তৈরিই হলো শব্দগঠন। মূলত উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস এ তিন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করা হয়। এছাড়াও শব্দদ্বিত্বের সাহায্যেও নতুন শব্দগঠিত হয়। নিম্নে শব্দ গঠনের প্রধান তিনটি উপায়–উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস নিয়ে আলোচনা করা হলো:

(i) উপসর্গযোগে শব্দগঠন: বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে। এগুলো মূলত অর্থহীন শব্দাংশ, যা অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন: বে+তার = বেতার, অ+কাজ = অকাজ, রাম + দা = রামদা প্রভৃতি।

(ii) প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন: শব্দ ও ধাতুর পরে যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন: শিশু+অ = শৈশব; √জি+অ = জয়; √পঠ্+অক = পাঠক ইত্যাদি।

(iii) সমাসযোগে শব্দগঠন: বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে বা পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন:
১ম বাক্য – পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
২য় বাক্য – পরীক্ষানিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
এখানে, ১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক'; 'সময় সংক্রান্ত সূচি' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ২য় বাক্যে 'পরীক্ষানিয়ন্ত্রক' 'সময়সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ' শব্দগুলি গঠন করা হয়েছে। পদের এই সংক্ষেপণই হলো সমাস।

সমাস

সমাস: সম্বন্ধ রয়েছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। সমাস মানে সংক্ষেপণ একাধিক পদের একপদীকরণ। এটি ব্যাকরণের শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে- সংস্কৃত থেকে।

সমাসের পরিভাষাসমূহ:

(i) সমস্তপদ: সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।

(ii) ব্যাসবাক্য: সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করলে যে বাক্যটি পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বলে।

(iii) সমস্যমান পদ: যেসব পদ নিয়ে সমাস হয় অর্থাৎ, ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদকে আলাদাভাবে সমস্যমান পদ বলে।

(iv) পূর্বপদ ও পরপদ: সমস্তপদের প্রথম অংশকে (শব্দ) পূর্বপদ এবং শেষের অংশকে (শব্দ) উত্তরপদ বা পরপদ বলে।

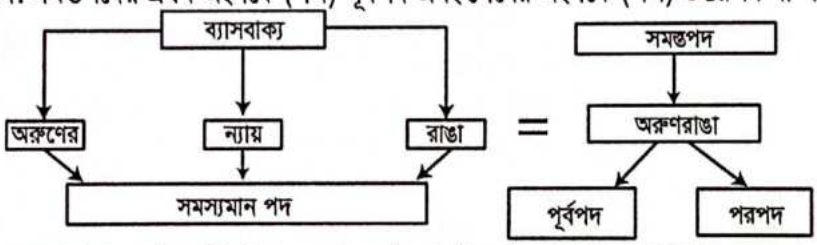

'অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা' সমাস প্রক্রিয়ায় 'অরুণের ন্যায় রাঙা'—ব্যাসবাক্য, 'অরুণরাঙা'—সমস্তপদ; অরুণের, ন্যায়, রাঙা প্রতিটি পদ আলাদাভাবে সমস্যমান পদ এবং 'অরুণ'—পূর্বপদ ও 'রাঙা'—পরপদ বা উত্তর পদ।

- ব্যাসবাক্যের আরেক নাম– বিগ্রহ-বাক্য বা সমাস-বাক্য।
- সমাস মূলত ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

কিছু বিভ্রান্তিকর সমাস নির্ণয়ের সহজ কৌশল

উপমান ও উপমিত:

- সমস্তপদের প্রথম অংশ বিশেষ্য ও পরের অংশ বিশেষণ হলে সেটি উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমন: ভ্রমরকৃষ্ণ—সমস্তপদে ভ্রমর বিশেষ্য এবং কৃষ্ণ (কালো) বিশেষণ। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।
- সমস্ত পদের দুটি অংশই বিশেষ্য পদ হলে সেটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন: চাঁদমুখ—সমস্ত পদের চাঁদ এবং মুখ– দুটি পদই বিশেষ্য বলে এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

অলুক সমাস:

ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্ত পদে বিলুপ্ত না হলে অলুক সমাস হয়। এটি তিন প্রকার। (i) অলুক দ্বন্দ্ব, (ii) অলুক তৎপুরুষ, (iii) অলুক বহুব্রীহি।

- অলুক দ্বন্দ্ব– সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকলে এবং উভয়পদে বিভক্তি যুক্ত থাকলে সেটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন: বনে-জঙ্গলে, দুধে-ভাতে।
- অলুক তৎপুরুষ– যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে- সেটি অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন: তেলে-ভাজা, পোকায়-কাটা।
- অলুক বহুব্রীহি– যে সমাসে সমস্তপদে কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে এবং অন্যপদের অর্থ প্রাধান্য পায় সেটি অলুক বহুব্রীহি সমাস। যেমন: কানে-কলম (কাঠ মিস্ত্রি), হাতে-ছড়ি (অন্ধ)।

Educationblog24.com

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাস:

- সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি– সমস্তপদে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হলে এবং অন্যপদের অর্থ প্রাধান্য পেলে সেটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। যেমন: 'দশগজি' শব্দটি দ্বারা দশগজ পরিমাণ যে কোনো জিনিসকে বোঝায় না। বরং, শব্দটি দ্বারা কাঠমিস্ত্রিদের ব্যবহৃত বিশেষ একটি যন্ত্রকে বোঝানো হয়। তাই এই শব্দটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।
- দ্বিগু– সমস্তপদে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হলে এবং সেটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝালে যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: সপ্তাহ- শব্দটি দ্বারা সাত দিনের সমষ্টি বোঝায়। ফলে এটি দ্বিগু সমাস।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

ব্যাকরণ অংশ

০১। সমাস কাকে বলে? সমাস প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার সমাসের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
বা, সংজ্ঞাসহ সমাসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]
বা, উদাহরণসহ সমাসের শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ কর।

উত্তর

সমাস: পরস্পর অর্থসংগতিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। 'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাসের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।

প্রকারভেদ: সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: (i) দ্বন্দ্ব সমাস (ii) কর্মধারয় সমাস (iii) তৎপুরুষ সমাস (iv) বহুব্রীহি সমাস (v) দ্বিগু সমাস (vi) অব্যয়ীভাব সমাস।

উদাহরণসহ সমাসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

(i) দ্বন্দ্ব সমাস: যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর প্রত্যেকটির অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: পথে-ঘাটে = পথে ও ঘাটে, বই-পুস্তক = বই ও পুস্তক ইত্যাদি।

(ii) কর্মধারয় সমাস: যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: নীল যে অম্বর = নীলাম্বর, চঞ্চল যে প্রাণ = প্রাণচঞ্চল ইত্যাদি।

(iii) তৎপুরুষ সমাস: যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: জন দ্বারা আকীর্ণ = জনাকীর্ণ, দেবকে দত্ত = দেবদত্ত ইত্যাদি।

(iv) বহুব্রীহি সমাস: যে সমাসে সমস্তপদে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: আশীতে বিষ যার = আশীবিষ। এখানে আশীতে (দাঁতে) যার বিষ আছে বোঝাতে যেকোনো বিষদাঁত বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে সাপকে বোঝায়। এ রকম: ভাতের অভাব যার = হাভেতে, চতুর্দশ পদ আছে যার = চতুর্দশপদী ইত্যাদি।

(v) দ্বিগু সমাস: যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদে সমাহার বা সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: তিন প্রান্তরের সমাহার = তেপান্তর, তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা ইত্যাদি।

(vi) অব্যয়ীভাব: যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয় এবং পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: জেলার উপ (সদৃশ) = উপজেলা, কণ্ঠের উপ (সমীপে) = উপকণ্ঠ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অপর্যাপ্ত [চ.বো.'২৪]	নয় পর্যাপ্ত	নঞ্ তৎপুরুষ
অভূতপূর্ব [য.বো.'২৪; য.বো.'২৩]	পূর্বে অভূত	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকালপক্ক [কু.বো.'২৪]	অকালে পক্ক	সপ্তমী তৎপুরুষ
অনৈক্য [দি.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]	নেই ঐক্য যার	নঞ্ বহুব্রীহি সমাস
	নেই ঐক্য	নঞ্ তৎপুরুষ সমাস
অতীন্দ্রিয় [সি.বো.'২৩, ১৭]	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
অনতিবৃহৎ [ম.বো.'২৩; দি.বো.'২২]	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনাশ্রিত [য.বো., সি.বো.'২২; চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	নয় আশ্রিত যে	নঞ্ তৎপুরুষ
অনাচার [দি.বো.'১৯]	নয়/নেই আচার	নঞ্ তৎপুরুষ
অনাহুত [কু.বো.'১৯]	নয় আহূত	নঞ্ তৎপুরুষ
অনুরণন [কু.বো.'১৯]	রণনের পশ্চাৎ	অব্যয়ীভাব
অপরাহ্ণ [কু.বো.'১৭]	অহ্নের অপর বা শেষ ভাগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অহোরাত্র [সি.বো.'১৭]	অহ ও রাত্র	দ্বন্দ্ব
আয়কর [রা.বো., কু.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; রা.বো.'১৯]	আয়ের ওপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধা
আমরণ [ব.বো., দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আগা-গোড়া [মাদ্রাসা বো.'২৪]	আগা থেকে গোড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
আকণ্ঠ [রা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]	কণ্ঠ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আশীবিষ [চ.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
আমরা [ব.বো.'২৩; ম.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	তুমি, সে ও আমি	একশেষ দ্বন্দ্ব
আয়তলোচনা [রা.বো.'২২]	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
আদিগন্ত [ব.বো.'২২]	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আলুনি [দি.বো., ম.বো.'২২]	নুনের (লবণের) অভাব	নঞ্ তৎপুরুষ
আরক্তিম [রা.বো.'১৯]	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব
ইন্দ্রজিৎ [রা.বো.'১৭]	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
উদ্বেল [ঢা.বো.'২৪; য.বো.'২৩, ২২; রা.বো., সি.বো., দি.বো.'২২; সকল বো.'১৮; দি.বো.'১৭]	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপকূল [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'২৩]	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপকণ্ঠ [ঢা.বো., কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উচ্ছৃঙ্খল [চ.বো.'২২]	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপনদী [সি.বো.'২২; সকল বো.'১৮]	নদীর সদৃশ/ক্ষুদ্র	বহুব্রীহি
উর্ণনাভ [য.বো.'২২, চ.বো., কু.বো.'১৭]	উর্ণা নাভিতে যার	অব্যয়ীভাব
উপজেলা [দি.বো.'২২]	জেলার ক্ষুদ্র/সদৃশ	দ্বন্দ্ব
উত্তরোত্তর [ব.বো.'১৯]	উত্তর ও উত্তর	প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
উনপাঁজরে [চ.বো.'২৪]	উন পাঁজর যার	বহুব্রীহি
একচোখা [য.বো.'২৩]	একদিকে চোখ যার	কর্মধারয়
একাদশ [য.বো.'২৩]	একের অধিক দশ	রূপক কর্মধারয়
কালঘুম [ঢা.বো.'২৪]	কাল রূপ ঘুম	উপমান কর্মধারয়
কাজল কালো [য.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	কাজলের ন্যায় কালো	উপপদ তৎপুরুষ
কুম্ভকার [চ.বো.'২৩, ২২]	কুম্ভ করে যে	উপমান কর্মধারয়
কুসুমকোমল [দি.বো.'২৩; রা.বো.'২২]	কুসুমের ন্যায় কোমল	নিত্য
কালান্তর [ঢা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]	অন্য কাল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কবিগুরু [রা.বো.'২২]	কবিদের গুরু	ব্যতিহার বহুব্রীহি
কানাকানি [চ.বো.'২২]	কানে কানে যে কথা	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কলেরগান [য.বো.'২২]	কলের গান	দ্বন্দ্ব
কুশীলব [রা.বো.'১৯]	কুশ ও লব	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
ক্ষুরধারা [চ.বো.'২৪]	ক্ষুরের মতো ধারালো প্রবাহ যার	রূপক কর্মধারয়
ক্ষুধানল [দি.বো.'১৭]	ক্ষুধা রূপ অনল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
খেয়াঘাট [দি.বো.'২৩]	খেয়ার ঘাট	ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গজানন [ঢা.বো.'২৪]	গজ আনন যার	

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গলাগলি [মাদ্রাসা বো.'২৪]	গলায় গলায় যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গিন্নিমা [ঢা.বো.'২৩]	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়
গৃহস্থ [রা.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]	গৃহে থাকে যে/গৃহে স্থিতি যার	উপপদ তৎপুরুষ/ ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি
গায়ে-হলুদ [সি.বো.'২৩]	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
গৃহকর্মী [ব.বো.'২৩]	গৃহের কর্মী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গুরুভক্তি [দি.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ
গরমিল [ম.বো.'২৩]	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব
গল্পপ্রেমিক [ম.বো.'২৩]	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ্রামান্তর [সি.বো.'২২]	অন্য গ্রাম	নিত্য
গৃহান্তর [দি.বো.'২২]	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
গণতন্ত্র [কু.বো.'১৯]	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গুণমুগ্ধ [দি.বো.'১৯]	গুণে মুগ্ধ	সপ্তমী তৎপুরুষ
গ্রন্থকার [ব.বো.'১৯]	গ্রন্থ (রচনা) করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
চৌরাস্তা [ঢা.বো.'২৪]	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
চৌচালা [রা.বো.'২৪]	চার চাল যে ঘরের	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চতুষ্পদ [ব.বো.'২৪]	চার পদ বিশিষ্ট যা	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চৌকাঠ [মাদ্রাসা বো.'২৪]	চার কাঠ যে কাঠামোর	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চিরসুখী [ম.বো.'২৩; ব.বো.'২২; ঢা.বো.'১৯]	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চরণকমল [কু.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চতুর্দশপদী [রা.বো.'১৯]	চতুর্দশপদ আছে যার	বহুব্রীহি
চন্দ্রচূড় [দি.বো.'১৯]	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
চতুষ্পদী [রা.বো.'১৭]	চার পা আছে যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চাঁদমুখ [রা.বো.'১৭]	চাঁদের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয়
ছেলেমেয়ে [চ.বো.'২৩]	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
ছিন্নবস্ত্র [য.বো.'২৩]	ছিন্ন যে বস্ত্র	সাধারণ কর্মধারয়
জন্মান্তর [চ.বো.'২৪]	অন্য জন্ম	নিত্য সমাস
জনাকীর্ণ [ব.বো.'২৪]	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জয় পতাকা [য.বো.'২৪; সি.বো.'২৩]	জয় সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জনমানব [ম.বো.'২৪]	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব সমাস
জলচর [য.বো.'২৩]	জলে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জাদুকর [দি.বো.'২৩]	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত [ব.বো.'২২]	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জন্মান্ধ [ম.বো.'২২]	জন্ম থেকে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জয়ন্তী [দি.বো.'১৭]	জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যে উৎসব	বহুব্রীহি
ঢেঁকিছাঁটা [দি.বো.'১৭]	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তপোবন [ঢা.বো.'২৪; কু.বো.'১৯]	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের
তেপান্তর [কু.বো.'২৪; য.বো., সি.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
তোরা [ঢা.বো.'২৩]	সে ও তুই	একশেষ দ্বন্দ্ব
ত্রিভুবন [দি.বো.'২৩]	তিন ভুবনের সমাহার	দ্বিগু
তেপায়া [ঢা.বো.; দি.বো.'২২]	তে পায়া আছে যাতে	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
ত্রিভুজ [য.বো.'২২]	ত্রি(তিন)ভুজের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিফলা [চ.বো.'১৭]	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
দুধে-ভাতে [ঢা.বো., রা.বো.'২৪]	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব
দেবদত্ত [রা.বো.'২৪]	দেবকে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ
দেশান্তর [রা.বো., দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]	অন্য দেশ	নিত্য
দম্পতি [চ.বো., কু.বো., ম.বো.'২৪; কু.বো., ব.বো.'২৩; রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২]	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
দোমনা [কু.বো.'২৪; ম.বো.'২৩]	দুই দিকে মন যার	প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
দোটানা [চ.বো.'২২]	দুই দিকে টান আছে যার	প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
দিগ্বিদিক [সি.বো.'২২]	দিক ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
ধনদৌলত [সি.বো.'২৩]	ধন ও দৌলত	দ্বন্দ্ব
ধর্মঘট [চ.বো.'১৭]	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নরাধম [ঢা.বো.'২৪]	নর মধ্যে অধম	সপ্তমী তৎপুরুষ
নীপবৃক্ষ [ঢা.বো.'২৩]	নীপ নামক বৃক্ষ/নীপের বৃক্ষ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়/ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নবযৌবন [ম.বো.'২৩]	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
নদীমাতৃক [ব.বো., কু.বো., ম.বো.'২২; চ.বো., য.বো.'১৯; রা.বো., দি.বো.'১৭]	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
নীলাম্বর [রা.বো.'১৯]	নীল অম্বর যার (বলরাম)	বহুব্রীহি
	নীল যে অম্বর (নীল আকাশ)	কর্মধারয়
নবরত্ন [কু.বো.'১৯]	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
পুরুষসিংহ [রা.বো.'২৪]	সিংহের ন্যায় পুরুষ	উপমিত কর্মধারয়
প্রভাত [রা.বো., দি.বো., ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'২২]	প্রকৃষ্ট রূপে ভাত	প্রাদি সমাস
পুষ্পাঞ্জলি [চ.বো.'২৪]	পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি	তৃতীয়া তৎপুরুষ
পথে-ঘাটে [ব.বো.'২৪]	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
প্রাণচঞ্চল [ব.বো.'২৪]	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়
পথে-ঘাটে [ব.বো.'২৪; কু.বো.'১৭]	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
প্রবচন [কু.বো.'২৪; য.বো.'২২; রা.বো.'১৯]	প্রকৃষ্ট যে বচন	প্রাদি
পকেটমার [দি.বো.'২৪; চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রশান্তি [ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪]	প্রকৃষ্ট রূপে শান্তি	প্রাদি সমাস
প্রাণপাখি [রা.বো.'২৩]	প্রাণ রূপ পাখি	কর্মধারয়
পঞ্চনদ [চ.বো.'২৩]	পঞ্চ নদের সমাহার	দ্বিগু
প্রগতি [সি.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]	প্র (প্রকৃষ্ট) গতি	প্রাদি
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন [কু.বো.'২৩]	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

Educationblog24.com

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পঙ্কজ [কু.বো.'২৩; রা.বো.'১৯]	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
প্রভাষক [রা.বো.'২২]	প্রকৃষ্ট যে ভাষক	প্রাদি সমাস
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা [কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]	পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা	বহুপদী দ্বন্দ্ব
পাপমতি [ম.বো.'২২]	পাপে মতি যার	বহুব্রীহি
পলান্ন [ঢা.বো.'১৯]	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পুষ্পসৌরভ [দি.বো.'১৯]	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রবাদ [ব.বো.'১৯]	প্র(প্রকৃষ্টরূপে) বাদ	প্রাদি
প্রভাকর [সকল বো.'১৮]	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ফুলকুমারী [য.বো.'২৩]	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বিষাদ-সিন্ধু [ব.বো.'২৪, ১৯]	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
বনস্পতি [য.বো.'২৪]	বনের পতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বাজিকর [য.বো.'২৪]	বাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বিশ্রি [ম.বো.'২৪]	নেই শ্রী যার	নঞ তৎপুরুষ
বাহুলতা [মা.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বইপুস্তক [চ.বো.'২২]	বই ও পুস্তক	দ্বন্দ্ব
বিপত্নীক [দি.বো.'২২]	(বি) গত হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি
বিলাত-ফেরত [ম.বো.'২২; দি.বো.'১৭]	বিলাত থেকে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
বিশালাক্ষী [ঢা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	বিশাল অক্ষি যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
বিমনা [কু.বো.'১৯]	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি
বইপড়া [সকল বো.'১৮]	বইকে পড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বীরকেশরী [সকল বো.'১৮]	বীর কেশরীর ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বাগ্‌দত্তা [চ.বো.'১৭]	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বাক্যান্তর [সি.বো.'১৭]	অন্য বাক্য	নিত্য
বজ্রকঠোর [কু.বো.'১৭]	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
ভাবান্তর [রা.বো.'২৩]	অন্য ভাব	নিত্য
ভবনদী [চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
মুখচন্দ্র [কু.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
মনগড়া [ম.বো.'২৪]	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মায়েঝিয়ে [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো., দি.বো.'২৩]	মায়ে ও ঝিয়ে	দ্বন্দ্ব
মৃগনয়না [রা.বো.'২৩]	মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যে নারীর	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
মিশকালো [ঢা.বো.'২২]	মিশির মতো কালো	উপমান কর্মধারয়
মনমাঝি [ম.বো.'২২]	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মহাকবি [দি.বো.'১৯]	মহান যে কবি	কর্মধারয়
মকরমুখো [সি.বো.'১৭]	মকরের মতো মুখ যার	বহুব্রীহি
যুগান্তর [ব.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'২২, ১৯; কু.বো.'২২]	অন্য যুগ	নিত্য
যথারীতি [য.বো., কু.বো.'২৪; চ.বো.'২৩; রা.বো.'২২]	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথেষ্ট [ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যৌবনসূর্য [কু.বো.'২৩] [ঢাকা সিটি কলেজ]	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
যুবজানি [ম.বো.'২৩]	যুবতি জায়া যার	বহুব্রীহি
যথাবিধি [ঢা.বো.'১৯]	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
রাজভয় [ব.বো.'২৪]	রাজার ভয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপথ [দি.বো.'২৪; রা.বো., ব.বো.'২৩; সি.বো.'২৩, ২২; সকল বো.'১৮]	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রক্তকমল [ম.বো.'২৪]	কমল রক্তের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
রক্তারক্তি [ঢা.বো.'২৩]	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
রাজপুত্র [ঢা.বো.'২২; রা.বো.'১৭]	রাজার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রক্তনদী [চ.বো.'২২]	রক্তের নদী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজহংস [চ.বো.'১৯]	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাষ্ট্রপতি [কু.বো.'১৭]	রাষ্ট্রের পতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লোকান্তর [ঢা.বো.'২৪]	অন্য লোক	নিত্য সমাস
লাঠালাঠি [কু.বো.'২৩]	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ/লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি
শোকানল [মাদ্রাসা বো.'২৪]	শোক রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
শতবর্ষ [ঢা.বো.'২৩]	শত বর্ষের সমাহার	দ্বিগু
শতাব্দী [রা.বো.'২৩; কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯]	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
শশব্যস্ত [য.বো.'২২]	শশের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
শিক্ষক [কু.বো.'২২]	শিক্ষা দেন যিনি	উপপদ তৎপুরুষ
সবিনয় [চ.বো.'২৪]	বিনয়ের সহিত	বহুব্রীহি
সপ্তর্ষি [চ.বো., য.বো., ম.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; ঢা.বো., চ.বো., য.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
স্মৃতিসৌধ [দি.বো.'২৪]	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সজল [ঢা.বো.'২৩]	জলের সঙ্গে বর্তমান/জলসহ বর্তমান	বহুব্রীহি
সত্যাসত্য [ঢা.বো.'২৩]	সত্য ও অসত্য	দ্বন্দ্ব
সতীর্থ [সি.বো.'২৩]	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি
সিংহাসন [ঢা.বো.'২২]	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সপ্তডিঙা [রা.বো.'২২; সি.বো.'১৭]	সপ্ত ডিঙার সমাহার	দ্বিগু
সেতার [চ.বো., সি.বো., ম.বো.'২২]	সে (তিন) তার যে যন্ত্রের	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
সহোদর [ব.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	সমান উদর যার/যাদের	বহুব্রীহি
সবান্ধব [কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]	বান্ধব সহ বর্তমান	বহুব্রীহি
সাতসতের [ঢা.বো., চ.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]	সাত ও সতেরো	দ্বন্দ্ব
সৈন্যসামন্ত [চ.বো.'১৯]	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
সলিলসমাধি [ব.বো.'১৯]	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ
সত্যভ্রষ্ট [রা.বো.'১৭]	সত্য হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
হাভাতে [রা.বো.'২৪]	ভাতের অভাব যার	বহুব্রীহি
হরতাল [দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাসাহাসি [ম.বো.'২৪]	হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হাতাহাতি [দি.বো.'২৩]	হাতে হাতে যে লড়াই/যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হাতেখড়ি [ঢা.বো.'২২]	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
হিতাহিত [রা.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বিশ্বকবি [ঢাকা কলেজ]	বিশ্বের কবি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তেলেভাজা [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
পথেঘাটে [বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]	পথে ও ঘাটে	অলুক দ্বন্দ্ব
নবীনবরণ [সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা]	নবীনদের বরণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জয়মুকুট [রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]	জয়সূচক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অকাল	নয় কাল	নঞ তৎপুরুষ
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ তৎপুরুষ
অনেক	নয় এক	নঞ তৎপুরুষ
অপয়া	নেই পয় (ভাগ্য) যার	নঞ বহুব্রীহি
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি
আলুভাজা	ভাজা যে আলু	কর্মধারয়
কলুর-বলদ	কলুর বলদ	অলুক তৎপুরুষ
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	উপমান কর্মধারয়
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়
কালিকলম	কালি ও কলম	দ্বন্দ্ব
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘরজামাই	ঘর আশ্রিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘোড়ারডিম	ঘোড়ার ডিম	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চতুর্ভুজ	চতুঃ ভুজ যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চিত্রকর	চিত্র করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপি স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরবসন্ত	চিরকাল ব্যাপি বসন্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপি সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ছেলে ধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জলে-স্থলে	জলে ও স্থলে	দ্বন্দ্ব
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
জ্ঞানালোক	জ্ঞান রূপ আলোক	রূপক কর্মধারয়
তিমির-কুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	বহুব্রীহি
তিমিরবিদারি	তিমিরকে বিদারণ করে যা	উপপদ তৎপুরুষ
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
তেলে-বেগুনে	তেলে ও বেগুনে	অলুক দ্বন্দ্ব
তোমরা	সে ও তুমি	একশেষ দ্বন্দ্ব
তন্মাত্র	কেবল তা	নিত্য
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
দ্বীপ	দুই দিকে অপ যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
দ্বিগু	দ্বি গোর সমাহার	দ্বিগু
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি

Educationblog24.com

নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
পদচ্যুত	পদ থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব
প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়	কর্মধারয়
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ঠ) রূপে ভাব	প্রাদি
প্রিয়ংবদা	প্রিয়ম (প্রিয় বাক্য) বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয়
ব-দ্বীপ	ব-এর মতো দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়
বর্ণচোরা	বর্ণ চুরি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বসতবাড়ি	বসতের জন্য বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বহুব্রীহি	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বিরানব্বই	বি (দুই) অধিক নব্বই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	নেই ওয়ারিশ যার	নঞ বহুব্রীহি
বেহায়া	নেই হায়া (লজ্জা) যার/হায়ার অভাব	নঞ বহুব্রীহি/অব্যয়ীভাব
বেতার	নেই তার যাতে	নঞ বহুব্রীহি
মনগড়া	মন দিয়ে গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
মাসি-পিসি	মাসি ও পিসি	দ্বন্দ্ব
মিঠাকড়া/মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া/ মিঠা অথচ কড়া	কর্মধারয়
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তির জন্য যুদ্ধ	চতুর্থী তুৎপুরুষ
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজনীতি	রাজার নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাতকানা	রাতে কানা	সপ্তমী তৎপুরুষ
রেলগাড়ি	রেলের উপর চলে যে গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
লোকভয়	লোক থেকে ভয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ
লোকালয়	লোকের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু
ষড়ভুজ	ষট্ ভুজ আছে যার	বহুব্রীহি
সজ্জন	সৎ যে জন	কর্মধারয়
সাপে-নেউলে	সাপে ও নেউলে	অলুক দ্বন্দ্ব
সপত্নীক	পত্নীর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সপ্তাহ	সপ্ত (সাত) অহের সমাহার	দ্বিগু
সিঁদুররাঙ্গা	সিঁদুরের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
সুকণ্ঠ	সু কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
হজযাত্রা	হজের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ

Educationblog24.com

ব্যাকরণ

বাক্যতত্ত্ব

ট্রিকস

- আমাদের মনের ভাব প্রকাশের বাহন হল ভাষা, আর এই ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি বাক্যের পর বাক্যকে পরপর সাজিয়ে। বাক্যের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটে।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৫ নং প্রশ্নের প্রথম অংশে বর্ণনামূলক প্রশ্নে বাক্য, সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ- প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- 'অথবা' অংশে বাক্যান্তর নিয়ে প্রশ্ন করা হবে যেখানে প্রদত্ত বাক্যগুলো থেকে পাঁচটি বাক্যকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তরিত করতে হবে। সরল, জটিল, যৌগিক বাক্য রূপান্তর, অস্তিবাচক ও নেতিবাচক বাক্য রূপান্তর; নির্দেশাত্মক, ইচ্ছাসূচক, বিস্ময়সূচক, প্রশ্নবাচক, প্রার্থনাসূচক ও অনুজ্ঞাসূচক বাক্য রূপান্তর–এ কয়েক ধরনের বাক্য রূপান্তর নিয়ে এ অংশে প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫। এই অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: বাক্যের অর্থগত, গঠনগত ও অংশগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন এ অংশের উত্তর করতে সহায়ক হবে। এ প্রশ্নে ভালো করতে চাইলে বর্ণনামূলক অংশে গুরুত্বারোপ করা উচিত।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ঢা.বো., য.বো., দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩, ২২; য.বো.'২৩; চ.বো., ব.বো.'১৯]

উত্তর

অর্থানুসারে বাক্যকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক; (ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক; (iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক; (iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক; (v) বিস্ময় বা আবেগসূচক। তবে কিছু বৈয়াকরণ অর্থানুসারে বাক্যকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (vi) কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ; এবং (vii) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক।

(i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক: এ শ্রেণির বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা নির্দেশিত হয়। নির্দেশাত্মক বাক্য আবার দুই প্রকার। যেমন-

ক. অস্তিবাচক (হ্যাঁ–বোধক): কোনো ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ নির্দেশ করতে অস্তিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: সুবর্ণ একজন মেধাবী ছাত্র।, রিয়া পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।

খ. নেতিবাচক (না-বোধক): কোনো কিছু অস্বীকার করতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।, ওখানে বসার জায়গা নেই।

(ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক: এ শ্রেণির বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। যেমন: ট্রেন কি ছেড়েছে?, তুমি কি পাগল হয়েছ?

(iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক: এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন: অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন।, কখনও মিথ্যা বলো না।

(iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা বোঝায়। শুভ-অশুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন: সবার মঙ্গল হোক।, যদি প্রথম হতে পারতাম!

(v) আবেগসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন: বাহ! কী সুন্দর পাহাড়।, হায়! কী সর্বনাশ ঘটলো, ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।

(vi) কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ: এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন: বৃষ্টি না হলে ফসল পুড়ে যাবে।, আপনি না এলে ভালো লাগবে না।

(vii) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন: আমার মনে হয় না, সে আসবে।, আছে কোথাও এইখানে।, আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

Educationblog24.com

০২। বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য/গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[রা.বো., চ.বো., ব.বো., কু.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.'২৩, ২২; সি.বো., ব.বো., কু.বো., দি.বো., ম.বো.'২২; চ.বো.'১৭]

উত্তর

বাক্য: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে।
যেমন: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।

একটি সার্থক বা আদর্শ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আবশ্যক:
(i) আকাঙ্ক্ষা (ii) আসত্তি (অর্থাৎ নৈকট্য) ও (iii) যোগ্যতা।
উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে সার্থক বাক্য গঠিত হবে না এবং বক্তার মনোভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

(i) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন: ঢাকা বাংলাদেশের .....; অর্থই অনর্থের .... এখানে বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়।

(ii) আসত্তি: বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যস্থিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার নামই আসত্তি।
যেমন: শেরে বাংলা মহান নেতা ছিলেন। 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।'
এখানে প্রথম বাক্যে যদি বলা হতো – 'মহান ছিলেন শেরে বাংলা নেতা' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' তাহলে বাক্যটির ভাব সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো না।

(iii) যোগ্যতা: বাক্যের অর্থগত ও ভাবগত মিলনের জন্য ব্যবহৃত পদের সুষম সমন্বয়কে 'যোগ্যতা' বলে। যেমন: সে নিয়মিত কলেজে যায়। পাখিরা আকাশে ওড়ে।
কিন্তু যদি বলা হতো – সে নিয়মিত চাঁদে যায়। মাছেরা আকাশে ওড়ে।
তাহলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুযায়ী বাক্যগুলো সঠিক হলেও যুক্তিসঙ্গত অর্থের অভাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হতো না। সুতরাং 'যোগ্যতা'র অভাবে বাক্য হিসেবে গণ্য হতো না।

০৩। বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা কর। [চ.বো.'২৩, ২২; ব.বো.'২৩; সি.বো.'২৩; কু.বো.'২৩, ১৯; দি.বো.'২৩, ১৯, ১৭; ম.বো.'২৩; য.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯, ১৭; য.বো.'১৯; রা.বো., য.বো.,'১৭] [আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ; বিএএফ শাহীন কলেজ; নটরডেম কলেজ; সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

উত্তর

বাক্য: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন- '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।' উভয় বাক্যই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।

প্রকারভেদ: গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা: (i) সরল বাক্য (ii) জটিল বাক্য ও (iii) যৌগিক বাক্য।

(i) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।

(ii) জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
↓ ↓
আশ্রিত বাক্য প্রধান খণ্ডবাক্য
জটিল বাক্যগুলো- যে... সে, যা... তা, যিনি... তিনি, যারা... তারা, যখন... তখন, যেমন... তেমন, যেহেতু... সেহেতু, বরং... তবু ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে।

(iii) যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: কঠোর পরিশ্রম করব, তবুও ভিক্ষা করব না।
এ বাক্যের বাক্যগুলো- কিন্তু, এবং, অথবা, নাহলে, নইলে, সুতরাং, তবে, নাহয়, ও, ফলে, তারপর ইত্যাদি যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে।

নিজে কর

০৪। সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।
০৫। বাক্যের অংশগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

Educationblog24.com

বাক্য রূপান্তরের নিয়মসমূহ

➤ সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর:
সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যেমন:
সরল বাক্য: ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য: যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

➤ সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:
সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন:
সরল বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

➤ মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:
মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন:
মিশ্র বাক্য: যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য: নির্বোধরা বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।

➤ মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:
মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয় । যেমন:
মিশ্র বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

➤ যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর:
বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হবে। যেমন:
যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

➤ যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর:
যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন:
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না ।
মিশ্র বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ধনীর কন্যা তার অপছন্দ। (নেতিবাচক) [ঢা.বো.'২৪]
নেতিবাচক: ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়।

০২। সত্যি সেলুকাস, এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) [ঢা.বো.'২৪]
বিস্ময়বোধক: সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ!

০৩। আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক) [ঢা.বো.'২৪]
যৌগিক: আমি বহু কষ্ট করেছি ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

০৪। কেউ কিছু বলে না। (অস্তিবাচক) [ঢা.বো.'২৪]
অস্তিবাচক: সবাই চুপ করে রইল।

০৫। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। (সরল) [ঢা.বো.'২৪]
সরল: এখনো আশা না ছাড়লেও মাতুলকে ছাড়িয়াছি।

০৬। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। (জটিল) [ঢা.বো.'২৪]
জটিল: যদিও তিনি দরিদ্র তবু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

০৭। এমন করা ঠিক হয়নি। (প্রশ্নবোধক) [ঢা.বো.'২৪]
প্রশ্নবোধক: এমন করা কি ঠিক হয়েছে?

০৮। নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [ঢা.বো.'২৪]
অনুজ্ঞাসূচক: নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাও।

০৯। চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। (জটিল) [রা.বো.'২৪]
জটিল: যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম।

১০। যখন তিনি ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। (সরল) [রা.বো.'২৪]
সরল: তিনি থাকাকালীন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না।

১১। যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক) [রা.বো.'২৪]
যৌগিক: বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে।

Educationblog24.com

১২। পাখিটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [রা.বো.'২৪]
বিস্ময়সূচক: বাহ! পাখিটি কী সুন্দর।

১৩। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। (প্রশ্নবাচক) [রা.বো.'২৪]
প্রশ্নবাচক: বাংলাদেশ কি একটি নদীমাতৃক দেশ নয়?

১৪। মানুষের তৈরি দুর্যোগও কম ক্ষতি করে না। (অস্তিবাচক) [রা.বো.'২৪]
অস্তিবাচক: মানুষের তৈরি দুর্যোগও বেশ ক্ষতি করে।

১৫। 'পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?' (নেতিবাচক) [রা.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]
নেতিবাচক: পুলিশের লোক জানিবে না।

১৬। চুপ করো। (নির্দেশাত্মক) [রা.বো.'২৪ দি.বো.'২৩]
নির্দেশাত্মক: চুপ করতে বলছি।

১৭। মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। (সরল) [চ.বো.'২৪]
সরল: মেয়ের বয়স পনেরো শুনিয়া মামার মন ভার হইল।

১৮। তোমার সুখ কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক) [চ.বো.'২৪]
প্রার্থনাসূচক: তুমি সুখী হও।

১৯। মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক) [চ.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]
প্রশ্নবাচক: মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?

২০। শৈশবে তার বাবা মারা যায়। (জটিল) [চ.বো.'২৪]
জটিল: যখন তার শৈশবকাল, তখন তার বাবা মারা যায়।

২১। আমরা স্টেশনে পৌঁছে খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে। (যৌগিক) [চ.বো.'২৪]
যৌগিক: আমরা স্টেশনে পৌঁছালাম এবং খবর পেলাম ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে।

২২। আমার নিবাস নাই। (জটিল) [চ.বো.'২৪]
জটিল: যাকে নিবাস বলে তা আমার নেই।

২৩। আমি গ্রাহ্য করিলাম না। (অস্তিবাচক) [চ.বো.'২৪]
অস্তিবাচক: আমি অগ্রাহ্য করিলাম।

২৪। শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন। (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৪]
নেতিবাচক: শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না।

২৫। মানুষ অমর নয়। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'২৪; চ.বো.'১৯]
অস্তিবাচক: মানুষ মরণশীল।

২৬। জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। (জটিল) [ব.বো.'২৪]
জটিল: যখন জাহাজ ছেড়ে দিল, তখন আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম।

২৭। ফল পাবে কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। (সরল) [ব.বো.'২৪]
সরল: ফল পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২৮। এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়সূচক) [ব.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; য.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
বিস্ময়সূচক: কী লজ্জার কথা এটি!/ছি ছি! কী লজ্জার কথা।

২৯। এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক) [ব.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]
নেতিবাচক: এ কথা অস্বীকার করাই যায় না।

৩০। দশ মিনিট পর ঘাটে নৌকা ভিড়ল। (যৌগিক) [ব.বো.'২৪]
যৌগিক: দশ মিনিট পার হলো, তারপর ঘাটে নৌকা ভিড়ল।

৩১। সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা) [ব.বো., কু.বো.'২৪; ব.বো., সি.বো.'২৩; কু.বো.'১৯; দি.বো.
অনুজ্ঞা: সদা সত্য কথা বলবে।

৩২। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক) [ব.বো.'২৪; য.বো.'২৩; সকল বো.
প্রশ্নবাচক: সাহিত্য কি জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয়?

৩৩। সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক) [য.বো.
যৌগিক: সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।

৩৪। এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [য.বো.
অনুজ্ঞাবাচক: এখনই ডাক্তার ডাকো।

৩৫। ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক) [য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো., দি.বো.
প্রশ্নবাচক: ফুলকে কি সকলেই ভালোবাসে না?

৩৬। বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক) [য.বো.
ইচ্ছাসূচক: বাংলাদেশ চিরজীবী/চিরস্থায়ী হোক।

৩৭। যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল) [য.বো.
সরল: অন্ধকে আলো দাও।

৩৮। বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল) [য.বো.
জটিল: যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তবে ফসল নষ্ট হবে।

৩৯। শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক) [য.বো.'২৪; সি.বো.
নেতিবাচক: শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।

৪০। শীতের পিঠা খেতে খুব মজা। (বিস্ময়সূচক) [য.বো.'২৪; য.বো.
বিস্ময়সূচক: শীতের পিঠা খেতে কী যে মজা!

৪১। তাহার মন একবারে কাঠ হইয়া গেল। (নেতিবাচক) [কু.বো.
নেতিবাচক: তাহার মন কাঠ না হইয়া পারিল না।

৪২। যদি পড়াশোনা না কর, তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক) [কু.বো.
যৌগিক: পড়াশোনা কর, নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

৪৩। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক) [কু.বো.
অস্তিবাচক: মিথ্যাবাদীকে সকলেই অপছন্দ করে।

৪৪। তার আভাস পেতাম কিন্তু নাগাল পেতাম না। (জটিল) [কু.বো.
জটিল: যদিও তার আভাস পেতাম তবুও নাগাল পেতাম না।

৪৫। যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়ে অধম। (সরল) [কু.বো.'২৪; য.বো.'১৯; রা.বো.
সরল: চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।

৪৬। গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে। (প্রশ্নবাচক) [কু.বো.
প্রশ্নবাচক: গভর্নমেন্ট কি বাড়িটা রিকুইজিশন করেনি?

৪৭। আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক) [কু.বো.'২৪; সি.বো.
বিস্ময়বোধক: আমাদের দেশ কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে!

৪৮। ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (যৌগিক) [দি.বো.
যৌগিক: তিনি প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং ফরিয়াদি।

৪৯। তুমিই কাজটি করতে পারতে। (প্রশ্নবোধক) [দি.বো.
প্রশ্নবোধক: তুমিই কি কাজটি করতে পারতে না?

Educationblog24.com

৫০। যিনি বিদ্বান তিনি সৎ লোক। (সরল) [দি.বো.'২৪]
সরল: বিদ্বান লোক সৎ।

৫১। সে কাল আসবে, তারপর আমি যাব। (জটিল) [দি.বো.'২৪]
জটিল: যদি সে কাল আসে তবে আমি যাব।

৫২। হৈম কোনো কথা কহিল না। (অস্তিবাচক) [দি.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: হৈম চুপ রহিল।

৫৩। নদীটি অনেক খুব সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [দি.বো.'২৪; রা.বো.'২৩]
বিস্ময়সূচক: কতই না সুন্দর নদীটি!/বাহ্ কী সুন্দর নদী।

৫৪। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'২৪]
অনুজ্ঞাসূচক: সময় নষ্ট করবে না।

৫৫। সৎ লোকের ভয় নেই। (জটিল) [দি.বো.'২৪]
জটিল: যে লোক সৎ, তার ভয় নেই।

৫৬। মাতৃভূমির সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক) [ম.বো.'২৪]
অনুজ্ঞাবাচক: মাতৃভূমির সেবা কর।

৫৭। তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক) [ম.বো.'২৪; দি.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।

৫৮। এ পৃথিবী অস্থায়ী। (নেতিবাচক) [ম.বো.'২৪]
নেতিবাচক: এ পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।

৫৯। এখানে এসেই সে বসে পড়ল। (যৌগিক) [ম.বো.'২৪]
যৌগিক: সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।

৬০। দেশপ্রেমিককে সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক) [ম.বো.'২৪]
প্রশ্নবোধক: দেশপ্রেমিককে কি সকলেই ভালোবাসে না?

৬১। জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী। (জটিল) [ম.বো.'২৪]
জটিল: যারা জ্ঞানী তারাই সত্যিকার ধনী।

৬২। যে লোক দুর্জন, সে পরিত্যাজ্য। (সরল) [ম.বো.'২৪]
সরল: দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।

৬৩। কী মজার গল্প! (নির্দেশাত্মক) [ম.বো.'২৪]
নির্দেশাত্মক: গল্পটি বেশ মজার।

৬৪। মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (নেতিবাচক) [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৭]
নেতিবাচক: মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে।

৬৫। বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাবাচক) [মাদ্রাসা বো.'২৪; কু.বো.'২৩; য. বো.'১৭]
অনুজ্ঞাবাচক: বিপদে অধীর হয়ো না।

৬৬। শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। (জটিল) [মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৭]
জটিল: যিনি শিক্ষিত লোক, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

৬৭। যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক) [মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]
যৌগিক: পরিশ্রম কর তাহলে ফল পাবে।

৬৮। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী। (সরল) [মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.'২৩; সি.বো.'১৯]
সরল: জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সত্যিকার ধনী।

৬৯। লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক) [মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'১৭]
বিস্ময়সূচক: লোকটি কী দরিদ্র!

৭০। সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক) [ঢা.বো.'২৩; চ.বো.'১৯; য.বো., দি.বো.'১৭]
প্রশ্নবোধক: সরস্বতী বর দেবেন কি?

৭১। এদেশ বড়ো বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) [ঢা.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]
বিস্ময়বোধক: কী বিচিত্র এ দেশ!

৭২। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল) [ঢা.বো.'২৩; কু.বো.'১৯]
জটিল: যাহা ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

৭৩। তিনি ধনী হলেও অসাধু নন। (জটিল) [ঢা.বো.'২৩]
জটিল: যদিও তিনি ধনী, তবুও তিনি অসাধু নন।

৭৪। তুমি দীর্ঘজীবী হও। (নির্দেশক) [ঢা.বো.'২৩]
নির্দেশক: তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

৭৫। তার বয়স হলেও শিক্ষা হয়নি। (যৌগিক) [ঢা.বো.'২৩]
যৌগিক: তার বয়স হয়েছে কিন্তু শিক্ষা হয়নি।

৭৬। আইন মেনে চলা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [ঢা.বো.'২৩]
অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চলো/চলবে।

৭৭। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক) [রা.বো.'২৩; য.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]
প্রশ্নবোধক: বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

৭৮। সূর্যোদয়ে অন্ধকার কেটে যাবে। (জটিল) [রা.বো.'২৩; সকল. বো.'১৮]
জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে তখন অন্ধকার কেটে যাবে।

৭৯। বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে। (সরল) [রা.বো.'২৩]
সরল: বিপদ এলে দুঃখও আসে।

৮০। আমাকে যেতে হবে। (নেতিবাচক) [রা.বো.'২৩]
নেতিবাচক: আমার না গেলে হবে না।

৮১। তিনি আর বেঁচে নেই। (যৌগিক) [রা.বো.'২৩]
যৌগিক: তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই/তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই।

৮২। মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [রা.বো.'২৩]
অনুজ্ঞাবাচক: মন দিয়ে লেখাপড়া করো।

৮৩। একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৩; রা.বো.'১৯]
নেতিবাচক: একে সভ্যতা বলে না।

৮৪। সে চুপ রইল। (নেতিবাচক) [চ.বো.'২৩]
নেতিবাচক: সে কিছু বলল না।

৮৫। দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে। (যৌগিক) [চ.বো.'২৩]
যৌগিক: তিনি দেশপ্রেমিক, তাই দেশকে ভালোবাসেন।

৮৬। আমি মিথ্যা বলিনি। (অস্তিবাচক) [চ.বো.'২৩]
অস্তিবাচক: আমি সত্য বলেছি।

৮৭। বিদ্বানকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (প্রশ্নবাচক) [চ.বো.'২৩]
প্রশ্নবাচক: বিদ্বানকে কি সবাই শ্রদ্ধা করে না?

৮৮। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [চ.বো.'২৩]
অনুজ্ঞাসূচক: স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হও।

৮৯। ভোরের বাতাস নির্মল। (বিস্ময়সূচক) [চ.বো.'২৩]
বিস্ময়সূচক: বাহ্! কী নির্মল ভোরের বাতাস।

৯০। শিক্ষক আসা মাত্রই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল। (জটিল) [চ.বো.'২৩]
জটিল: যখন শিক্ষক আসলেন, তখনই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল।

৯১। দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে? (নির্দেশাত্মক) [সি.বো.'২৩]
নির্দেশাত্মক: দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।

Educationblog24.com

৯২। শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক) [সি.বো.'২৩]
অস্তিবাচক: শহিদেরা অমর।

৯৩। মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম। (প্রশ্নবোধক) [সি.বো.'২৩]
প্রশ্নবোধক: মানবতার ধর্মই বড় ধর্ম নয় কি?

৯৪। ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল) [সি.বো.'২৩]
জটিল: যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।

৯৫। দরিদ্র হলেও তার মন ছোটো নয়। (যৌগিক বাক্য) [সি.বো.'২৩]
যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোটো নয়।

৯৬। যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। (সরল) [সি.বো.'২৩]
সরল: কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।

৯৭। যা বার্ধক্য, তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল) [ব.বো.'২৩; রা.বো.'২৯; দি.বো.'১৭]
সরল: বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।

৯৮। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল) [ব.বো., কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]
জটিল: যা আমার পথ, তা দেখাবে আমার সত্য/ যা আমার সত্য, তাই আমাকে পথ দেখাবে।

৯৯। তাতে সমাজ জীবন চলে না। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'২৩]
অস্তিবাচক: তাতে সমাজ জীবন অচল।

১০০। অন্যায় করো না। (নির্দেশাত্মক) [ব.বো.'২৩]
নির্দেশাত্মক: অন্যায় করা অনুচিত।

১০১। দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত। (অনুজ্ঞা) [য.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]
অনুজ্ঞা: দুর্জনকে দূরে রেখো।

১০২। সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল) [য.বো.'২৩]
জটিল: যখন সূর্যোদয় হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।

১০৩। রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (অনুজ্ঞা) [য.বো.'২৩]
অনুজ্ঞা: রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করবে।

১০৪। যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। (সরল) [য.বো.'২৩]
সরল: দানেই তার প্রাপ্তি।

১০৫। বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হোক। (নির্দেশাত্মক) [য.বো.'২৩]
নির্দেশাত্মক: বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি।

১০৬। সেই বাঁশির সুর খুব মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক) [কু.বো.'২৩]
বিস্ময়সূচক: কী মিষ্টি সেই বাঁশির সুর!/বাহ! সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি।

১০৭। যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু ফসল ভালো হবে। (সরল) [কু.বো.'২৩]
সরল: বৃষ্টি হওয়ায় ফসল ভালো হবে।

১০৮। সকলেই ফুল ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক) [কু.বো.'২৩]
প্রশ্নবাচক: সকলেই কি ফুলকে ভালোবাসে না?

১০৯। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক) [কু.বো.'২৩]
প্রার্থনাসূচক: তোমার মঙ্গল হোক।

১১০। এমন কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। (অস্তিবাচক) [কু.বো.'২৩]
অস্তিবাচক: এমন কথা সে মুখে আনিতে অপারগ।

১১১। জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক) [কু.বো.'২৩]
নেতিবাচক: জন্মভূমিকে ভালবাসে না এমন কেউ নেই।

১১২। ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক) [দি.বো.'২৩]
প্রশ্নবাচক: সকলেই কি ভুল করে না?

১১৩। বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'২৩]
অনুজ্ঞাসূচক: বিপদে ধৈর্য ধরো।

১১৪। মেঘ হলে বৃষ্টি হবে। (জটিল) [দি.বো.'২৩]
জটিল: যদি মেঘ হয়, তাহলে বৃষ্টি হবে।

১১৫। যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল) [দি.বো.
সরল: নির্বোধরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

১১৬। যে লোক চরিত্রহীন সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল) [ম.বো.
সরল: চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।

১১৭। তিনি থাকতে কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। (জটিল) [ম.বো.
জটিল: তিনি যখন ছিলেন, তখন কোনো জিনিসের অভাব ছিল না

১১৮। কিন্তু তারা তো নেই। (অস্তিবাচক) [ম.বো.
অস্তিবাচক: কিন্তু তারা তো অনুপস্থিত।

১১৯। মানুষের তৈরি দুর্যোগ অনেক ক্ষতি করে। (নেতিবাচক) [ম.বো.
নেতিবাচক: মানুষের তৈরি দুর্যোগ কম ক্ষতি করে না।

১২০। সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করে দেয়া যাক। (অনুজ্ঞাবাচক) [ম.বো.
অনুজ্ঞাবাচক: সময় নষ্ট না করে কাজটা শুরু করো/করে দাও।

১২১। জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না। (প্রশ্নবোধক) [ম.বো.
প্রশ্নবোধক: জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় কি

১২২। যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম। (বিস্ময়সূচক) [ম.বো.
বিস্ময়সূচক: ইশ্!/হায়! যদি ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম।

১২৩। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক) [ঢা.বো.
প্রশ্নবোধক: জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয় না?

১২৪। ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক) [ঢা.বো., য.বো.'১৯; কু.বো.
অস্তিবাচক: ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।

১২৫। আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। (জটিল) [ঢা.বো.
জটিল: আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন খবর পেলাম জাহা ছেড়ে চলে গেছে।

১২৬। যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল) [ঢা.বো.
সরল: দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।

১২৭। সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক) [ঢা.বো.
বিস্ময়বোধক: আহা! সর্বদা তার মনে কী দুঃখ।

১২৮। জীবে দয়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [ঢা.বো.
অনুজ্ঞাবাচক: জীবে দয়া করো।

১২৯। সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। (যৌগিক) [ঢা.বো.
যৌগিক: সূর্য উদিত হয়, এবং অন্ধকার দূর হয়।

১৩০। দেশকে ভালোবেসে শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছে। (প্রশ্নবাচক) [রা.বো.
প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালোবেসে কি শত শহিদ জীবন উৎস করেন নি?

১৩১। ইহাদের ন্যায় রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (জটিল) [রা.বো.
জটিল: ইহারা যেমন রূপবতী তেমন রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

১৩২। জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক) [রা.বো.
নির্দেশাত্মক: জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

১৩৩। শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক) [রা.বো.'১৯; চ.বো.
অস্তিবাচক: শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

Educationblog24.com

১৩৪। পরশমণির বয়স হইলেও শিক্ষা হয় নাই। (যৌগিক) [রা.বো.'১৯]
যৌগিক: পরশমণির বয়স হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি।

১৩৫। ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক)
অনুজ্ঞাবাচক: ভুলগুলো এখনই সংশোধন কর। [রা.বো.'১৯]

১৩৬। মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক) [চ.বো.'১৯]
যৌগিক: মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সাগরে পড়েছে।

১৩৭। তুমি যা বললে তা অসত্য। (সরল) [চ.বো.'১৯]
সরল: তুমি অসত্য বললে।

১৩৮। তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। (জটিল) [চ.বো.'১৯]
জটিল: যদিও তিনি দরিদ্র, তবু তিনি সৎ।

১৩৯। সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক) [চ.বো.'১৯]
বিস্ময়সূচক: বাহ! সে কী সুন্দর গান গায়।

১৪০। বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। (নেতিবাচক) [চ.বো.'১৯]
নেতিবাচক: বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না।

১৪১। ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল) [ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
জটিল: যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

১৪২। তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। (প্রশ্নবোধক) [ব.বো.'১৯]
প্রশ্নবোধক: তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

১৪৩। আশেপাশে কোন শব্দ নেই। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'১৯]
অস্তিবাচক: আশপাশ একেবারেই নিঃশব্দ।

১৪৪। ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ। (নেতিবাচক) [ব.বো.'১৯]
নেতিবাচক: ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।

১৪৫। কাজ না করলে চলে যাও। (যৌগিক) [ব.বো.'১৯]
যৌগিক: কাজ কর, না হয় চলে যাও।

১৪৬। আইন মেনে চলা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [ব.বো.'১৯]
অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চলো/চলবে।

১৪৭। সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি। (সরল) [ব.বো.'১৯]
সরল: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

১৪৮। সে আর ভিক্ষা করে না। (প্রশ্নবোধক) [সি.বো.'১৯]
প্রশ্নবোধক: সে কি আর ভিক্ষা করে?

১৪৯। বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়? (অস্তিবাচক) [সি.বো.'১৯]
অস্তিবাচক: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

১৫০। তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত। (নেতিবাচক) [সি.বো.'১৯]
নেতিবাচক: তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।

১৫১। লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়। (জটিল বাক্য) [সি.বো.'১৯]
জটিল বাক্য: যদিও লোকটির সবই আছে, তথাপি সে সুখী নয়।

১৫২। আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল) [সি.বো.'১৯]
সরল: তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

১৫৩। সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে। (জটিল বাক্য) [সি.বো.'১৯]
জটিল বাক্য: যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পদ্মফুল ফোটে।

১৫৪। বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক) [কু.বো., য.বো.'১৯; রা.বো., সি.বো., দি.বো.'১৭]
যৌগিক: তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।

১৫৫। আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। (অস্তিবাচক) [কু.বো.'১৯]
অস্তিবাচক: আমি আশা ছাড়িতে অপারগ হইলাম।

১৫৬। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। (নেতিবাচক) [কু.বো.'১৯]
নেতিবাচক: স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার অপরিপূর্ণ নয়।

১৫৭। যা বাঙালির আত্মজাগরণ, তা অভিনন্দনের দাবি রাখে। (সরল) [কু.বো.'১৯]
সরল: বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে।

১৫৮। বাঁশির সুরটি সুমধুর। (বিস্ময়বোধক) [কু.বো.'১৯]
বিস্ময়বোধক: আহা! বাঁশির সুরটি কী সুমধুর।

১৫৯। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। (প্রশ্নবোধক) [কু.বো.'১৯]
প্রশ্নবোধক: বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে কি?

১৬০। তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল) [য.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]
জটিল: যদিও তিনি ধনী ছিলেন, তবুও তিনি সুখী ছিলেন না।

১৬১। মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) [য.বো.'১৯; রা.বো., ব.বো.'১৭]
নেতিবাচক: মানুষ অমর নয়।

১৬২। সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে। (সরল) [দি.বো.'১৯]
সরল: সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।

১৬৩। ইহারা অন্য জাতের মানুষ। (নেতিবাচক) [দি.বো.'১৯]
নেতিবাচক: ইহারা এই জাতের মানুষ নয়।

১৬৪। পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল) [দি.বো.'১৯]
জটিল: যদি পড়াশুনা না কর, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

১৬৫। আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি। (যৌগিক) [দি.বো.'১৯]
যৌগিক: আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষালাভ করেছি।

১৬৬। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক) [দি.বো.'১৯]
অস্তিবাচক: হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

১৬৭। ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক) [দি.বো.'১৯]
বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!

১৬৮। কাজটা তোমার করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি.বো.'১৯]
অনুজ্ঞাসূচক: কাজটা তুমি করো।

১৬৯। বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [সকল বো.'১৮]
অনুজ্ঞাসূচক: বিপন্নদের সেবা করো।

১৭০। রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক) [সকল বো.'১৮]
বিস্ময়বোধক: রাঙামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য কী চমৎকার!

১৭১। অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করব। (নেতিবাচক) [সকল বো.'১৮]
নেতিবাচক: অনুষ্ঠানটি আমি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থাপনা করবে না।

১৭২। উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক) [সকল বো.'১৮]
অস্তিবাচক: অনুদারতাই কৃপণদের ধর্ম।

১৭৩। যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল) [সকল বো.'১৮]
সরল: সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্রিয় হয়।

১৭৪। যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক) [সকল বো.'১৮]
যৌগিক: সে অশিক্ষিত, কিন্তু দেশপ্রেমিক।

Educationblog24.com

১৭৫। আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল) [ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
জটিল: আমি যে বইটি কিনেছি, সেটি খুব দামি।

১৭৬। কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবোধক) [ঢা.বো.'১৭]
প্রশ্নবোধক: কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল কি?

১৭৭। পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক) [ঢা.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী।

১৭৮। দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
অনুজ্ঞাবাচক: দেশের সেবা করো।

১৭৯। যে সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালবাসে (সরল) [ঢা.বো.'১৭]
সরল: সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।

১৮০। ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক বাক্য) [রা.বো.'১৭]
বিস্ময়বোধক: বাহ! কী সুন্দর ফুল।

১৮১। আমরা নড়লাম না। (অস্তিবাচক বাক্য) [রা.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: আমরা অনড় রইলাম।

১৮২। যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)
সরল: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। [চ.বো.'১৭]

১৮৩। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক) [চ.বো.'১৭]
নেতিবাচক: বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি কঠিন হয় না।

১৮৪। যদিও সে দরিদ্র, তথাপি চরিত্রবান। (যৌগিক)
যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান। [চ.বো., কু.বো.'১৭]

১৮৫। শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বাচক) [চ.বো.'১৭]
বিস্ময়বাচক: শীতে দরিদ্র মানুষের কতই না কষ্ট!

১৮৬। তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক) [চ.বো.'১৭]
অনুজ্ঞাবাচক: তুমি এই খাতায় লিখবে।

১৮৭। দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক) [সি.বো.'১৭]
নির্দেশক: দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।

১৮৮। সে কথাই এরা ভাবে । (নেতিবাচক) [সি.বো.'১৭]
নেতিবাচক: এরা সে কথা না ভেবে পারে না।

১৮৯। নির্বোধকে এত বুঝিয়ো না। (জটিল) [সি.বো.'১৭]
জটিল: যে নির্বোধ তাকে এত বুঝিয়ো না।

১৯০। লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল) [সি.বো.'১৭]
সরল: লোকটি অশিক্ষিত হলেও অশিষ্ট নয়।

১৯১। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত (অনুজ্ঞাবাচক) [সি.বো.'১৭]
অনুজ্ঞাবাচক: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলে কাজ করো।

১৯২। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। (জটিল) [ব.বো., দি.বো.'১৭]
জটিল: যিনি কীর্তিমান তাঁর মৃত্যু নাই।

১৯৩। দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক) [ব.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: দেখি, সে বিছানায় অনুপস্থিত।

১৯৪। দৃশ্যটি বড়োই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [ব.বো., য.বো.'১৭]
বিস্ময়সূচক: বাহ! কী সুন্দর দৃশ্য।

১৯৫। যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল) [ব.বো.'১৭]
সরল: পরিশ্রমীরাই সফল হয়।

১৯৬। তারা কি পাষাণ? (নেতিবাচক) [য.বো.'১৭]
নেতিবাচক: তারা পাষাণ নয়।

১৯৭। ওকে চেনাই যায় না। (অস্তিবাচক) [য.বো.'১৭]
অস্তিবাচক: ওকে অচেনা লাগে।

১৯৮। এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক) [কু.বো.'১৭]
প্রশ্নবাচক: এতে দোষ আছে কি?

১৯৯। দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক) [কু.বো.'১৭]
অনুজ্ঞাবাচক: দেশের সেবা কর।

২০০। তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক) [কু.বো.'১৭]
প্রার্থনাসূচক: তুমি দীর্ঘজীবী হও।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

➢ ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী। (সরল) [সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]
সরল: ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।

➢ সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিকবাচক) [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
নেতিবাচক: সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।

➢ অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
যৌগিক: অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।

➢ এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক) [নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
অস্তিবাচক: এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।

➢ সে কথা আজও ভুলতে পারি না। (প্রশ্নবাচক) [ঢাকা কলেজ]
প্রশ্নবাচক: সে কথা আজও কি ভুলতে পারি?

➢ এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)
নেতিবাচক: এখানে না এসে হলো না।

➢ দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)
যৌগিক: দশ মিনিট পার হলো এবং ট্রেন এলো।

➢ পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে থাকলো। (নেতিবাচক)
নেতিবাচক: পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ হলো না।

➢ রাহুলের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: রাহুলের স্বাস্থ্য খারাপ।

➢ সে মরবে, তবু এ কথা বলবে না । (জটিল)
জটিল: যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না।

➢ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: আমি এখনও অভুক্ত আছি।

➢ অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। (প্রশ্নবোধক)
প্রশ্নবোধক: অন্যায়ের দ্বারা কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়?

➢ দরিদ্রদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)
অনুজ্ঞাসূচক: দরিদ্রদের সেবা করো।

Educationblog24.com

- যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। (যৌগিক)
  যৌগিক: সে রক্ষক কিন্তু ভক্ষক।
- গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক)
  যৌগিক: গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারপর সাগরে পড়েছে।
- আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।
- ঈশ্বরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)
  প্রার্থনাসূচক: ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুক।
- এইমাত্র যে এলো সে একজন ছাত্র। (সরল)
  সরল: এইমাত্র একজন ছাত্র এলো।
- ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (জটিল)
  জটিল: যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
- যে পরিশ্রম করে সে সুখী হয়। (সরল)
  সরল: পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়।
- ধার্মিকেরা সুখী। (জটিল)
  জটিল: যারা ধার্মিক, তারা সুখী।
- আমি তোমার সাফল্য কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)
  প্রার্থনাসূচক: তুমি সফল হও।
- তুমি যা বলো, তা সত্য নয়। (সরল)
  সরল: তোমার কথাগুলো সত্য নয়।
- বরফ গলিল না। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: বরফ অগলিত রহিল।
- আর তো পথ নেই। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: আর কি পথ আছে?
- ভারি মজার কথা। (বিস্ময়বাচক)
  বিস্ময়বাচক: কী মজার কথা!
- যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। (বিস্ময়বোধক)
  বিস্ময়বোধক: আহ! দৃশ্যটি ভুলবার নয়।
- তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)
  যৌগিক: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
- যিনি এইমাত্র এলেন তিনি একজন অধ্যাপক। (সরল)
  সরল: এইমাত্র একজন অধ্যাপক এলেন।
- দেশকে ভালোবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালোবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা কি জীবন উৎসর্গ করেননি?
- এটা কি মানুষের ধর্ম? (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: এটাতো মানুষের ধর্ম নয়।
- সকলের কল্যাণ কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)
  প্রার্থনাসূচক: সকলের কল্যাণ হউক।
- যদিও মুখে দন্ত নেই, তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে। (সরল)
  সরল: দন্তহীন মুখে হাসবার চেষ্টা করে।
- সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।
- তোমার জীবনে শান্তি কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)
  ইচ্ছাসূচক: জীবনে শান্তি লাভ কর।
- তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: তুমি আবার না এলে হবে না।
- আমার হারানো বইটি ফিরে পেয়েছি। (জটিল)
  জটিল: আমার যে বইটি হারিয়েছিল, সেটি ফিরে পেয়েছি।
- আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের বিরোধ নেই। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের মিলন রয়েছে।
- বাড়িটা তারা দখল করেছে। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: বাড়িটি তারা দখল না করে ছাড়েনি।
- টাকায় সব হয় না। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: টাকায় কি সবই হয়?
- দৃশ্যটি খুবই চমৎকার। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: দৃশ্যটি কী চমৎকার!
- তুমি ধনী, কিন্তু উদার নও। (জটিল)
  জটিল: যদিও তুমি ধনী, তবুও তুমি উদার নও।
- যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না। (সরল)
  সরল: সে মরে গেলেও একথা বলবে না।
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: কী ভয়াবহ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা!
- ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবোধক)
  প্রশ্নবাচক: ওরা কি আগামীকাল আসবে না?
- শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: শাহানার স্বাস্থ্য মন্দ নয়।
- দয়া করে কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: দয়া করে চুপ করুন।
- আমি তখন জাগ্রত ছিলাম। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: আমি কি তখন জাগ্রত ছিলাম না?
- আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)
  জটিল: যে সাক্ষী এরকম, তাকে আমি চাই না।
- এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সকল লোকই দেশকে ভালোবাসে।
- যে লোক শিক্ষিত, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল)
  সরল: শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)
  জটিল: যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তবে সুখে থাকবে।
- পড়াশোনা করলে চিন্তা কী? (জটিল)
  জটিল: যদি পড়াশোনা কর, তাহলে আর চিন্তা কী?
- তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। (যৌগিক বাক্য)
  যৌগিক বাক্য: তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিল এবং ঘরে কপাট পড়িল।
- শিক্ষক এসেছেন, কিন্তু ক্লাস হয়নি। (সরল)
  সরল: শিক্ষক এলেও ক্লাস হয়নি।
- কথাটায় তার বিশ্বাস হয় না। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়।
- যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল)
  সরল: ভিক্ষুককে দান কর।
- ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!

Educationblog24.com

- লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক)
  যৌগিক: লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নন।
- নারী ও শিশুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাই। (অনুজ্ঞাসূচক)
  অনুজ্ঞাসূচক: নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করো।
- যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)
  সরল: মাংসাশী পশুরা অত্যন্ত বলবান।
- রহিমার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (যৌগিক)
  যৌগিক: রহিমার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
- সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি!
- সে আজ বাড়ি যাবে না। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: সে কি আজ বাড়ি যাবে?
- এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: এখানে আমি অল্পদিন আগে আসি নি।
- দোষ করেছ, অতএব শাস্তি পাবে। (জটিল)
  জটিল: যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।
- সে কৃপণ এবং চালাক। (সরল)
  সরল: সে কৃপণ হলেও চালাক।
- দুর্জনকে দূরে রাখা বিধেয়। (অনুজ্ঞাসূচক)
  অনুজ্ঞাসূচক: দুর্জনকে দূরে রাখ।
- মন দিয়ে পড়ালেখা করা উচিত। (অনুজ্ঞা)
  অনুজ্ঞাসূচক: মন দিয়ে পড়ালেখা কর।
- নিজে কাজ কর। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: নিজে কাজ করা উচিত।
- তারা এখনও ঘুমন্ত। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: তাদের ঘুম এখনো ভাঙেনি।
- নির্বোধকে অত বুঝিও না। (যৌগিক)
  যৌগিক: যে নির্বোধ এবং তাকে এত বুঝিয়ো না।
- তাদের জয় হোক। (নির্দেশসূচক)
  নির্দেশসূচক: তাদের জয় কামনা করি।
- ইদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব (জটিল)
  জটিল: যখন ইদের ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।
- মৃত্যুই জীবনের শেষ। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: মৃত্যুই কি জীবনের শেষ নয়?
- সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।
- টাকায় কি সবই হয়? (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: টাকায় সব হয় না।
- আমি আল্লাহর কাছে তোমার সহায়তা কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)
  প্রার্থনাসূচক: আল্লাহ তোমার সহায় হউক।
- তার ধন আছে কিন্তু মান নেই। (জটিল)
  জটিল: যদিও তার ধন আছে, তবুও তার মান নেই।
- কথাটা না মেনে উপায় নেই। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: কথাটা মানতে হবে।
- সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: বাহ! সে কী সুন্দর গান গায়।
- সে সুস্থ নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সে অসুস্থ।
- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।
- সে আজ কলেজে অনুপস্থিত। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: সে আজ কলেজে আসেনি।
- সবাইতো সুখী হতে চায়। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: কে সুখী হতে চায় না?
- জগতে কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: জগতে সবকিছুই অস্থায়ী।
- পরীক্ষায় তোমরা সফল হও। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: পরীক্ষায় তোমার সফলতা কামনা করছি।
- তোমার বাবাকে আমি চিনি। (জটিল)
  জটিল: যিনি তোমার বাবা, তাকে আমি চিনি।
- সে কাল আসবে এবং আমি যাব। (জটিল)
  জটিল: যদি সে কাল আসে, তবে আমি যাব।
- কথাটা মানতেই হয়। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: কথাটা না মেনে উপায় নেই।

> এমন না যে আমি খুব মেধাবী, আমি শুধু সমস্যার পেছনে লেগে থাকি।
>
> -আলবার্ট আইনস্টাইন

Educationblog24.com

ব্যাকরণ
বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

ট্রিকস

- বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাই এই ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে পারা আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা পাঠের পরেও আমরা সম্পূর্ণ ঠিকভাবে এ ভাষাকে ব্যবহার করতে পারি না। আমাদের উচিত, শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৬ নং প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্য বা অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক ভুলগুলো খুঁজে বের করতে বলা হয়। এ প্রশ্নের পূর্ণমান ৫।
- বি.দ্র.: এ অংশে ভালো করতে চাইলে ব্যাকরণের সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। বিগত বছরসমূহের প্রশ্নগুলোর বার বার অনুশীলন তোমাদের এ অংশে দক্ষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধিকরণ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- তার বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। [ঢা.বো. ম.বো.'২৪; য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।
- অপহরণ ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: অপহৃত ব্যবসায়ীকে এখনো উদ্ধার করা যায়নি।
- গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম প্রচার করেন। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারণা করেন।
- সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ছাত্রটি বেঁচে আছে।
- মাস্ক পড়ুন, সুস্থ্য থাকুন। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন।
- ঝড়-বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: ঝড়-বৃষ্টির কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।
- আগামীকাল শপথ নেবেন সংসদরা। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: সাংসদরা আগামীকাল শপথ নেবেন।
- আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন। [ঢা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।
- ছেলেটি বিদুষী হলেও বখাটে। [রা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: ছেলেটি বিদ্বান হলেও বখাটে।
- অধিক সন্ন্যাসীতে তাঁতি নষ্ট। [রা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
- অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। [রা.বো.'২৪; দি.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।/ অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
- সাবধান পূর্বক চলবে। [রা.বো.'২৪; ঢা.বো.'২২; ব.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: সাবধানে চলবে।
- বাংলাদেশ আমাদের পিতৃভূমি। [রা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি।
- সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্তিত ছিল। [রা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
- সবিতা ভয়ংকর মেধাবী। [রা.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: সবিতা অত্যন্ত মেধাবী।
- দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। [রা.বো.'২৪; ঢা.বো., দি.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
- ঐক্যতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা। [চ.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা।
- নিরোগী লোক আসলেই সুখী। [চ.বো.'২৪; দি.বো.'২২; কু.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: নীরোগ লোক আসলেই সুখী।
- সূর্য উদয় হয়েছে। [চ.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: সূর্য উদিত হয়েছে।
- আজ ঝড়বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা আছে। [চ.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: আজ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
- পরিশ্রম করে তার শারিরীক অবস্থা শোচনীয়। [চ.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: পরিশ্রম করে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
- অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহলী হওয়া অনুচিত। [চ.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহলী হওয়া অনুচিত।
- এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধশালী পরিবার। [চ.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: এ পরিবারটি আমাদের এলাকায় সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ পরিবার।

Educationblog24.com

➤ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। [চ.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: কণ্ঠ পর্যন্ত/আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

➤ আমি সাক্ষী দিব না। [ব.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: আমি সাক্ষ্য দিব না।

➤ বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে। [ব.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

➤ বাড়িটা তাহারা দখল করেছে। [ব.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: বাড়িটা তারা দখল করেছে।

➤ আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো। [ব.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।

➤ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। [ব.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন/ সে সভায় উপস্থিত ছিল।

➤ বিনুদাদার ভাষাটা ভয়ঙ্কর আঁট। [ব.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট।

➤ মাদকাশক্তি ভালো নয়।
[ব.বো.'২৪; সি.বো., ব.বো.'২৩; য.বো.'২২; কু.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: মাদকাসক্তি ভালো নয়।

➤ সব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে। [ব.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।

➤ তিনি সম্ভ্রান্তশালী বংশে জন্মেছেন। [য.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছেন।

➤ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভয়ঙ্কর। [য.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসাধারণ।

➤ দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভুগছি। [য.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছি।

➤ অদ্যবধি তাহার দেখা নাই। [য.বো.'২৪; ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: অদ্যাবধি তার দেখা নাই।

➤ কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
[য.বো.'২৪; ঢা.বো.'২২; কু.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

➤ হাটে কলস ভাঙা। [য.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

➤ অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য। [য.বো.'২৪, ১৭; সি.বো., কু.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।

➤ সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। [য.বো.'২৪; রা.বো.'২৩; দি.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: সব পাখি নীড় বাঁধে না।

➤ কীর্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ লিখেছেন।

➤ আপনি স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

➤ কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়।

➤ আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাবো। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: আমৃত্যু/মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।

➤ মিমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: মীমাংসিত বিষয়ে বিরোধিতা করা উচিত নয়।

➤ সে এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছে। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: সে এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে।

➤ শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। [কু.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।

➤ এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
[কু.বো.'২৪; কু.বো.'২২; চ.বো., সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: এখানে গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

➤ তোমার কথা প্রমাণ হয় নি। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: তোমার কথা প্রমাণিত হয়নি।

➤ উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। [দি.বো.'২৪]
[ঢা.বো., রা.বো., য.বো., কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

➤ বিদ্যান দুর্জন হলেও পরিত্যাগ কর। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

➤ প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণীবিদ্যা পড়। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: প্রাণী সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাণিবিদ্যা পড়।

➤ শুধুমাত্র টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: শুধু টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না।

➤ করোনাকালীন সময়ে পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: করোনাকালীন/ করোনার সময়ে পাঠদানে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

➤ অন্ন নষ্ট করে কী লাভ? [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: অন্ন/ভাত নষ্ট করে কী লাভ?

➤ বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী দাও। [দি.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দাও।

➤ সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। [ম.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

➤ পাহাড়ের সৌন্দর্যতা আমাকে বিমুগ্ধ করে। [ম.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করে।

➤ লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। [ম.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: লাবণ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।

➤ মামলায় সে সাক্ষী দিবে। [ম.বো.'২৪]
শুদ্ধরূপ: মামলায় সে সাক্ষ্য দিবে।

Educationblog24.com

- সারাজীবন ভাতের বেগার খেটে মরলাম। [ম.বো.'২৪; য.বো.'২২; রা.বো., সি.বো., য. বো, দি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
- উপরে উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। [ম.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: উল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি।
- অফিস চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজাবেন না। [ম.বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: অফিস চলাকালীন হর্ন বাজাবেন না।
- আমি এ ঘটনা চাক্ষুস/চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। [মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো., দি.বো.'২৩; কু.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
- সব পাখিরা উড়ে গেল। [মাদ্রাসা বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: সব পাখি/পাখিরা উড়ে গেল।
- এক পৌষে/অগ্রহায়ণে শীত যায় না। [মাদ্রাসা বো.'২৪] [ব.বো., য.বো.'২৩; কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: এক মাঘে শীত যায় না।
- মধুসুদন একজন মহাকবি। [মাদ্রাসা বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: মধুসূদন একজন মহাকবি।
- শুধুমাত্র টাকার জোরে সব হয় না। [মাদ্রাসা বো.'২৪]
  শুদ্ধরূপ: শুধু টাকার জোরে সব হয় না।
- তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি। [মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো., সি.বো., কু.বো.'২৩; ব.বো.'২২, ১৭]
  শুদ্ধরূপ: তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
- অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩; চ.বো.'১৯; ঢা. বো, দি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: অশ্রুতে/চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
- সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। [মাদ্রাসা বো.'২৪; সকল বো.'১৮]
  শুদ্ধরূপ: শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
- দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: দশচক্রে ভগবান ভূত।
- শুধুমাত্র কথায় কাজ হবে না। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: শুধু কথায় কাজ হবে না।
- তার কথাই প্রমাণ হলো। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: তার কথাই প্রমাণিত হলো।
- তিনি স্বস্ত্রীক এসেছেন। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: তিনি সস্ত্রীক/স্ত্রীসহ এসেছেন।
- রিমা ভয়ঙ্কর মেধাবী। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: রিমা অত্যন্ত মেধাবী।
- করোনাকালীন সময়ে আমরা কোথাও যাইনি। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: করোনাকালীন/করোনার সময়ে আমরা কোথাও যাইনি।
- পরবর্তীতে এ বিষয়ে কথা হবে। [ঢা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কথা হবে।
- পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। [রা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: পরীক্ষা চলাকালীন/পরীক্ষা চলার সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
- এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বশান্ত হলো। [রা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
- আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। [রা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করবো না।
- আমি, তুমি ও সে আজ মেলায় যাবো। [রা.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: তুমি, সে ও আমি আজ মেলায় যাবো।
- অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে। [রা.বো.'২৩; চ.বো., দি.বো.'২২; সি.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: অপরাহ্ণ লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে।
- সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জস্কর। [চ.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: সাধারণ ভুল বুঝতে না পারা লজ্জাকর।
- পড়ালেখায় প্রতিযোগীতা থাকা ভালো। [চ.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: পড়ালেখায় প্রতিযোগিতা থাকা ভালো।
- দৈন্যতা কোনোকালেই/সবসময় প্রশংসনীয় নয়। [চ.বো, য.বো.'২৩; চ.বো, য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: দৈন্য/দীনতা কোনোকালেই/সবসময় প্রশংসনীয় নয়।
- ভুল লিখতে ভুল করো না। [চ.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: ভুল লিখতে ভুল করো না।
- সব পাখিগুলো/পাখিরা উড়ে চলে গেল। [চ.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: পাখিগুলো/সব পাখি উড়ে চলে গেল।
- বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। [চ.বো.'২৩] [সি.বো, কু.বো.'২২; সি.বো, ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
- মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে। [চ.বো., দি.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
- মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো। [চ.বো.'২৩; ব.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।
- প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম। [সি.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]
  শুদ্ধরূপ: প্রয়াত কবিকে আমরা চোখের জলে বিদায় দিলাম।
- সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়। [সি.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্র/ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
- বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী এ কালেও বিরল। [সি.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী এ কালেও বিরল।
- অপমান হবার ভয় নেই। [সি. বো, য.বো.'২৩; দি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: অপমানিত হবার ভয় নেই।
- অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা। [ব.বো.'২৩; য.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
- আসছে আগামীকাল কলেজ খুলবে। [ব.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: আগামীকাল কলেজ খুলবে।
- একের লাঠি, দশের বোঝা। [ব.বো.'২৩; চ.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: দশের লাঠি, একের বোঝা।
- অতি লোভে তাতী নষ্ট। [ব.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
- এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। [ব.বো.'২৩; দি.বো.'২২, ১৭; চ.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
- আমি সাক্ষী দিব/দিচ্ছি না। [য.বো.'২৩; ম.বো.'২২; য.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: আমি সাক্ষ্য দেব/দিচ্ছি না।
- সব পাখিরা ঘরে আসে না। [য.বো.'২৩]
  শুদ্ধরূপ: সব পাখি ঘরে আসে না।

ব্যাকরণ অংশ

Educationblog24.com

➢ আমি সন্তোষ হলাম। [য.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।

➢ তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন। [য.বো.'২৩; য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: তিনি সস্ত্রীক/স্ত্রীসহ নিউমার্কেটে গিয়েছেন।

➢ তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। [য.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

➢ পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন। [কু.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]
শুদ্ধরূপ: পরবর্তী সময়ে আপনি আবার আসবেন।

➢ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ণ বাজানো নিষেধ। [কু.বো.'২৩; য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: পরীক্ষা চলাকালে হর্ন বাজানো নিষেধ।

➢ কারো ফাগুনমাস, কারো সর্বনাশ । [কু.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

➢ দ্রব্যমূল্যের দাম ক্রমবর্ধমান। [কু.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্ধমান/দ্রব্যের দাম ক্রমবর্ধমান।

➢ এ কথা/কথাটি প্রমাণ হয়েছে। [কু.বো.'২৩; রা.বো.'২২; য. বো, ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: একথা/কথাটি প্রমাণিত হয়েছে।

➢ আজকাল খাঁটি গরুর দুধ বড়ই দুর্লভ। [কু.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: আজকাল গোরুর খাঁটি দুধ বড়োই দুর্লভ।

➢ অতি লোভে গাঁজন নষ্ট । [দি.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

➢ গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [দি.বো.'২৩; ঢা.বো, সি.বো.'২২, চ.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: গাছটি সমূলে বা মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

➢ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। [দি.বো.'২৩; রা.বো.'২২, ১৭; ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

➢ আবশ্যকীয় বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: আবশ্যক বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন।

➢ আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।

➢ আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।

➢ তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।

➢ গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।

➢ তিনি তোমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেবেন। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

➢ তাহারা বাড়ি যাচ্ছে। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।

➢ যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল। [ম.বো.'২৩]
শুদ্ধরূপ: যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

➢ তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার। [ঢা.বো., য.বো.'২২; চ.বো., য.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: তার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার।

➢ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: আপনি সপরিবারে/পরিবারসহ আমন্ত্রিত।

➢ কুপুরুষের মত কথা বলছ কেন? [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?

➢ তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়। [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।

➢ তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। [রা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

➢ চোখে হলুদ ফুল দেখছি। [রা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: চোখে সরষে ফুল দেখছি।

➢ তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন। [রা.বো., ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি সপরিবারে ঢাকা থাকেন।

➢ তার পানিতে সমাধি হয়েছে। [রা.বো.'২২, ১৭]
শুদ্ধরূপ: তার সলিল সমাধি হয়েছে।

➢ দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছতা সাধন দরকার। [রা.বো.'২২; সি.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছ্র সাধন দরকার।

➢ স্যারের কথা প্রমাণ হয়েছে। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: স্যারের কথা প্রমাণিত হয়েছে।

➢ সকাল সকাল চারাগুলো বপন করা হয়ে গেল। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকাল সকাল চারাগুলো রোপণ করা হয়ে গেল।

➢ সকল ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্রই/ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ।

➢ প্রাণীবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণীসমাবেশে যাবেন। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: প্রাণিবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণিসমাবেশে যাবেন।

➢ বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন না। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: বেপরোয়াভাবে/বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাবেন না।

➢ সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

➢ তাহারা মাঠে খেলা করছে। [সি.বো.'২২; ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: তারা মাঠে খেলা করছে।

➢ প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। [সি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

➢ বিরাট গরু-ছাগলের হাট। [সি.বো.'২২; সি.বো., চ.বো.'১৯; ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: গোরু-ছাগলের বিরাট হাট।

➢ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। [সি.বো., দি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

➢ গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল। [সি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

➢ সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

➢ দরিদ্রের কথা বাঁশি হলে ফলে। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: কাঙালের/গরিবের কথা বাসি হলে ফলে।

➢ তাকে বাড়ি যাইতে দাও। [ব.বো.'২২; রা.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: তাকে বাড়ি যেতে দাও।

➢ ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: ফলদ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।

➢ বাংলা বানান আয়ত্ব করা বেশ কঠিন। [ব.বো.'২২]

Educationblog24.com

শুদ্ধরূপ: বাংলা বানান আয়ত্ত করা বেশ কঠিন।

➢ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

➢ নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে। [য.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

➢ জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। [য.বো.'২২, কু.বো.১৯]
শুদ্ধরূপ: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

➢ তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। [য.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

➢ ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাস্কর। [কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।

➢ শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন। [কু.বো.'২২; সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: শিক্ষক অন্য বিষয়সমূহের/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।

➢ তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। [কু.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

➢ আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহ। [কু.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহে।

➢ সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত। [দি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

➢ সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। [দি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সব ছাত্র/ছাত্ররা উপস্থিত আছে।

➢ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। [দি.বো.'২২; ঢা.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়/শ্রেষ্ঠ।

➢ সে শিরোপীড়ায় ভুগছেন। [ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।

➢ সকল মানুষেরা ভুল করে থাকে। [ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকল মানুষ ভুল করে থাকে/মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে।

➢ তাহার সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে। [ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তার সাথে আমার সখ্য রয়েছে।

➢ ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। [ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল।

➢ তিনি আরোগ্য হয়েছেন। [ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।

➢ মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান। [ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।

➢ 'গীতাঞ্জলী' রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। [ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

➢ তার/শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রু জলে ভেসে গেল। [ঢা.বো., রা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: তার/শতাব্দীর দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।

➢ অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন। [ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: অধ্যক্ষ সাহেব সপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন।

➢ দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ। [ঢা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: দরিদ্রতা/দারিদ্র্য আমাদের অভিশাপ।

➢ পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির। [রা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

➢ শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব। [রা.বো., সি.বো., দি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।

➢ আসছে ২ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। [রা.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: আগামী ২রা এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে।

➢ চোরটাকে/লোকটিকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর। [রা.বো., দি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: চোরটাকে/লোকটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর।

➢ যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ/প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা। [রা.বো., দি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।

➢ পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা আমাদের মুগ্ধ করে। [রা.বো., দি.বো., সি.বো., য.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।

➢ সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। [চ.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

➢ একটা গোপনীয় কথা বলি। [চ.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: একটা গোপন কথা বলি।

➢ বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। [ব.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: বাজারে/মার্কেটে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে।

➢ কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। [ব.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: কেবল গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।

➢ মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। [সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

➢ আমার টাকার আবশ্যক নাই। [সি.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।

➢ প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড়ো কথা।

➢ বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। [সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।

➢ সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। [কু.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্য সংকট দেখা দিয়েছে।

➢ স্বজনেরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছেন। [কু বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: স্বজনরা শবদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।

➢ ফেলো টাকা মাখো তেল। [কু.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: ফেলো কড়ি মাখো তেল।

➢ তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো। [কু.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: তদানীন্তন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।

➢ কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। [কু.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।

Educationblog24.com

- দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু জল সংবরণ করতে পারলো না। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল/অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না।
- এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
- তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। [য.বো.'১৯, চ.বো.'...]
  শুদ্ধরূপ: তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
- আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে। [দি.বো.'...]
  শুদ্ধরূপ: কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।/ আকণ্ঠ খেয়ে এখন হাঁস ফাঁস লাগছে।
- আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান। [দি.বো.'...]
  শুদ্ধরূপ: আমার ছোটো বোনের বাগ্‌দান অনুষ্ঠান।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

- সুন্দর মেয়ে। [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]
  শুদ্ধরূপ: সুন্দরী মেয়ে।
- আমি স্বাক্ষী দিয়েছি। [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]
  শুদ্ধরূপ: আমি সাক্ষ্য দিয়েছি।
- অস্তমান সূর্য দেখো। [কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ]
  শুদ্ধরূপ: অস্তায়মান সূর্য দেখো।
- আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ...]
  শুদ্ধরূপ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
- নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থে সুখী। [হলিক্রস কলেজ, ঢা...]
  শুদ্ধরূপ: নিরোগ লোক প্রকৃত অর্থে সুখী।

- সকল বালিকারা প্রভাত ফেরিতে গেছে।
  শুদ্ধরূপ: সকল বালিকা প্রভাত ফেরিতে গেছে।
- শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।
  শুদ্ধরূপ: শুধু তুমি গেলেই হবে।
- বেশি চালাকের গলায় দড়ি।
  শুদ্ধরূপ: অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
  শুদ্ধরূপ: সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল/সে গাছ থেকে নামল।
- দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
  শুদ্ধরূপ: দারিদ্র্যকে/দরিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
- যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা।
  শুদ্ধরূপ: যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
- আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
  শুদ্ধরূপ: আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
- মেয়েটি স্বয়ম্বর।
  শুদ্ধরূপ: মেয়েটি স্বয়ংবরা।
- সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
  শুদ্ধরূপ: সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
- এ কবিতার কোনো মাধুর্যতা নেই।
  শুদ্ধরূপ: এ কবিতার কোনো মাধুর্য নেই।
- অতিশয় দুঃখিত হলাম।
  শুদ্ধরূপ: অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।
- দুর্নীতি এদেশের একটি অন্যতম মৌলিক সমস্যা।
  শুদ্ধরূপ: দুর্নীতি এদেশের অন্যতম মৌলিক সমস্যা।
- একাদশ শ্রেণিতে সতেরজন ছাত্র আছে, তার মধ্যে অন্তত দশজন দুর্ব...
  শুদ্ধরূপ: একাদশ শ্রেণিতে সতেরজন ছাত্র আছে, তাদের ম... অন্তত দশজন দুর্বল।
- সব মাছগুলোর দাম কত?
  শুদ্ধরূপ: মাছগুলোর দাম কত?
- কালীদাশ খ্যাতমান কবি।
  শুদ্ধরূপ: কালিদাস বিখ্যাত কবি।
- দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেন নি।
  শুদ্ধরূপ: দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেন নি।
- সে পূর্বাহ্নে আসিয়া অপরাহ্নে চলিয়া গেল।
  শুদ্ধরূপ: সে পূর্বাহ্ণে আসিয়া অপরাহ্ণে চলিয়া গেল।
- এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছো তাই ভর্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করো; অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
  শুদ্ধরূপ: এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছো তাই ভর্তির বিষয় নিয়েই আলোচনা করো, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে
- ষষ্ঠদশ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন।
  শুদ্ধরূপ: ষোড়শ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলে...
- চোর পিঠ প্রদর্শন করেছে।
  শুদ্ধরূপ: চোর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।
- সুনন্দা সুকেশিনী ও সুহাসী।
  শুদ্ধরূপ: সুনন্দা সুকেশিনী/সুকেশা ও সুহাসিনী।
- অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
  শুদ্ধরূপ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
- নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
  শুদ্ধরূপ: নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড়ো উৎপাত করছে।

Educationblog24.com

- শকুনের দোয়ায় বিড়াল মরে না।
  শুদ্ধরূপ: শকুনের দোয়ায় গোরু মরে না।
- আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি।
  শুদ্ধরূপ: আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী।
- বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।
  শুদ্ধরূপ: বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়।
- উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
  শুদ্ধরূপ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
  শুদ্ধরূপ: আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
- আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
  শুদ্ধরূপ: আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
- সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষী।
  শুদ্ধরূপ: সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।
- সতীশ মড়াদাহ করতে শ্মশানে গেছে।
  শুদ্ধরূপ: সতীশ শবদাহ করতে শ্মশানে গেছে।
- আমি চাই, তারা তার ইচ্ছেমতো কাজ করুক।
  শুদ্ধরূপ: আমি চাই তারা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করুক।
- বর্তমানে খাঁটি সরিষার তেল পাওয়া দুর্লভ।
  শুদ্ধরূপ: বর্তমানে সরিষার খাঁটি তেল দুর্লভ।
- নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের স্বার্থকতার গান শোনায়।
  শুদ্ধরূপ: নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।
- এটা সমিচিন হবে না।
  শুদ্ধরূপ: এটা সমীচীন হবে না।
- এটি দল কোন্দল ।
  শুদ্ধরূপ: এটি দলীয় কোন্দল।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
  শুদ্ধরূপ: সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- পরপোকার মনুষত্বের পরিচায়ক।
  শুদ্ধরূপ: পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
- আজ কলেজের নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।
  শুদ্ধরূপ: আজ কলেজে নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।
- অন্যান্য বিষয়গুলো পরে আলোচনায় আনুন, আগে কাউন্সিল হোক।
  শুদ্ধরূপ: অন্যান্য বিষয়/অন্য বিষয়গুলো পরে আলোচনায় আনুন, আগে কাউন্সিল হোক।
- শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?
  শুদ্ধরূপ: মাত্র এই কটা টাকা দিলে?
- বাগানে লাল লাল ফুলগুলো ফুটে আছে।
  শুদ্ধরূপ: বাগানে লাল লাল ফুল ফুটে আছে।
- মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।
  শুদ্ধরূপ: মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
- দেশের সবাইকে স্বাক্ষর করা দরকার।
  শুদ্ধরূপ: দেশের সবাইকে সাক্ষর করা দরকার।
- ডাকাত পালালে বুদ্ধি আসে।
  শুদ্ধরূপ: চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

নিজে কর

- তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে। [সকল বো.'১৮]
- তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। [সকল বো.'১৮]
- সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। [সকল বো'১৮]
- এতে গৌরব লোপ হয়েছে। [সকল বো'১৮]
- শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। [সকল বো'১৮]
- সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। [সকল বো'১৮]
- সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। [ঢা.বো'১৭]
- ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল। [ঢা.বো'১৭]
- সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে। [ঢা.বো'১৭]
- আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব। [ব.বো., রা.বো'১৭]
- হৃষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে। [রা.বো'১৭]
- নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন। [রা.বো'১৭]
- সময় বড় সংক্ষেপ। [রা.বো'১৭]
- গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ। [রা.বো'১৭]
- আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন। [চ.বো'১৭]
- পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয়। [চ.বো'১৭]
- চোরে চোরে চাচাতো ভাই। [চ.বো'১৭]
- এখানে প্রবেশ নিষেধ। [চ.বো'১৭]
- সে সভায় উপস্থিতি ছিলেন। [ব.বো'১৭]
- প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [কু.বো'১৭]

Educationblog24.com

অনুচ্ছেদ শুদ্ধিকরণ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। এতদ্বারা, এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষকগণ ও সকল কর্মচারীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষে আসছে আগামী ১ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে। আসছে ২ মে ২০২৪ খ্রি. থেকে কলেজ পূর্বের ন্যায় যথারীতিভাবে চলিবে। [ঢা.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: এতদ্দারা এই কলেজের সকল শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মচারীকে জানানো যাচ্ছে যে, মে দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১লা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ কলেজের সকল শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আগামী ২রা মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলেজ আগের মতো যথারীতি চলবে।

০২। ইদানীংকালে যুবসমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়েছে। দিনদিন মাদকাশক্তের সংখ্যা বাড়িয়াই চলছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছেছে। [রা.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: ইদানীং যুব সমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিনদিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

০৩। নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সুসচেষ্ট। মাঝে মাঝে সভা চলাকালীন সময়ে সে দাঁড়িয়ে পরে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। সে নিজের দৈন্যতা বুঝতে পারে না। [চ.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। মাঝে মাঝে সভা চলাকালে/চলাকালীন সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিত বোধ করে। অনেকেই তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে। সে নিজের দৈন্য/দীনতা বুঝতে পারে না।

০৪। নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে। [সি.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন/চলাকালে সে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে সে অপমানিত বোধ করে। নিজের দৈন্য/দীনতা সে কখনো বুঝতেই পারে না। তাই নিজ অহংবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

০৫। শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করা। সার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই। আমৃত্যু পর্যন্ত একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। [ব.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: শুধু বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। মানুষের উচিত অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। স্বার্থপরতার মধ্যে কোনো সুখ নেই। আমৃত্যু/ মৃত্যু পর্যন্ত একে অপরের মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

০৬। বিদ্বানজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদ্যোগকে সুস্বাগত জানাই। [য.বো., মাদ্রাসা বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: বিদ্বজ্জনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

০৭। কক্সবাজারের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত মনমুগ্ধকর। আমরা সকল বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্যতা উপভোগ করে বুঝিতে পারলাম যে কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। [কু.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: কক্সবাজারের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। আমরা বন্ধুরা মিলে সেখানে গিয়েছিলাম। সমুদ্র সৈকতের তীরে সূর্যাস্ত দেখে অভিভূত হয়েছি। এর সৌন্দর্য উপভোগ করে বুঝতে পারলাম যে, কক্সবাজার প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ।

০৮। ইদানীংকালে রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীরাই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। ভয়ানক মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগি হতে না পেরে পরীক্ষায় কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না। [দি.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: ইদানীং রাত জেগে অনেক শিক্ষার্থীই নিজেদেরকে ফেসবুকে আসক্ত করে ফেলেছে। অত্যন্ত মেধাবীরাও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে না পারায় পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হচ্ছে না।

০৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। দারিদ্র্যতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে উন্নতির জন্য কৃচ্ছতা সাধন, সখ্যতা ও ঐক্যমত দরকার। [ম.বো.'২৫]

শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য/দরিদ্রতা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নয়। তাই জাতীয় জীবনে কৃচ্ছ্র সাধন, সখ্য ও ঐকমত্য দরকার।

১০। সেদিন বাবুল স্যার বললেন, "তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগি হও। চর্চা না করিলে বানান ভুল হবেই। বিদ্যান, সমিচিন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।" [ঢা.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: সেদিন বাবুল স্যার বললেন, "তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগী হও। চর্চা না করলে বানান ভুল হবেই। বিদ্বান, সমীচীন বানান দুটো ঠিক করে লেখো তো।"

Educationblog24.com

১১। পলাশের ছোট ভগ্নি বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে স্বপরিবারে নিমন্ত্রণ করলো। বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালো। আশা করি, আসছে আগামীকাল আমরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করবো। [রা.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: পলাশের ছোটো বোন বকুলের আজ বিয়ে। পলাশ আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বিয়েতে সে আমাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলো। বরের বাড়িতে বিবাহোত্তর বর-কনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে আমাকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানালো। আশা করি, আগামীকাল আমরা ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করবো।

১২। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিচিত্রময়। তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতা, তেমনি অশ্রুজলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তার সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বৈচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুরা নজরুলের কবিতা ভালোবাসে। কবির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলী। [চ.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা বিচিত্র/বৈচিত্র্যময়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতা, তেমনি অশ্রুতে/চোখের জলে ভেজা অনেক বিরহের গানও তিনি লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষাকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সব শিশুই নজরুলের কবিতা ভালোবাসে। কবির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১৩। ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করিয়াছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা অস্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা না করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গো বজায় রাখার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার সেই নিই নিভে যাবে। [ব.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করেছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্য ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে।

১৪। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে অসীম ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকণ্ঠভোজন করিল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে, অসীম নিঃসন্দিহান যে, তার অসুখ হবে না। [য.বো.'২৩]

[নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ; আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি ঢাকা]

শুদ্ধরূপ: বৃষ্টি চলাকালীন/বৃষ্টির সময়ে অসীম ফিরে এল। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই সে আকণ্ঠভোজন করল। তা দেখে অসীমের মা বিস্মিত হলেন। তবে অসীম নিঃসন্দিগ্ধ/নিঃসন্দেহ যে তার অসুখ হবে না।

১৫। উদয়মান সূর্যকে সবাই সমীহ করে। অস্তমান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কোলে বসি। নদীর হাওয়া সাস্তের পক্ষে ভালো। [কু.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: উদীয়মান সূর্যকে সবাই সমীহ করে। অস্তায়মান সূর্যকে কেউ সমীহ করে না। নদীর জলে যে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে তা দেখে আমি প্রীত হলাম। আমি প্রতিদিন নদীর কূলে বসি। নদীর হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

১৬। এবার স্যার আমাদের ওপর রাগিয়া গেলেন। তিনি বললেন, "তোমরা এস, এস, সি, পাশ করিলে কী করে? গিতাঞ্জলী, মুহুর্ত, দন্দ ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর।" [দি.বো.'২৩]

শুদ্ধরূপ: স্যার এবার আমাদের ওপর রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "তোমরা এস.এস.সি. পাশ করলে কী করে? গীতাঞ্জলি, মুহূর্ত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর।"

১৭। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। সকল শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। [ম.বো.'২৩; য.বো.'১৭]

শুদ্ধরূপ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতঃপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৮। আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তারাত সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন ভুল করিবার প্রতিযোগীতায় অবতির্ণ হয়েছে। তা যথার্থই লজ্জাস্কর ব্যাপার এ ব্যাপারে সকলের সমবেত সচেতনতা আবশ্যক। [চ.বো.'১৯]

শুদ্ধরূপ: আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্ট নয়ই বরং অবস্থা দেখে মনে হয় তারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তা যথার্থই লজ্জাকর ব্যাপার। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা আবশ্যক।

Educationblog24.com

১৯। ইদানিংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। [সি. বো.'১৯; ঢা. বো.'১৭]

শুদ্ধরূপ: ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। সরকার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

২০। নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। [ব.বো.'১৭]

শুদ্ধরূপ: নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

২১। বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমাণ হয়েছে। এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হইবে। দূরাবস্থা আকঙ্খার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। [দি.বো.'১৭] [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ]

শুদ্ধরূপ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়/শ্রেষ্ঠ। একথা প্রমাণিত হয়েছে। এটি লজ্জাকর ব্যাপার। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হবে। দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

২২। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছেন। সবাই ওকে সচ্চরিত্রবান মনে করত।

শুদ্ধরূপ: এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখিনি। ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার সাধ নেই। তাঁরা খুবই অপমানিত হয়েছেন। সবাই ওকে চরিত্রবান মনে করত।

২৩। শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ⁺ পেল কিভাবে? তার চিঠিতে আকাংখা, মুহুর্ত, মনযোগ, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি বানান ভুল।

শুদ্ধরূপ: শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ⁺ পেল কীভাবে? তার চিঠিতে আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, মনোযোগ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বানান ভুল।

২৪। আসছে আগামীকাল রাজশাহী কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্য হল। সে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্যতা আছে।

শুদ্ধরূপ: আগামীকাল রাজশাহী কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্যান্বিত হলো। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।

২৫। ক্লাসে যখন সকল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালীন সময়ে কেউ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করবে; না তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্লাসে অমনোযোগ ছিল।

শুদ্ধরূপ: ক্লাসে যখন ছাত্র-ছাত্রীর অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালে কেউ আকণ্ঠভোজন করবে না; তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ক্লাসে অমনোযোগী ছিল।

২৬। ইমা দেখতে সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ শংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারের ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাস্কর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলেছে।

শুদ্ধরূপ: ইমা দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্য নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লোকটা কাপুরুষের মতো কথা বলছে।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তার স্কুলের লেখাপড়ায় মনযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতাগুলো পাঠক আকৃষ্ট করত। তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত হয়। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন কথাটি সঠিক নয়।

শুদ্ধরূপ: রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর স্কুলের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতা পাঠককে আকৃষ্ট করত। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যটি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন কথাটি ঠিক নয়।

২৮। আসছে আগামী কল্য অনীকের আঠারতম জন্মদিন। সন্ধ্যাকালীন সময়ে পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে ভায়নক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে স্যারগণ মুগ্ধ।

শুদ্ধরূপ: আগামীকাল অনীকের আঠারোতম জন্মদিন। সন্ধ্যায় পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে স্যাররা মুগ্ধ।

Educationblog24.com

২৯। সুজলা-সুফলা-সশ্য-স্যামলা এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককুলের হারভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্ঠে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বাঁধা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

শুদ্ধরূপ: সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককুলের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বাধা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

৩০। দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবলমাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও।

শুদ্ধরূপ: দরিদ্রতা/দারিদ্র্য আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবল দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সখ্যও।

নিজে কর

৩১। এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না, তাই বাবুল আনন্দ চিত্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাহাকে খেতে ডাকলেন। [ঢা.বো.'১৯]

৩২। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন, "ধান তার বসুন্ধরা যার।" তাই তো, অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবলমাত্র "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে," হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল," একথার অর্থ কী? [রা.বো.'১৯]

৩৩। সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, "তোমরা এস.এস.সি পাস করিলে কিভাবে? মণিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা, বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।" [ব.বো.'১৯]

৩৪। রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগি। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে। [য.বো.'১৯; সি.বো' ১৭]

৩৫। জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর সৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। [সকল বো.'১৮]

৩৬। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন।আমাদের বন্ধুমহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো। [রা.বো.'১৭]

৩৭। ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচষ্টো দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা- আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি। [চ.বো.'১৭]

৩৮। কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উল্লম্ফন করবে এটি সঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি বৃক্ষ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরবান্বিত বোধ করলো। [কু.বো.'১৭]

> ব্যর্থ হওয়ার নানা উপায় আছে কিন্তু সফল হওয়ার উপায় একটাই, তা হলো কঠোর পরিশ্রম।
>
> -এরিস্টটল

Educationblog24.com

নির্মিতি

পারিভাষিক শব্দ এবং অনুবাদ

ট্রিকস

- জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিছু শব্দ যার অর্থও সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে শব্দগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে। শব্দগুলোর ব্যবহার আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৭ নং প্রশ্নে পারিভাষিক শব্দ থেকে একটি ও অনুবাদ থেকে একটি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। অংশের পূর্ণমান ১০।
- ১ম অংশে ১০টি পারিভাষিক শব্দের উত্তর লিখতে হয়। যদি সঠিক হয় তাহলে সহজেই পূর্ণ নম্বর পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে উত্তর লিখতে সময় কম লাগে।
- 'অথবা' অংশে ইংরেজি অনুচ্ছেদ থাকে যা বাংলায় অনুবাদ করতে হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি অনুচ্ছেদের মূলভাবের শৈলী যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে হবে। তাই অনুচ্ছেদটির আক্ষরিক অনুবাদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ভাবানুবাদও গুরুত্বপূর্ণ। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে মূল ভাষার অনেক Phrase, Idiom বা অলংকার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়, যা বহু অধ্যবসায় সাপেক্ষ বিষয়। এক্ষেত্রে উত্তর লিখতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে।
- সুতরাং, সময় বাঁচাতে এবং ভালো নম্বর পেতে পারিভাষিক শব্দ অংশের উত্তর করা শ্রেয়। এক্ষেত্রে বিগত বছরের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন অনুশীলন করতে পারলে সহজেই পারিভাষিক শব্দের উত্তর করা সম্ভব। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অনুবাদ অংশের উত্তরও করতে পারো।

পারিভাষিক শব্দ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

ইংরেজি	বাংলা
Architecture [ঢা.বো.'২৪]	স্থাপত্যবিদ্যা/ স্থাপত্য
Appearance [চ.বো.'২৪]	দৃষ্টিগোচরতা/উপস্থিতি
Academy [ব.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]	শিক্ষায়তন/ বিদ্যানিকেতন
Appendix [য.বো.'২৪]	পরিশিষ্ট
Art [রা.বো.'২৩]	কলা/শিল্পকর্ম
Acid [রা.বো., কু.বো.'২৩]	অম্ল
Acting [য.বো.'২৩; ঢা. বো, য.বো.'২২]	ভারপ্রাপ্ত
Aid [সি.বো.'২৩]	সাহায্য
Ability [ম.বো.'২৩]	সামর্থ্য
Audio [ঢা.বো., রা.বো.'২২]	শ্রুতি/শ্রাব্য
Autograph [চ.বো.'২২; দি.বো.'১৯]	স্বাক্ষর/স্বহস্তলিপি
Accessories [চ.বো.'২২]	সরঞ্জাম

ইংরেজি	বাংলা
Auction [সি.বো.'২২]	নিলাম
Act [দি.বো.'২২]	আইন
Ad-hoc [দি.বো.'২২; ব.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]	তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক
Annexation [রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	সংযোজন/সংযুক্তি
Abstract [সকল বো.'১৮]	বিমূর্ত/সারসংক্ষেপ
Allegation [ঢা.বো.,১৭]	অভিযোগ
Bacteria [ঢা.বো.'২৪]	জীবাণু
Banquet [চ.বো.'২৪; রা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	ভোজসভা/ভূরিভোজ
Booklet [ব.বো.'২৪; সি.বো.'২২]	পুস্তিকা
Brand [য.বো., দি.বো.'২৪]	মার্কা/ছাপ
Basic- pay [কু.বো.'২৪]	মূল-বেতন
Ballot [দি.বো., ম.বো.'২৪]	ভোট
Bond [ম.বো.'২৪]	প্রতিজ্ঞাপত্র, চুক্তি

Educationblog24.com

ইংরেজি	বাংলা
Book-post [ম.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]	খোলা-ডাক
Biography [ঢা.বো., সি.বো.'২৩; য.বো.'২২; রা. বো, দি.বো.'১৭]	জীবনী/জীবনচরিত
Boycott [রা.বো.'২৩]	বর্জন
By-law [ব.বো.'২৩]	উপ-আইন/ উপ-ধারা/ উপবিধি
Balcony [কু.বো.'২৩]	ঝুল-বারান্দা/বারান্দা
Bankrupt [রা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]	দেউলিয়া
Bail [দি.বো.'২৩; ম.বো.'২২; ঢা.বো.,১৭]	জামিন
Bulletin [ঢা.বো., রা.বো., য.বো.'১৯]	জ্ঞাপন-পত্র/বুলেটিন
By-election [রা. বো, ব.বো.'১৯]	উপ-নির্বাচন
Bilingual [দি.বো.'১৯]	দ্বিভাষিক
Bidder [সকল বো.'১৮]	নিলামকারী
Carfew [ঢা.বো.'২৪]	সান্ধ্য আইন
Consequence [চ.বো.'২৪]	ফলাফল/পরিণাম
Colony [চ.বো.'২৪]	উপনিবেশ
Capital [ব.বো.'২৪; ম.বো.'২৩]	পুঁজি/মূলধন
Catalogue [য.বো., কু.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; চ. বো, সি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	তালিকা/গ্রন্থতালিকা
Census [মাদ্রাসা বো.'২৪]	আদমশুমারি
Constitution [মাদ্রাসা বো.'২৪]	গঠনতন্ত্র/সংবিধান
Cartoon [সি.বো.'২৩; ঢা.বো.'২২]	ব্যঙ্গচিত্র
Copyright [য.বো.'২৩; রা.বো., সি.বো.'২২]	লেখস্বত্ব/গ্রন্থস্বত্ব
Cabinet [য.বো.'২৩; কু.বো.'২২]	মন্ত্রিপরিষদ
Civil [ম.বো.'২৩]	দেওয়ানি/ বেসামরিক
Caption [চ.বো.'২২]	শিরোনাম
Custom [ঢা.বো.'১৯]	প্রথা/ আচার/রীতি
Correspondent [রা.বো., কু.বো.'১৯]	সংবাদদাতা/প্রতিনিধি
Code [চ.বো.'১৯]	সংকেত
Comet [দি.বো.'১৯]	ধূমকেতু
Cold war [সকল বো.'১৮]	স্নায়ু যুদ্ধ
Circle [চ.বো.'১৭]	বৃত্ত
Diplomacy [ঢা.বো.'২৪]	কূটনীতি
Deputation [রা.বো.'২৪; সি.বো.'২৩]	প্রতিনিধি/প্রেষণ

ইংরেজি	বাংলা
Decimal [চ.বো.'২৪]	দশমিক
Delta [ব.বো.'২৪]	ব-দ্বীপ
Dynamic [ব.বো.'২৪, রা.বো., কু.বো.'২২; রা.বো.'১৯]	গতিশীল/গভীর
Deed of gift [কু.বো., ম.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]	দানপত্র
Deed [দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৩; ঢা.বো.'২২]	দলিল/চুক্তি
Dialogue [চ.বো.'২৩]	সংলাপ
Documentary [য.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	প্রামাণ্য
Date [কু.বো.'২৩]	তারিখ
Dialect [দি.বো.'২৩, ২২; সি.বো.'২২; দি.বো.'১৯; রা.বো., সি. বো., য.বো.'১৭]	উপভাষা
Debt [ম.বো.'২৩]	ঋণ/ধার
Data [ব.বো.'১৯]	উপাত্ত/তথ্য
Debate [চ.বো.'১৭]	বির্তক
Expert [ঢা.বো.'২৪]	বিশেষজ্ঞ
Equality [রা.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]	সমতা
E-mail [রা.বো.'২৪; রা.বো.'২৩]	বৈদ্যুতিন চিঠি
Existentialism [চ.বো.'২৪]	অস্তিত্ববাদ
Ethics [চ.বো.' ২৪, ২৩; ব. বো, কু.বো.'২৩; য.বো.'২২; রা.বো., ব.বো., য.বো.'১৯]	নীতিবিদ্যা
Editor [কু.বো.'২৪]	সম্পাদক
Era [ঢা.বো.'২৩]	যুগ
Eye-wash [সি.বো.'২৩,১৭; রা.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]	ধোঁকা
Embargo [ব.বো.'২৩; সকল বো.'১৮; রা.বো., দি.বো.'১৭]	নিষেধাজ্ঞা
Estimate [চ.বো.'২২]	প্রাক্কলন/মূল্যানুমান
Eye-witness [ঢা.বো.'১৯]	প্রত্যক্ষদর্শী
External [য.বো.'১৯]	বাহ্য/বহিঃস্থ/বৈদেশিক
Evaluation [দি.বো.'১৯]	মূল্যায়ন
First aid [রা.বো.'২৪, ২৩]	প্রাথমিক চিকিৎসা
Fundamental [চ.বো., য.বো. ম.বো.'২৪; দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]	মৌলিক/প্রধান/মূল

Educationblog24.com

ইংরেজি	বাংলা
Farce [ব.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]	প্রহসন
Forecast [য.বো.'২৪; ব.বো., য.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৭]	পূর্বাভাস
Foreign-Aid [দি.বো.'২৪]	বৈদেশিক সাহায্য
Fiction [ঢা.বো.'২৩,১৯; চ.বো.'২২; সি.বো., য.বো.'১৭]	কথাসাহিত্য/ কল্পকাহিনি
Fine-arts [য.বো.'২২; ব.বো., সি.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	চারুকলা
File [চ.বো.'১৯]	নথি
Face value [সকল বো.'১৮]	অভিহিত মূল্য
Galaxy [ঢা.বো.'২৪; সি.বো., দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]	ছায়াপথ
Gratuity [রা.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮]	পারিতোষিক/আনুতোষিক
Governing body [য.বো.'২৪]	পরিচালনা পর্ষদ
Globalisation [দি.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]	বিশ্বায়ন
Gazzetted [মাদ্রাসা বো.'২৪]	ঘোষিত
Geology [ঢা.বো.'২৩]	ভূতত্ত্ব
Generation [চ.বো.'২৩]	প্রজন্ম
Goods [কু.বো.'২৩; ম.বো.'২২]	পণ্য/মাল
Gain [ম.বো.'২৩]	লাভ/অর্জন
Global [ম.বো.'২৩; দি.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭]	বৈশ্বিক
Grant [রা.বো.'১৯]	অনুদান/মঞ্জুরি
Guilty [চ.বো.'২২]	অপরাধী
Green room [য.বো.'২২]	সাজঘর
Green-house [চ.বো., সি.বো, য.বো.'১৭]	সবুজ বলয়/গ্রিন হাউজ
Hostage [ঢা.বো., রা.বো., চ.বো.'২৪; য.বো.'২৩; রা.বো., দি.বো.'১৯]	জিম্মি
Hand-Bill [রা.বো.'২৪]	ইশতাহার /প্রচারপত্র
Handicraft [য.বো.'২৪]	হস্তশিল্প
Humanity [কু.বো.'২৪]	মানবতা
Highway [চ.বো.'২৩]	মহাসড়ক/প্রধান পথ
Headline [চ.বো., কু.বো.'২৩]	সংবাদ শিরোনাম
Hygiene [সি.বো.'২৩; চ.বো., য.বো.'২২; সকল বো.'১৮]	স্বাস্থ্যবিদ্যা

ইংরেজি	বাংলা
Hood [ঢা.বো.'২২]	বোরকা/বোরখা/ঢাকনা
Hoarder [রা.বো.'২২]	মজুতদার
Hostile [য.বো.'২২]	শত্রুভাবাপন্ন
Home-ministry [চ.বো., য.বো.'১৯; দি.বো.'১৭]	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Idiom [রা.বো., ম.বো.'২৪; কু.বো.'২৩; ব.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]	বাগ্‌ধারা
Isolation [ব.বো.'২৪; রা.বো.'২২]	সঙ্গনিরোধ/বিচ্ছিন্নতা
Immigrant [ঢা.বো.'২৩; দি.বো.'১৯]	অভিবাসী
Interpreter [ব.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]	দোভাষী
Instalment [য.বো.'২৩]	কিস্তি/দফা
Impeachment [কু.বো.'২৩; রা.বো.'১৭]	অভিশংসন
Index [দি.বো.'২৩]	সূচক/নির্ঘণ্ট
Irrigation [কু.বো.'২২]	সেচ
Initial [সকল বো.'১৮]	প্রারম্ভিক/অনুস্বাক্ষর
Justice [কু.বো., ম.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮; য.বো.'১৭]	বিচারপতি
Jail code [ঢা.বো.'২৩]	কারা সংহিতা/কারাবিধি
Judgement [য.বো.'২৩]	রায়
Jail [দি.বো.'২৩]	কারাগার/জেলখানা
Journal [য.বো.'২২]	পত্রিকা
Kingdom [ঢা.বো.'২৩]	রাজ্য
Keyword [দি.বো.'২৩]	মূল শব্দ
Kindergarten [ব.বো.'১৯]	কিন্ডারগার্টেন/ শিশুবিদ্যালয়/ বিদ্যানিকেতন
Lock-up [ঢা.বো.'২৪]	হাজত
Legend [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২৪; সি.বো., কু.বো., ম.বো.'২৩; দি.বো.'২২; দি.বো.'১৯; রা.বো., দি.বো.'১৭]	কিংবদন্তি
Lease [চ.বো.'২৪; ঢা.বো., সি.বো., ব.বো.,১৭]	ইজারা
Leaflet [ম.বো.'২৪; দি.বো.'২৩]	প্রচারপত্র
Liberal [ঢা.বো.'২৩]	উদার
List [চ.বো.'২৩]	তালিকা
Lien [ব.বো.'২৩]	পূর্বস্বত্ব

Educationblog24.com

ইংরেজি	বাংলা
Light year [ঢা.বো.'২২]	আলোকবর্ষ
Leap-year [ঢা.বো.'১৯]	অধিবর্ষ
Latitude [রা.বো.'১৯]	অক্ষাংশ
Landscape [ব.বো.কু.বো.'১৯]	ভূ-দৃশ্য
Monarchy [ঢা.বো.'২৪]	রাজতন্ত্র
Myth [চ.বো., দি.বো.'২৪; ম.বো.'২৩; সকল.বো.'১৮, কু.বো.'১৭]	অতিকথা/পৌরাণিক কাহিনি
Miscreant [চ.বো.'২৪]	দুস্কৃতকারী
Mythology [ব.বো.'২৪]	পুরাণতত্ত্ব
Millennium [য.বো.'২৪]	সহস্রাব্দ
Memorandum [কু.বো.'২৪, ২৩, ২২]	স্মারকলিপি
Manuscript [মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো., রা.বো., দি.বো.'২৩; য.বো.'২২]	পাণ্ডুলিপি
Mail [চ.বো.'২৩]	ডাক
Manifesto [য.বো., ২৩, ২২; ম.বো.'২২; চ.বো., দি.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]	ইশতাহার
Motion [ম.বো.'২৩]	গতি
Marketing [ঢা.বো.'১৭]	বিপণন
Museum [রা.বো.'১৭]	জাদুঘর/সংগ্রহশালা
Measure [চ.বো.'১৭]	মাপ/পরিমাপ করা
Nomination [রা.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]	মনোনয়ন
Notice board [কু.বো.'২৪]	বিজ্ঞপ্তি ফলক
Note [দি.বো.'২৪; য.বো.'২৩; ম.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	মন্তব্য
Nationalism [দি.বো.'২৪; কু.বো.'২২]	স্বাদেশিকতা/দেশাত্মবোধ
Neutral [কু.বো.'২৩]	নিরপেক্ষ
Newspaper [দি.বো.'২৩]	সংবাদপত্র/পত্রিকা
Nursery [সি.বো.'২২; ঢা.বো.'১৯; চ.বো., য.বো.'১৭]	শিশুশালা/ তরুশালা
Nationalization [কু.বো.'২২]	জাতীয়করণ
Nebula [ব.বো.'১৯]	নীহারিকা
Nutrition [দি.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]	পুষ্টি
Oath [ঢা.বো.'২৪, ২৩; ম.বো.'২৪; সি.বো., দি.বো.'২৩; চ.বো.'১৯; ঢা.বো., রা.বো., য.বো.'১৭]	শপথ
Ordinance [ব.বো.'২৪, ১৯; কু.বো.'১৯]	অধ্যাদেশ
Octave [কু.বো.'২৪]	অষ্টক
Option [কু.বো.'২৩]	ইচ্ছা
Orbit [ম.বো.'২৩]	কক্ষপথ
Public opinion [ঢা.বো.'২৪]	জনমত
Payee [ব.বো.'২৪]	প্রাপক
Penal code [কু.বো.'২৪]	দণ্ডবিধি
Public Works [কু.বো.'২৪; রা.বো. ব.বো., য.বো.'২৩; ঢা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]	গণপূর্ত
Prefix [কু.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]	উপসর্গ/অগ্রে যুক্ত করা
Public [দি.বো.'২৪]	জনসাধারণ
Pay-bill [দি.বো.'২৪]	বেতন-বিল
Para [রা.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]	অনুচ্ছেদ
Plant [চ.বো., ম.বো.'২৩]	উদ্ভিদ
Postpaid [ব.বো.'২৩]	পরে প্রদত্ত/পরে প্রদান
Pole [ম.বো.'২৩]	মেরু
Portal [ম.বো.'২২]	দরজা/প্রবেশপথ
Prepaid [সি.বো.'২২]	প্রাক-পরিশোধিত/ আগাম প্রদত্ত
Provost [কু.বো.'২২]	প্রাধ্যক্ষ
Primitive [ম.বো.'২২]	আদিম
Principle [ঢা.বো.'১৯; রা.বো., ব.বো.'১৭]	তত্ত্ব/সূত্র/নীতি
Parade [ব.বো.'১৯]	কুচকাওয়াজ
Plosive [রা.বো.'১৯]	স্পর্শবর্ণীয়/ধ্বনি
Prescription [রা.বো.'১৯]	ব্যবস্থাপত্র
Power house [সকল বো.'১৮]	বিদ্যুৎকেন্দ্র/শক্তিঘর
Pen-friend [ঢা.বো.,১৭]	পত্র-মিতা
Quarantine [ঢা.বো., ম.বো.'২৪]	সঙ্গরোধ
Quack [মাদ্রাসা বো.'২৪, রা.বো., সি.বো.'২৩; দি.বো.'২২]	হাতুড়ে (ডাক্তার)
Quantity [চ.বো.'২৩]	পরিমাণ/মাত্রা
Quality [কু.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]	গুণ
Quarter [ব.বো.'১৯]	চতুর্থাংশ/সিকি
Queue [সকল বো.'১৮]	সারি/সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো

Educationblog24.com

ইংরেজি	বাংলা
Reform [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'২২]	সংস্কার
Renew [রা.বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৩]	নবায়ন
Racism [রা.বো.'২৪, সি.বো.'২৩, ১৭; কু.বো.'২৩; য.বো.'১৯]	জাতি-বৈষম্য/বর্ণবাদ
Relationship [চ.বো.'২৪]	সম্পর্ক
Refugee [য.বো., কু.বো.'২৪]	বাস্তুহারা/উদ্‌বাস্তু
Rank [দি.বো.'২৪, ১৭; ম.বো.'২৩; চ.বো.'১৯]	পদমর্যাদা
Registration [দি.বো.'২৪]	নিবন্ধন
Republic [ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪, ঢা.বো.'১৯]	প্রজাতন্ত্র
Realism [ঢা.বো.'২৩]	বাস্তববাদ
Referendum [দি.বো.'২২; চ.বো.'১৭]	গণভোট
Rational [ব.বো.'১৯]	যুক্তিবাদী/যুক্তিসিদ্ধ
Rotation [দি.বো.'১৯]	আবর্তন
Retirement [ঢা.বো.'১৭]	অবসর গ্রহণ
Session [ঢা.বো.'২৪]	অধিবেশন
Sponsor [রা.বো.'২৪; কু.বো.'২৩]	পোষক
Superintendent [চ.বো.'২৪]	অধীক্ষক
Sanction [ম.বো.'২৪]	অনুমোদন/মঞ্জুরি
Sabotage [মাদ্রাসা বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩, ১৭; চ.বো.'১৯; সকল.বো.'১৮]	অন্তর্ঘাত
Signal [রা.বো.'২৩]	সংকেত
Skill [চ.বো.'২৩]	দক্ষতা
Stamp [ব.বো.'২৩]	ডাকটিকিট
Surplus [ব.বো.'২৩]	উদ্‌বৃত্ত
Study [রা.বো.'২২]	অধ্যয়ন
Subsidy [য.বো., দি.বো.'২২; চ.বো., কু.বো.'১৭]	ভরতুকি
Secular [কু.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	ধর্মনিরপেক্ষ/পার্থিব
Significant [ম.বো.'২২]	গুরুত্বপূর্ণ
Skull [ঢা.বো.'১৯]	করোটি/ মাথার খুলি
Settlement [য.বো.'১৯]	নিষ্পত্তি
Symbol [দি.বো.'১৯]	প্রতীক/চিহ্ন
Terminology [য.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]	পরিভাষা
Tally [ম.বো.'২৪]	হিসাব
Transport [রা.বো.'২৩]	পরিবহণ

ইংরেজি	বাংলা
Tradition [চ.বো.'২৩]	ঐতিহ্য
Token [সি.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৭]	প্রতীক
Theory [চ.বো.'১৯]	তত্ত্ব/সূত্র
Trial [ঢা.বো.'১৭]	বিচার
Urban [ব.বো.'২৪; চ.বো., রা.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]	পৌর/ নগর
Union [য.বো.'২৪]	সংঘ
Uniform [ম.বো.'২৪; ঢা.বো.'১৭]	উর্দি
Up-to-date [সি.বো., ব.বো.'২৩]	হালনাগাদ
Undertaking [রা.বো.'১৯]	প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার
Vacation [রা.বো., ব.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; য.বো.'২৩, ২২]	ছুটি/অবকাশ
Vision [ব.বো.'২৪; ঢ.বো.'১৯]	দৃষ্টি/রূপকল্প
Violation [য.বো.'২৪]	লঙ্ঘন
Vocation [ম.বো.'২৪]	বৃত্তি
Vaccine [রা.বো.'২৩]	টিকা
Vehicle [চ.বো.'২৩]	গাড়ি/যান
Valid [ম.বো.'২৩]	বৈধ
Virus [চ.বো.'২২]	ভাইরাস/জীবাণু
Validity [রা.বো.'১৭]	বৈধতা
War-criminal [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'১৭]	যুদ্ধাপরাধী
War crime [চ.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; ব.বো.'২২]	যুদ্ধাপরাধ
Wit [ব.বো.'২৪]	বুদ্ধি/রসিকতা
Walk-out [য.বো., দি.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; চ.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৭]	সভাবর্জন/বয়কট
Weekend [ম.বো.'২৪]	সপ্তাহান্তিক কাল
Will [ঢা.বো.'২৩]	ইচ্ছাপত্র/দানপত্র
White-paper [য.বো.'২২]	শ্বেতপত্র
X-ray [মাদ্রাসা বো.'২৪]	রঞ্জন-রশ্মি
Xerox [সি.বো.'২২]	ফটোকপিকরণ
Zoom [দি.বো.'২৪]	জুম
Zonal office [ম.বো.'২৪]	আঞ্চলিক কার্যালয়
Zodiac [ঢা.বো.'২৩]	রাশিচক্র
Zone [রা.বো.'২৩]	অঞ্চল

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

ইংরেজি	বাংলা
Agenda [ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ]	আলোচ্যসূচি
Jeweler [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম]	মণিকার/স্বর্ণকার
Absolute [হলিক্রস কলেজ, ঢাকা]	চূড়ান্ত/সর্বোচ্চ
Gist [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]	সারকথা/সারমর্ম
Syntax [শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]	বাক্যপ্রকরণ
Adaptation	অভিযোজন
Adviser	উপদেষ্টা
Allotment	বরাদ্দ
Ambassador	রাষ্ট্রদূত/রাজদূত
Analysis	বিশ্লেষণ
Ancestor	পূর্বপুরুষ
Anticorruption	দুর্নীতি দমন
Approval	অনুমোদন
Approve	অনুমোদন করা
Architect	স্থপতি
Article	অনুচ্ছেদ
Abbreviation	সংক্ষেপণ/শব্দ-সংক্ষেপ
Academic	প্রাতিষ্ঠানিক/ শিক্ষায়তনিক
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার
Bibliography	রচনাপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি
Boyscout	ব্রতীবালক
Broadcast	সম্প্রচার/অনুষ্ঠান প্রচার
By-order	আদেশক্রমে
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত
Black-out	নিষ্প্রদীপ
Blue-print	নীল নকশা/প্রতিচিত্র
Cargo	মাল
Chancellor	আচার্য
Chief whip	মুখ্য সচেতক
Civil law	দেওয়ানি আইন
Conduct	আচরণ
Confidential	গোপনীয়
Co-ordination	সমন্বয়/সমন্বয় সাধন
Co-ordinator	সমন্বয়কারী/সমন্বয়ক
Civil war	গৃহযুদ্ধ
Deadlock	অচলাবস্থা

ইংরেজি	বাংলা
Death penalty	মৃত্যুদণ্ড
Democracy	গণতন্ত্র
Design	নকশা করা/আঁকা
Diagnosis	রোগনির্ণয়
Dictator	একনায়ক
Diplomat	কূটনীতিক
Diplomatic	কূটনৈতিক
Discharge	বরখাস্ত/অব্যাহতি
Donation	দান
Dual	দ্বৈত
Edition	সংস্করণ
Emergency	জরুরি/জরুরি অবস্থা
Encyclopedia	বিশ্বকোষ
Endorsement	পৃষ্ঠাঙ্কন/ স্বাক্ষর
Envoy	দূত
Epitaph	সমাধিলিপি
Exchange	বিনিময়
Excuse	অজুহাত
Executive	নির্বাহী/ নির্বাহী বিভাগ
Export	রপ্তানি
Fact	ঘটনা/তথ্য
Faculty	অনুষদ
Feudal	সামন্ততান্ত্রিক/সামন্ত
Feudalism	সামন্তবাদ/ সামন্ততন্ত্র
Forecast	পূর্বাভাস
Goodwill	সুনাম
Grade	পর্যায়/ধাপ
Hearing	শুনানি
Honorarium	সম্মানি
Honorary	অবৈতনিক
Horticulture	উদ্যানবিদ্যা
Income tax	আয়কর
Informer	তথ্যদাতা/চর
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Interview	সাক্ষাৎকার
Investigation	অনুসন্ধান/তদন্ত
Invoice	চালান

Educationblog24.com

ইংরেজি	বাংলা
Leisure	অবকাশ/অবসর
Literature	সাহিত্য
Mass media	গণমাধ্যম
Method	পদ্ধতি/প্রণালি
Migration	প্রব্রাজন
Mineral	খনিজ
Multipurpose	বিভিন্ন/বহুমুখী
Navigator	নাবিক
Non-aligned	জোটনিরপেক্ষ
Notification	প্রজ্ঞাপন
Obligatory	বাধ্যতামূলক
Optics	আলোকবিজ্ঞান
Parole	বন্দির শর্তাধীন মুক্তি
Passport	ছাড়পত্র
Password	গুপ্ত শব্দ
Pay	বেতন
Philology	ভাষাবিদ্যা/ভাষাতত্ত্ব
Phonetics	ধ্বনিতত্ত্ব/ধ্বনিবিজ্ঞান
Pioneer	পথিকৃৎ
Pollution	দূষণ
Preface	ভূমিকা/উপক্রমণিকা
Primary	প্রাথমিক
Prime	মুখ্য/প্রধান
Professor	অধ্যাপক
Public fund	সরকারি তহবিল
Publicity	প্রচার
Quarterly	ত্রৈমাসিক
Query	জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন
Quota	যথাংশ/কোটা/ নির্ধারিত অংশ

ইংরেজি	বাংলা
Reality	বাস্তবতা
Regiment	সৈন্যদল
Remark	মন্তব্য
Rent	ভাড়া/খাজনা
Salary	বেতন
Specialist	বিশেষজ্ঞ
Stock-market	শেয়ার বাজার
Surety	জামিন/জামানত
Survey	জরিপ
Tax	কর
Terrorist	সন্ত্রাসী
Thesis	গবেষণা সার/ অভিসন্দর্ভ
Trade-mark	পণ্যচিহ্ন
Tribunal	ন্যায়পীঠ/বিচারালয়
Unskilled	অদক্ষ
Urbanization	নগরায়ণ
Venue	স্থান
Vice-chancellor	উপাচার্য
Vice-versa	তদ্বিপরীত
Visa	প্রবাসাজ্ঞা
Viva voce	মৌখিক পরীক্ষা
Vocabulary	শব্দকোষ
Warrant	পরোয়ানা
Witness	সাক্ষী
Worship	পূজা
Wristwatch	কব্জি ঘড়ি/হাতঘড়ি
Year Book	বর্ষপঞ্জি
Zoologist	প্রাণিবিদ
Zany	বিদূষক

বাংলা অনুবাদ

অনুবাদ: কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলে। অনুবাদের সময় রচনার বক্তব্য বা বিষয়কে পরিবর্তন না করে ভাষাগত পরিবর্তন করতে হয়।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ: অনুবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

(i) **আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation):** মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে।

(ii) **ভাবানুবাদ (Transcreation):** যে অনুবাদের মাধ্যমে মূল ভাষায় লিখিত মূলভাব অক্ষুণ্ন রেখে নিজের ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় এবং মূল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের গঠনকে উপেক্ষা করে নিজের ভাষায় মূল ভাবকে তুলে ধরা হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে।

❖ অনুবাদের কিছু সাধারণ নিয়ম:

- প্রথমেই মূল অংশটি (Text) বারবার পড়ে এর সঠিক অর্থ বোঝা প্রয়োজন। একই শব্দ নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাই কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।
- হুবহু শাব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ করলে অনুবাদ যথার্থ হবে না। ভাষা শুদ্ধ ও সহজবোধ্য না হলেও অনুবাদ হবে না। মূল রচনার অলংকারিক গুণ অনুবাদে যেন বজায় থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ভাষার Idiom, Phrase সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- ইংরেজি নামগুলো (Noun) অর্থাৎ বিশেষ্যগুলো ইংরেজি হিসেবেই অনুবাদ করতে হবে।

Educationblog24.com

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। In the present world we live in a global village. The countries of the world are now like the homes of village. The countries are like next door neighbor to one another. We can immediately know what happens in other countries. And we can also share their joys and sorrows with them. [ঢা.বো., দি.বো.'২৪]

অনুবাদ: বর্তমান পৃথিবীতে আমরা একটি বিশ্বগ্রামে বাস করি। বিশ্বের দেশগুলো এখন গ্রামের ঘরগুলোর মতো। দেশগুলো একে অপরের প্রতিবেশীর মতো। আমরা সাথে সাথে জানতে পারি অন্য দেশগুলোতে কী ঘটছে। এবং আমরা তাদের আনন্দ ও দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি।

০২। You must have heard the name of Rabindranath Tagore. He is a famous poet of the world. His contribution to Bengali literature is incomparable. He is the poet of life; youth and nature. He is the source of our inspiration. [রা.বো.'২৪]

অনুবাদ: তুমি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি জীবন, যৌবন এবং প্রকৃতির কবি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস।

০৩। We are social beings and have to consider to our behaviour on others. There are two terms to describe our social behaviour etiquette and manners. Etiquette means the rules of correct behaviour in society. The word manner means the behaviour to be polite in particular society or culture. Everybody should earn two terms in his character. [চ.বো.'২৪; রা.বো.'১৭]

অনুবাদ: আমরা সামাজিক জীব এবং আমাদের আচরণ অন্যদের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে, তা বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সামাজিক আচরণ বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় - শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা। শিষ্টাচার বলতে সমাজে সঠিক আচরণের নিয়ম বোঝায়। ভদ্রতা শব্দটি কোনো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে ভদ্র আচরণ বোঝায়। প্রত্যেকেরই তার চরিত্রে এই দুটি গুণ অর্জন করা উচিত।

০৪। Trees help us in different ways. It gives us shade, food, fuel, medicine and Oxygen. Trees make our environment beautiful. Trees are our valuable wealth. It is very much necessary to make afforestation program successful. [চ.বো.'২৪, ২৩; কু.বো.'২৪; দি.বো.'১৯]

অনুবাদ: গাছ আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এটি আমাদের ছায়া, খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ এবং অক্সিজেন দেয়। গাছ আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে। গাছ আমাদের মূল্যবান সম্পদ। বনায়ন কর্মসূচি সফল করা খুবই প্রয়োজনীয়।

০৫। Family is the first school where the child learns his lessons. The first lessons are very essential for developing his mind. He sees, hears and begins to learn in his family. Family builds his character. In a good family honest and healthy man are made. [ব. বো.'২৪, ১৯]

অনুবাদ: পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয় যেখানে সে প্রথম পাঠলাভ করে। জীবনের প্রথম পাঠ তার মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে তার পরিবারকে দেখা এবং শোনার মাধ্যমে পরিবার থেকে শিখতে শুরু করে। পরিবার তার চরিত্র গঠন করে। একটি ভালো পরিবারেই একজন সৎ ও সুস্থ মানুষ তৈরি হয়।

০৬। Human life is very short. But many people put off the work for tomorrow, they can do today. Men do not know what will happen tomorrow. So, we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorter life. Remember that human life is nothing but the collection of moments. [দি.বো.'২৪]

অনুবাদ: মানবজীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অনেকেই আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দেয়, যা তারা আজই করতে পারে। মানুষ জানে না আগামীকাল কী হবে। তাই আমাদের এক মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। সময় নষ্ট করা মানে জীবনের সময়কে ছোটো করা। মনে রাখবেন, মানবজীবন মুহূর্তগুলোর সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

০৭। Patriotism is a good virtue. It is a strong, unselfish and noble sentiment. It gives courage and strength to preserve freedom, democracy and human rights. A true patriot can sacrifice his life for his own country. False patriotism makes a man selfish. [ম.বো.'২৪]

অনুবাদ: দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। এটি একটি শক্তিশালী, নিঃস্বার্থ এবং মহান অনুভূতি। এটি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সাহস এবং শক্তি দেয়। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তার নিজের দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে। মিথ্যা দেশপ্রেম একজন মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে।

০৮। Time is valuable. It is even more valuable than money. We can regain lost money; we can regain lost health but time once gone is gone forever. So, every moment of life should be used properly. [ঢা.বো.'২৩]

অনুবাদ: সময় মূল্যবান। এমনকি এটি অর্থের চেয়েও অধিক মূল্যবান। আমরা ফিরে পেতে পারি হারিয়ে যাওয়া অর্থ, আমরা ফিরে পেতে পারি হারিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য কিন্তু সময় একবার হারিয়ে গেলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। তাই জীবনে প্রত্যেক মুহূর্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

Educationblog24.com

০৯। Books are man's best companion in life. You must have very good friends but you can't get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure. So, making friendship with books costs nothing but gives us much. [রা.বো.'২৩]

অনুবাদ: বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার খুব ভালো বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে নাও পেতে পারো। তারা তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। এক-দুইজন তোমার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে এবং তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সবসময় তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে। কিছু বই তোমাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। তাই বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে কোনো মূল্য দিতে হয় না কিন্তু এটি আমাদের অনেক কিছু দেয়।

১০। In the modern world women have proved that they can go ahead with men shoulder and shoulder. It is not that their only duty is to serve as a mother and wife. They have many things to do. There remain many ways open for them. They can work in offices, schools, colleges and universities. They have formed a great asset for the nation. [সি.বো.'২৩]

অনুবাদ: আধুনিক বিশ্বে নারীরা প্রমাণ করেছে যে, তারা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু মা ও স্ত্রী হিসেবে কাজ করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য নয়। তাদের অনেক কিছু করার আছে। তাদের জন্য অনেক পথ খোলা রয়েছে। তারা অফিস, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে পারে। জাতির জন্য তারা এক বিশাল সম্পদ তৈরি করেছে।

১১। Man is the architect of his own life. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to prosper in life. Youth is the golden season of life. In youth the mind can be moulded in any from. It is called seed time of life. [মাদ্রাসা বো.'২৪; ব.বো.'২৩]

অনুবাদ: মানুষ নিজেই তার জীবনের কারিগর। সে যদি তার সময়কে সঠিকভাবে ভাগ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করে, তবে সে জীবনে নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে। যৌবনকাল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে গড়ে তোলা যায়। একে জীবনের বীজ বপনের সময় বলা হয়।

১২। Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When these relationships are disturbed, life become difficult or impossible. [য.বো.'২৩]

অনুবাদ: আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবনধারণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। আমাদের মানব-পরিবেশের উপাদনসমূহ হলো মানুষ, পশু, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। যখন এ সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে, তখন জীবন কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৩। Walking is the best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their bodies make active as long as they live. On the other hand, gymnastic exercises are best suited to young people only. However, today most doctors advise some patients, suffering from particular diseases, for jogging. [কু.বো.'২৩, ১৭]

অনুবাদ: সব ধরনের স্বাস্থ্যের জন্যই হাঁটাহাঁটি সব থেকে বেশি উপযোগী। যুবক থেকে বৃদ্ধ সকলেই নিয়মিত হাঁটার মাধ্যমে আজীবন তাদের শরীরকে সচল রাখতে পারে। অন্যদিকে শারীরিক কসরত কেবল যুবকদের জন্যই উপযোগী। তবে আজকাল বেশিরভাগ ডাক্তার তাদের কিছু বিশেষ ধরনের রোগীদের জগিং করার পরামর্শ দেন।

১৪। A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

[ম.বো.'২৩; য.বো.'১৯; চ. বো.'১৭] [নিউ গভ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর, হলিক্রস কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ।]

অনুবাদ: একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক তার পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সজাগ রাখেন। তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু না কিছু সুপ্ত থাকে। একজন ভালো শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে লুকায়িত সেই সম্পদকে খুঁজে বের করেন।

১৫। Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean. [রা.বো., ব.বো.'২২]

অনুবাদ: এ জগতে কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। এমনকি, আমাদের চারপাশে দেখা অতি সাধারণ জিনিসগুলোরও নিজস্ব প্রয়োগ আছে। যে শিলাকে আমরা অতি সাধারণ বলে মনে করি, এর ভেতরেও প্রাচুর্য লুকায়িত থাকতে পারে। তেমনি, প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি ঐশ্বরিক অভিপ্রায় কাজ করে। জগতে কোনো কিছুই ক্ষুদ্র নয়, কোনো কিছুই ন্যূন নয়।

Educationblog24.com

১৬। Bengali language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honor of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history. [সি.বো.,দি.বো.'২২]
অনুবাদ: বাংলা ভাষার রয়েছে এক প্রসিদ্ধ ঐতিহ্য। এদেশে আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ছাত্র-জনতা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এই শহিদেরা আমাদের জাতি ও ইতিহাসের গর্ব।

১৭। Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. [য.বো.'২২]
অনুবাদ: আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। তবে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। মানুষের জীবন কতগুলো মুহূর্তের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমাদের একটি মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। সময় অপচয় মানে জীবনের অবচয় (সংক্ষিপ্ত করা)।

১৮। Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them. [ম.বো.'২২]
অনুবাদ: সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারেন, তাঁর সাফল্য অবধারিত। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত মানুষ সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।

১৯। Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boy-hood. Boy-hood is the seed time. The habit formed at this time will continue all through our life. "Everything at the right time"- should be our motto. [ঢা.বো.'১৯]
অনুবাদ: সময়ানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে এবং একে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই সকল কাজের মধ্য দিয়ে এ গুণটি অর্জন করতে হয়। বাল্যকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, সারা জীবনব্যাপী তা চলতে থাকবে। আমাদের নীতিবাক্য হওয়া উচিত "সঠিক সময়ে সবকিছু করা"।

২০। Man cannot live alone. So, he likes to keep company. He cannot do without the help of other even for a day. For this reason, men have been living together for many days. This is called social life. None can go according to this sweet will in society. [চ.বো.'১৯]
অনুবাদ: মানুষ একা বসবাস করতে পারে না। তাই সে সঙ্গী রাখতে পছন্দ করে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে একটি দিনও চলতে পারে না। এ কারণেই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে। একে সামাজিক জীবন নামে অভিহিত করা হয়। সমাজে কেউই তার নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারে না।

২১। A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people. [য.বো.'১৭] [শহিদ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ সৈয়দপুর নীলফামারী]
অনুবাদ: যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতে ও জীবন দিতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে থাকেন। দেশকে ভালোবাসেন বলেই তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নেন। তাঁরা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

২২। Words have a lot of power. They can help or hit, bless or curse. Unkind words do a lot of harm, kind words do lot of good. We can spoil a friend's happiness by an unkind word but cheer up a sad heart with a kind word which costs nothing. A kind word is often more welcome than a costly present.
অনুবাদ: কথার রয়েছে অসীম শক্তি। এগুলো সহায়তা কিংবা আঘাত করতে পারে, আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ দিতে পারে। রূঢ় কথা অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে, অপরদিকে ভালো কথা মঙ্গল বয়ে আনে। রূঢ় কথার দ্বারা আমরা বন্ধুর সুখ নষ্ট করতে পারি কিন্তু মধুর কথার দ্বারা বিষণ্ন হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তুলতে পারি যার জন্য কোনো খরচ করতে হয় না। একটি ভালো কথা একটি মূল্যবান উপহারের চেয়েও দামি হয়।

২৩। Physical labour helps us to digest what we eat. Physical exercise makes the bones and muscles strong and tough. Those who take physical exercise regularly, do not get fatigued even if they toil hard and if necessary, they can under go much more hardship.
অনুবাদ: শারীরিক শ্রম আমাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করে। শারীরিক কসরত হাড় ও পেশিকে মজবুত এবং দৃঢ় করে। যারা নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করে তারা কঠোর শ্রম সত্ত্বেও ক্লান্ত হয় না এবং প্রয়োজনবোধে তারা অনেক বেশি কষ্টের কাজ করতে পারে।

২৪। Socrates never believed that all men are equal. If all were treated as equal there, would be one flock and no shepherded. This opinion of Socrates gave offence to many people. Socrates was regular in prayer and had a firm belief in God. He believed that only God knows what is good for us. So our prayer should simply be– "Give me what is good".
অনুবাদ: সক্রেটিস কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, সব মানুষ সমান। যদি সবাইকে সমান ভাবা হতো তাহলে তারা একটি ঝাঁকে (দলে) পরিণত হতো এবং কেউ দলনেতা হতো না। সক্রেটিসের এ মতবাদে অনেকেই অপমানিতবোধ করেছেন। সক্রেটিস নিয়মিত উপাসনা করতেন এবং স্রষ্টার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল স্রষ্টাই জানেন, আমাদের জন্য কোনটি ভালো। তাই আমাদের সাধারণ প্রার্থনা হওয়া উচিত, "আমাকে তাই দাও-যা মঙ্গলকর।"

২৫। A Newspaper is a store-house of knowledge. We can know the condition, manners and custom of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman finds the condition of the market about his goods through newspaper.
অনুবাদ: সংবাদপত্র হলো জ্ঞানের ভান্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অন্যদেশের অবস্থা, আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এটি হলো চলতি ইতহাসের একটি সার-সংক্ষেপ। এটি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কে বাজারের অবস্থা জানতে পারে।

২৬। Education is the backbone of a nation. No nation can make progress without education. Ignorance is compared to darkness. So the light of education is essential for society. Everyone has to realize this truth. The students should be aware of their responsibilities. Otherwise there will be no hope for the nation.
অনুবাদ: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো প্রয়োজন। প্রত্যেককে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জাতির জন্য কোনো আশা থাকবে না।

২৭। Health is at the root of all happiness. A man without health cannot become happy in life. Good health is the key to success as well. To build good health regular exercise is necessary. Along with this a balanced diet, some fruits and roots are also necessary.
অনুবাদ: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য ছাড়া কেউই জীবনে সুখী হতে পারে না। ভালো স্বাস্থ্য সাফল্যের চাবিকাঠিও বটে। ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সুষম খাদ্য, কিছু ফলমূল এবং সবজিরও প্রয়োজন।

২৮। Students are the source of future hope and strength of our country. Much depends on how they spend their time and energy now. They have, in the first place, to acquire knowledge and experience. Secondly, they have to look around and study the condition of people, their ways of living and see in what direction reforms are necessary.
অনুবাদ: শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা ও শক্তির উৎস। এর বেশিরভাগ নির্ভর করে তারা কীভাবে তাদের সময় ও শক্তিকে এখন কাজে লাগাচ্ছে। প্রথমত, তাদেরকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে চারিদিক লক্ষ করতে হবে জনসাধারণ কীভাবে আছে এবং জীবনযাপন করছে তা দেখতে হবে এবং বের করতে হবে কোথায় সংস্কার আবশ্যক।

২৯। Students have youth and energy. They are filled with ideals. They are free from maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service. Students of today will lead the nation tomorrow.
অনুবাদ: শিক্ষার্থীদের রয়েছে তারুণ্য ও উদ্যম। তাদের মন আদর্শে ভরপুর। তারা সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগ করা তাদের পক্ষে সহজ। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীতে জাতির নেতৃত্ব দেবে।

৩০। Always speak the truth. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Even if he speaks the truth he is considered to be a liar. Nobody in the world is as unfortunate as he.
অনুবাদ: সদা সত্য কথা বলবে। কখনো মিথ্যা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। এমনকি কখনো সে সত্য কথা বললে তখনও সে মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হয়। সংসারে তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই।

৩১। The love of mother is never exhausted. It never changes; It never tires. The father may turn his back on child; Brothers and sisters may become deadly enemies. But a mother's love endures through all. A mother always remembers her child's smile.
অনুবাদ: মাতৃস্নেহ কখনো নিঃশেষ হয় না। এর পরিবর্তন নেই, নেই কোনো ক্লান্তি। বাবা তার সন্তানের প্রতি বিমুখ হতে পারে, ভাই-বোন পরম শত্রু হতে পারে। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা চিরন্তন। মা তার সন্তানের নির্মল হাসি সবসময়ই মনে রাখে।

৩২। We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the birth right of man. But no nation can achieve it without effort. Again, the people of a country must be determined to defend it.
অনুবাদ: আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতিই চেষ্টা ছাড়া এটা অর্জন করতে পারে না। আবার, সে দেশের লোককে স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হতে হয়।

৩৩। There is a proverb: Cut your coat according to your cloth. We should be satisfied with what we earn in an honest way. In a developing country like our's luxuries of all kinds should be avoided. The rich should not forget the pitiable condition of the common people. Some people earn money in the most unfair way.
অনুবাদ: প্রবাদে আছে "আয় বুঝে ব্যয় কর"। সৎভাবে আমরা যা উপার্জন করি তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সকলপ্রকার বিলাসদ্রব্য পরিহার করা উচিত। বিত্তবানদের গরিবের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিছু লোক অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

৩৪। Most of the students of our country are inattentive to their studies. They waste their valuable time by involving themselves in political activity. In this way, they misuse their hard earned money of the guardians. They should think that they are the future of the country. It is their duty to build the country nicely.
অনুবাদ: আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অমনোযোগী। তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে। এভাবে তারা তাদের অভিভাবকের কঠোর শ্রমে অর্জিত টাকা-পয়সার অপচয় করে। তাদের ভাবা উচিত যে, তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে সুন্দরভাবে গড়া তাদের দায়িত্ব।

Educationblog24.com

৩৫। Books introduce us into the best society. They bring us into the presence of the greatest mind that have ever lived. We heard and saw what they said and did. We see them, as if they were really alive. We are participators in their thoughts. We sympathies with them, and grieve with them.

অনুবাদ: বই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনের কাছাকাছি এনে দেয় যাঁরা অমর। তাঁরা যা বলেছেন ও করেছেন তা আমরা শুনি ও দেখি। আমরা দেখি তাঁরা যেন সত্যি বেঁচে আছেন। আমরা তাঁদের চিন্তায় অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং তাঁদের সাথে শোক প্রকাশ করি।

৩৬। The 21st February is a memorable day in our life. Each year we remember this day with esteem. It is a holiday. This day the National flag is kept half-raised. Every Shahid Minar gets covered with flowers. Those who have sacrificed their lives are immortal.

অনুবাদ: একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এ দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রতিটি শহিদ মিনার ফুলে ফুলে ঢেকে যায়। যাঁরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁরা অমর।

৩৭। English is an international language. Today everybody realizes the necessity of learning this language. The development of modern language learning skill is being considered the development of technology. In this age of information technology, the importance of English in the development of communication in national and international level, and as a global language is increasing step by step. In this context, there is no alternative to acquire English learning skill.

অনুবাদ: ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। আধুনিক ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নয়নকে প্রযুক্তির উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে যোগাযোগ উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় ছাড়াও বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

নিজে কর

৩৮। It is to books that I own everything that is good in me. Even in my youth, I realized that art is more generous than people are. I am a book-lover, each one of them seems miracle to me and the author the magician. I am unable to speak of books without using the deepest emotion and joyous enthusiasm. That may seem ridiculous but it is the truth.

৩৯। We all know that the eye of God is always upon us. But this knowledge does no good to us if we do not keep it in mind. Keeping it in mind, we cannot do any wrong. It always holds us back from sins. Thus it does much good to us.

৪০। Who does not want to be famous? One needs to acquire learning if one wants to be famous. Nobody can prosper in life without learning or education. And what is needed to this is honesty and industry. Industry is the key to success. Success after success makes a man famous. We hope that all of you will be honest and industrious.

৪১। Patriotism is love and passion for the country. It is a strong and complete selfless great emotion. A patriot can sacrifice his own life for the welfare of his country. It is such an idealism that gives courage and strength. But mere show of patriotism makes people narrow minded and selfish. People devoid of patriotism do not hesitate to plot against the country. So we all should avenge them.

৪২। The great defect of civilization is that it does not know how to utilize the knowledge. Science has given us unlimited power but we are wasting it. For example we can say about machinery. Machines were invented to serve people but now people have become some much dependent on machines that it has become the masters of them now. Now we can not work, even play without the help of machines. Now it has become must for the people to take care of the machinery.

৪৩। Modern science is teaching us that no one can live alone. Co-operation between individuals and between the families is essential to the life of a man. Greater co-operation between nations is essential for continuing life on earth.

৪৪। Know thyself was his motto and the chief point of his doctrine was that everyone should acquire knowledge. From knowledge, he said, come virtue and goodness, from ignorance comes all that is evil. He argued that no man willingly choose what is evil; he does evil out of ignorance; therefore the chief aim of them should be to acquire knowledge.

৪৫। The great problem in Bangladesh is the political restlessness. Political stability encourages and mobilizes the motion of development. No plan is implemented for the frequent changes of decision. As a result, the country is left in that abyss of darkness where it was.

৪৬। The World is like a looking glass, if you smile, it smiles, if you frown it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy. If through a blue, all blue, if through a smoked on all dull and dirty.

Educationblog24.com

নির্মিতি

দিনলিপি লিখন এবং প্রতিবেদন রচনা

ট্রিকস

- প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া হৃদয়স্পর্শী বা স্মরণীয় ঘটনাগুলো দিনলিপিতে লিখে রাখার অভ্যাস আমাদের নিজেদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং একইসাথে জীবন বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণে সাহায্য করে। অপরদিকে, প্রতিবেদন রচনার অনুশীলন আমাদের সুস্পষ্ট ও সুসংহতভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৮ নং প্রশ্নে দিনলিপি অথবা প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- দিনলিপি লিখন অংশটি তোমাদের কাছে নতুন। দিনলিপিতে তোমার ব্যক্তিগত মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে। তাই দিনলিপি লিখতে হয় সহজ–সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়।
- এ প্রশ্নের 'অথবা' অংশে থাকে প্রতিবেদন রচনা–যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, সঠিক তথ্য, উপস্থাপনা ও পরিবেশনারীতি এবং নির্দিষ্ট আকার। সংবাদ প্রতিবেদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো অবলম্বন করতে হবে। প্রতিবেদন অবশ্যই তথ্যসমৃদ্ধ এবং উপযোগী ভাষায় রচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কাঠামোর প্রতিটি অংশই উল্লেখ করতে হয়।
- সুতরাং প্রতিবেদনের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে দিনলিপি অংশের উত্তর করাই শ্রেয়।

দিনলিপি লিখন

দিনলিপি: দিনলিপির আভিধানিক অর্থ হলো রোজনামচা বা দিনপঞ্জি। আমরা আমাদের প্রতিটি দিন যেভাবে অতিবাহিত করি বা সারাদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তা লিখে প্রকাশ করাকেই দিনলিপি বলে।

❖ দিনলিপি লেখার নিয়ম:

- দিনলিপি সহজ-সরল ভাষায় লিখতে হবে। এর ভাষা হবে আকর্ষণীয় ও মাধুর্যপূর্ণ।
- দিনলিপি লেখার শুরুতেই পৃষ্ঠার বামপাশে উপরে তারিখ ও বারের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- দিনলিপিতে কোনো ঘটনা বর্ণনার সময় ঘটনার সময়, স্থান, পরিবেশ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- দিনলিপি লেখার আগে মনে মনে একটি খসড়া চিত্র দাঁড় করিয়ে নিলে ভালো হয়। সারাদিন যেভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লেখা ভালো।
- দিনলিপিতে নিজের অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা যায়।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। [য.বো., ম.বো.'২৪]

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪, সোমবার

রাত ১০টা ১৫ মিনিট

স্থান: মিরপুর, ঢাকা।

বিজয় দিবসের দিনটি আমার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের জাতীয় দিবসগুলো একে অপরের সাথে যেন অভিন্নভাবে যুক্ত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া শুরু হয়েছিল, এরপর ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তারই চূড়ান্ত বিজয় আমরা অর্জন করেছিলাম ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিবসগুলো আমাদের জাতীয় চেতনার মাইলফলক, যা আমাদেরকে প্রতি বছর নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা একটি স্বাধীন জাতি। এবারের বিজয় দিবসটি ছিল আমার জন্য একটু ভিন্ন। কারণ, এবারই প্রথম আমি এই দিবসটি কলেজে উদ্‌যাপন করলাম। কলেজে ভর্তির পর থেকেই আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি, আর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সেই অভিজ্ঞতার ধারায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সকালের আলো যখন মৃদু মৃদু ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন কলেজের প্রাঙ্গণে শুরু হলো আমাদের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের সূচনা হয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ মিলে সমবেত সুরে গাইলেন জাতীয় সংগীত। জাতীয় সংগীতের প্রতিটি শব্দ যেন আমাদের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দেশপ্রেমকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। এরপর অনুষ্ঠানের

প্রথম পর্ব শুরু হয় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে। কুরআন তিলাওয়াত, গীতাপাঠ, ত্রিপিটক পাঠ, এবং বাইবেল পাঠের মাধ্যমে সকল ধর্মের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই আমাদের দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা এই পর্বটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় কলেজ অডিটোরিয়ামে। সেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়, এবং শিক্ষকরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য দেন। আলোচনা পর্বের পাশাপাশি ছিল কবিতা পাঠ, যেখানে দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও ছিল দেশের গান, দলীয় নৃত্য এবং পুরস্কার বিতরণী। এই পর্বগুলোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের এক অদম্য আগ্রহ ছিল দৃশ্যমান। অনুষ্ঠানের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্ব ছিল 'রক্তস্নাত ৭১' নামে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন। এটি ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শিত হয় এবং মিলনায়তনে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক একনিষ্ঠভাবে এটি উপভোগ করেন। প্রামাণ্য চিত্রটি যেন আমাদের সকলকে নিয়ে যায় ১৯৭১ সালের সেই গৌরবময় দিনগুলোতে, যখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে দেশের জন্য লড়াই করেছিল। প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে আমি যেন নিজের মধ্যে এক ধরনের নবজাগরণের অনুভব করলাম। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা আমাদের জন্য কতটা মূল্যবান, তা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমি নিজেই নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি এই দেশকে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করব। বিজয় দিবসের এই দীপ্ত শপথ আমার ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য এক অসীম প্রেরণা হয়ে থাকবে। এই উদ্‌যাপন আমাকে আরও দৃঢ়ভাবে মনে করিয়ে দিল যে, আমাদের স্বাধীনতা এবং বিজয়ের ইতিহাস কেবল স্মরণের জন্য নয়, বরং তা আমাদের প্রতিদিনের কাজ এবং জীবনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমরা যতবারই এই দিনগুলো উদ্‌যাপন করি, ততবারই আমাদের উচিত নিজেদেরকে নতুন করে শপথবদ্ধ করা যে, আমরা এই দেশকে আরও সুন্দর, আরও উন্নত এবং আরও শান্তিময় এক বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব।

০২। তোমার কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের একটি দিনলিপি রচনা কর। / আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। [চ.বো.'২৪; সি.বো.,কু.বো.'২৩]

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, মঙ্গলবার
রাত ১১টা ২০ মিনিট

সকাল সকাল কলেজের প্রভাতফেরির প্রোগ্রামে অংশ নিতে হবে বলে আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি মা নাস্তা তৈরি করছেন। নাস্তা করেই তৈরি হয়ে কলেজে যাই এবং অধ্যক্ষ স্যারের নেতৃত্বে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করি। আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহিদ দিবস এবং বিশ্ববাসীর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন দেশপ্রেমী বাঙালিরা। তাঁদের এই আত্মত্যাগ আমাকে আলোড়িত করে, উজ্জীবিত করে এবং বেদনার্ত করে। একারণেই এই দিনটি আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আমি শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করলাম। আমাদের কলেজের শিক্ষকরা প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সাথে যোগদান করলাম। কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান শেষে শিক্ষকরা আজকের দিনটির তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজাহারুল ইসলাম এবং প্রধান বক্তা ছিলেন আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আমি নিজেও পুরস্কার পেয়েছি। অনুষ্ঠান শেষে বাড়িতে এসে বাবাকে পুরস্কার দেখালাম। বাবা খুবই খুশি হলেন। এ দিনটি আমার হৃদয়কে একুশের অনুভূতি দ্বারা পূর্ণ করেছে। আমি ক্লান্ত দেহ নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্তগুলো দিনলিপিতে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম।

০৩। তোমার কলেজে 'বসন্তবরণ' পালিত হয়েছে। ঐদিনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। [ঢা.বো., ব.বো.'২৩]

কলেজে বসন্তবরণ উদ্‌যাপন

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, বুধবার
রাত ১০টা ২৫ মিনিট

আজ পহেলা ফাল্গুন। বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা আয়োজনে দিনটি পালিত হয়েছে। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলিক্রস কলেজেও দিনটি বর্ণিল আয়োজনে পালিত হয়েছে। সকালে আমি বাসন্তী রঙের শাড়ি এবং খোপায় গাঁদা ফুলের মালা পরেছিলাম। আমাদের কলেজের মাঠে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে, আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমাদের এলাকার মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আমাদের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক এবং একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনার সাথে চলছিল বসন্ত বন্দনা। এতে কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা আবৃত্তি করা হয় এবং লালনগীতি, রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল সংগীত পরিবেশিত হয়। আমি 'বসন্ত এসে গেছে' গানটির সাথে নৃত্য পরিবেশন করি। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রীদের অনুরোধে আমাদের বাংলা বিভাগের শিক্ষক "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কী বা মৃদু বায়" গানটি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে বিকালের নাস্তা বিতরণ করা হয়। কিছুক্ষণ আগেই বাসায় এসেছি। আজ সারাদিন খুব আনন্দে কেটেছে। আর কিছুক্ষণ পরই নতুন দিনের শুরু হবে। তবে উৎসবমুখর দিনটি আমার স্মৃতিতে চির অমলিন থাকবে।

০৪। পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের উপর একটি দিনলিপি লেখ। [য.বো., দি.বো.'২৩; ব.বো.'১৭] [আব্দুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নর

নববর্ষ উদ্‌যাপন

১লা বৈশাখ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ৩৫ মিনিট

আজকের স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করব বলে আনন্দমুখর একটা দিন শেষে লিখতে বসলাম, যাতে পরবর্তী কোনো সময়ে আজকের এ স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়ালে খুব সহজে পেয়ে যাই। আজ ছিল বাঙালির প্রাণের উৎসব, বাঙালির অস্তিত্বের উৎসব 'বাংলা নববর্ষ'। আজকে দিনটি ভালোভাবে পালনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বানাতে বানাতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল গতকাল। কিন্তু মাথার মধ্যে আজকের ক ঘুরঘুর করায় চোখে ঘুম আসছিল না। অনেক চেষ্টার পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই। আমাদের কলেজ মাঠে সারাদিনব্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার অন্য বন্ধুরা আগেই এসে গেছে। নববর্ষের শুভে বিনিময় করে আমরা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় যোগদান করলাম। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ করে যখন কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হ দেখলাম একটি মোবাইল কোম্পানির সৌজন্যে পান্তা-ইলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একসাথে এত মানুষের পান্তা-ইলিশ খাওয়া ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই পর্ব শেষ করার পর কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে আলোচনা সভা, স্বরচিত কবিতা পাঠ আসর, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরে বাড়িতে এসে খেয়ে আবার দৌড়। কারণ বিকেলে বৈশাখী মেলা ঘুরতে হবে তো! বন্ধুরা সবাই মিলে মেলা ঘুরে বেড়ালাম সারাটা বিকেল। ছোটো ভাইয়ের জন্যে খেলনা গাড়ি আর বোনটার জন্যে মাটি কিছু পুতুল কিনে আনলাম। রাতে যখন বাসায় ফিরলাম, তখন তারা আমার কাছে এসব জিনিস পেয়ে খুবই খুশি হলো। সব মিলিয়ে দিন আমার জন্য খুবই আনন্দমুখর ছিল।

০৫। তোমার কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা কর। [দি. বো.'১৯; রা.বো.'১ অথবা, কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। [চ, বো,'১৯,'১৭,'১৬; রা, বো,'১

কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

২রা জুলাই, ২০২৪, মঙ্গলবার
রাত ১০টা ১০ মিনিট

এখনো যেন মনে হয় এইতো সেদিন বাবার সাথে হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলে গেলাম। অথচ সময়ের পরিক্রমায় সেই স্কুল জীবন শেষে কলেজে পদার্পণ করলাম। আর আজকে ছিল আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। সকাল থেকেই চঞ্চল মন আমাকে বারবার অস্থির করে তুলছি কোনোভাবেই শান্ত হতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করছিল। আমি মনটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ল হলো না। উত্তেজনায় সকালের নাস্তাও করতে ইচ্ছা করছিল না। নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন পরিবেশে কীভাবে মানিয়ে নেব তা ভেবে বারবার চিন্তাগ্র হয়ে পড়ছিলাম। এসময় মা নাস্তা নিয়ে এলেন। জোর করে খাইয়ে দিতে দিতে বললেন, "আজকে তোর কলেজের প্রথম দিন, দোয়া ক অনেক বড়ো হ।" মায়ের কথা শুনে নিমিষেই আমার সব ভয়-জড়তা কেটে গেল। আমি নাস্তা খেয়ে তৈরি হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সকাল নয়টায় কলেজ। আমি সাড়ে আটটায় বের হলাম। কলেজে পৌঁছে কেমন জানি এক অজানা ভালো লাগায় মন ছেয়ে গেল। কিছুক্ষ আগেও নতুন পরিবেশ কেমন হবে ভেবে যে আমি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলাম, কলেজে প্রবেশের পর সেই আমারই মনে হতে লাগল এই পরিবেশ যেন আমার কত আপন, কত চেনা! পৌঁছিই আমি আমার স্কুলের যে বন্ধুরা এই কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাদের কল করলাম। তারপ সবাই মিলে একসাথে ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমাদের প্রথম ক্লাসটি নিতে এসেছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি আমাদের কোনো বিষয় পড়ালেন না, বরং ছাত্র-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করলেন। সময়ের স্রোতে গা'না ভাসিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করলেন। এরপ রুটিনমাফিক ক্লাস শুরু হলো। আমার বই আগেই কেনা ছিল পাঠ্যবইয়ের গল্পগুলো মোটামুটি পড়াও ছিল। কিন্তু স্যার প্রথম গল্পটি যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তাতে মনে হলো যেন প্রথমবার গল্পটি সম্পর্কে জানলাম। প্রথম ক্লাসেই আমি স্যারের ভক্ত হয়ে গেলাম। আরও দুটি ক্লাসের পর বিরতি দিল। তখন আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে কলেজটি ঘুরে দেখতে বের হলাম। প্রথমেই কলেজের বিশাল মাঠ আমার নজর কাড়ল। মাঠের এক পাশে রয়েছে ছাত্র-হল যেখানে দূরের ছাত্ররা থাকে। অপরপাশে রয়েছে জিমনেসিয়াম একেবারে সোজা সামনে আছে একটি পুকুর যেখানে লাল পদ্ম-ফুল ফুটে ছিল। সবকিছু দেখে খুবই ভালো লাগল। যেহেতু আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, তাই খুঁজতে লাগলাম আমাদের ল্যাবরেটরি কোথায়। অবশেষে পেয়েও গেলাম। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা ভবন এবং সেই ভবনগুলোতে ল্যাবরেটরির জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে জেনে খুবই খুশি হলাম। যদিও ক্লাস ব্যতীত আমাদের ল্যাবের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না তাই ঘোরাঘুরি শেষ করে আবার ক্লাসে গেলাম। আরও দুটি ক্লাস বাকি ছিল। সেগুলোও ভালোভাবে শেষ করলাম। এরই মাঝে বেশ কিছু নতুন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হলো। ফোন নম্বর আদান-প্রদান করলাম। অবশেষে কলেজের প্রথম দিন শেষ করে বাসায় ফিরলাম।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, কলেজের জীবন স্কুল জীবনের তুলনায় অনেক স্বাধীন। এখানে চাইলেই অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের কথা থেকে এটাও বুঝেছি যে, কলেজ জীবনের সময়টা অনেক মজার এবং একই সাথে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচিত করবে। তাই সময় অপচয় না করে আমাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হতে হবে। প্রথম দিনের এই শিক্ষাটি আমার মনে গেঁথে গেল। সাথে প্রথম দিনের আনন্দঘন স্মৃতিগুলো বারবার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। লিখতে থাকলে এ লেখার শেষ হবে না। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতি আমার স্মৃতির পাতায় অমলিন থাকুক।

Educationblog24.com

০৬। মনে কর, কোনো একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলার কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ।
[দি. বো.'১৭] [রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ]

একটি স্মরণীয় বইমেলা

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, বৃহস্পতিবার
রাত ১১টা ১৫ মিনিট

কথায় আছে বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এসকল উৎসব পার্বণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় নানা রকম মেলার। তবে একটি মেলা আছে যা অন্য সকল মেলা থেকে ব্যতিক্রম। আর সেটি হলো একুশের বইমেলা। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। বইপ্রেমীদের কলরবে এই একমাস মুখরিত থাকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এ বছর আমারও সুযোগ হয়েছিল এ মেলায় যাবার। এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আমাকে ঢাকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালো। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসলাম শহরে, ভাইয়ার হলে উঠে পড়লাম। দু-একদিন এদিক সেদিক ঘোরাঘুরির পর ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো মেলায় যেতে চাই কি-না। আমিতো এক কথায় রাজি। পরদিন রওনা দিলাম মেলায়। মেলা প্রাঙ্গণ ভাইয়ার হল থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম মেলায়। একসাথে এত বইয়ের দোকান দেখে আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম। কোন স্টল ছেড়ে কোন স্টলে যাব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। ভাইয়া বললেন, এবারের মেলায় তাঁর এক বন্ধুর লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। শুনে তো আমি অবাক। ভাইয়ার সাথে প্রথমে সেখানেই গেলাম। ভাইয়ার বন্ধুর সাথেও দেখা হলো। তিনি আমার সাথে এমনভাবে কথা বললেন যেন আমি তাঁরও ছোটো ভাই। নিজেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল তখন একজন সত্যিকারের লেখকের সাথে কথা বলছি ভেবে। তবে আমার অবাক হওয়ার তখন মাত্র শুরু। একটু দূরেই নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে গিয়ে খ্যাতিমান অনেক লেখকদেরকে দেখে আমি অবাক। এতসব পরিচিত মুখের ভিড়ে একটি মুখ আমার কাছে কৌতূহল জাগালো। মনে হচ্ছিল কোথায় যে তাঁকে দেখছি। হঠাৎ করে মনে পড়ল ইনিতো সেলিনা হোসেন। যার লেখা উপন্যাস আমি আমার সহপাঠ বইতে পড়েছি। তাঁর সাথে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাতে তিনিও রাজি হলেন। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা আরও কিছু স্টল ঘুরলাম। সেবার স্টল থেকে অনুবাদের বই, আগামী প্রকাশনী থেকে হুমায়ুন আহমেদের বই, বাংলা একাডেমির স্টল থেকে আরও অনেক বই কিনলাম। এরপর আইসক্রিম কিনে খেতে খেতে ভাইয়ার হলে ফেরত আসলাম। প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। কিন্তু অধিক সুখে কী হয় আমার জানা নেই। তবে যা-ই হোক,আমার মনের অবস্থা আজকে সেটাই। এরপর আরও দু-তিনবার মেলায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রথমদিনের অনুভূতি আমার মনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমাকেও কলেজ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে, যেন প্রতিটি বইমেলায় যেতে পারি।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৭। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কোনো জনপদ পরিদর্শন শেষে একটি দিনলিপি রচনা কর।

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জনপদ পরিদর্শনের দিনলিপি

১৭ই নভেম্বর, ২০০৭, শনিবার
রাত ০৮টা ৩৫ মিনিট

কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। গত রাতে লেখার সুযোগ পাইনি। প্রকৃতির হিংস্রতার কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা গতরাতে টের পেয়েছি। সারাটা দিন ধরেই হালকা বাতাস ও বৃষ্টি ছিল। তবে রাত দেড়টার দিকে ঘূর্ণিঝড় সিডর যেন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরে থেকে শুধু বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসছিল। তবে মাঝে মাঝে এই শোঁ শোঁ শব্দ ছাপিয়েও অসহায় মানুষের চিৎকারের শব্দ আসছিল কানে। রাতে বের হবার সাহস পাইনি। কিন্তু সকাল হতে আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না। এলাকার অবস্থা দেখতে বেড়িয়ে পড়লাম। ঘূর্ণিঝড়ে সব এলাকার কম-বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীসংলগ্ন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি। স্বচক্ষে গ্রামটির অবস্থা দেখার জন্য সেদিকে রওনা হলাম। যাবার পথে এবং সেখানে পৌঁছার পর প্রকৃতির হিংস্রতা আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম। অনেকের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, মানুষের সাথে পশু-পাখি আশে পাশে মরে পড়ে আছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে ও খুঁটি ভেঙে পড়ে আছে। গাছপালা উপরে পড়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।
নলকূপগুলোও অকেজো হয়ে পড়েছে, ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে। গৃহহারা মানুষগুলো খোলা আকাশের নিচে ছোটাছুটি করছে, ঝড়ে উড়ে যাওয়া ঘরের চালের টিন খুঁজে আনতে ছুটছে কেউ কেউ। গৃহপালিত পশুর মৃত দেহগুলো আস্তে আস্তে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। কোথা থেকে এক ঝাঁক কাক ও শকুনের দল এসে গাছের ডালে বসেছে মৃত দেহগুলো খাবে বলে। ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো সবাই একসাথে

Educationblog24.com

জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। এরই মাঝে কেউ কেউ সাহস করে কাজ শুরু করেছে। কেউ গাছপালা সরাচ্ছে, চেষ্টা করছে, কেউ অন্যদের সাহায্য করছে। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও আস্তে আস্তে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে সকলেই দিশেহারা, বাকরুদ্ধ। কারোরই সম্বল বলতে আর কিছু নেই। সকলেই গৃহহীন, কর্মহীন এবং খাদ্যহীন। তাদের জীবন ও জীবিকা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। ফসলের ক্ষেত, গৃহপালিত পশু, সঞ্চয়ের সম্পদ সবকিছু চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে। দুপুরের দিকে নানা জায়গা থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। সারাটাদিন ধরে চেষ্টা চালালাম ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করায়। কাজ শেষ করে মাত্রই বাসায় ফিরেছি। মনে হলো সবকিছু লিখে রাখি। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বাইরে যাব। আমার নিজের বাড়িতেও বেশকিছু কাজ বাকি। আগামীকাল সম্ভব হলে আরও একবার গ্রামটিতে যাব। আপাতত প্রার্থনা করছি, এরকম দুর্যোগের কবলে আর কাউকে যেন পড়তে না হয়।

০৮। তোমার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি দিনলিপি রচনা কর।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের দিনলিপি

২৫শে বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার
রাত ১১টা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি যেমন বাংলাভাষীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রিয় কবি। আজকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শহরের নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হলেও আমার কলেজে আয়োজিত হয় সবচাইতে 'বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার'।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজনে ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে নতুন স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির পর্দা উন্মোচন, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রদর্শন। আজকে আলোচক হিসেবে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন কলকাতার শান্তিনিকেতন থেকে আগত শ্রী ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত। তাঁর বাচনভঙ্গি এত চমৎকার ছিল যে, টানা দুই ঘণ্টা তাঁর ভাষণ শুনেও আমি বিরক্তবোধ করিনি। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারলাম, বর্তমান যুগে যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার জন্য ড.ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাংলাদেশেরই প্রত্যন্ত এক অঞ্চল, আত্রাইয়ের পতিসরে সেই ক্ষুদ্র ঋণদান ব্যবস্থা অনেক আগেই শুরু করেছিলেন।

সারা দিনব্যাপী শত শত লোকের আগমনে কলেজ প্রাঙ্গণ ছিল মুখরিত। বিকাল ৩টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে আগত শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনায় সকল দর্শক মুগ্ধ হয়। আমিও এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি আবৃত্তি করি। আবৃত্তি শুনে যখন সকল দর্শক হাততালি দিচ্ছিল, তখন আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এরপর ৫ টায় শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়।

আজকের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সাতটায় শেষ হয়েছে। এক বুকভরা আনন্দ ও প্রশান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছি আমি। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আগামীকালের অনুষ্ঠানে যাওয়ার।

নিজে কর

০৯। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উপর একটি দিনলিপি রচনা কর। [রা.বো.'২৪]
১০। একটি নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি রচনা কর। [ব.বো.'২৪]
১১। তোমার কলেজে/মাদ্রাসার মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর। [য.বো., কু.বো., ম.বো.'২৪; সকল বো.'১৮]
১২। একুশের প্রথম প্রহর উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। [দি.বো.'২৪]
১৩। পদ্মাসেতু দর্শনের অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। [রা.বো.'২৩]
১৪। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৫ এর সমাপনী দিবস নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। [চ.বো.'২৩]
১৫। কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে দিনলিপি তৈরি কর। [ম.বো.'২৩]
১৬। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ সম্পর্কিত দিনলিপি লেখ। [কু.বো.'১৯]
১৭। তোমার কলেজে সদ্য সমাপ্ত বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কিত দিনলিপি রচনা কর।
১৮। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনলিপি রচনা কর।
১৯। "আজ তোমার জন্মদিন" এ বিষয়ের উপর একটি দিনলিপি লেখ।
২০। তোমার জীবনে কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি বর্ণনা কর।
২১। কলেজের 'বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।

Educationblog24.com

প্রতিবেদন

সাধারণ আলোচনা

প্রতিবেদন: কোনো বিশেষ ঘটনা বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণী পেশ করাকে প্রতিবেদন বলে। অর্থাৎ, কোনো তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই প্রতিবেদন।

❖ প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ:

(i) সংবাদ প্রতিবেদন: সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে।

(ii) প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন: প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঘটনা, স্থান, অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত যে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বলে। এটি আবার দুই প্রকার। যথা: ক. তদন্ত প্রতিবেদন এবং খ. কারিগরি প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের গঠন কাঠামো

একটি প্রতিবেদনে প্রধানত চারটি অংশ থাকে। যথা:
প্রতিবেদনের শিরোনাম, প্রতিবেদনের সূচনা অংশ, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু এবং প্রতিবেদকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর।
নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(i) প্রতিবেদনের শিরোনাম: যেকোনো প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর শিরোনাম। প্রতিবেদনের শিরোনাম অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে এর মূল বিষয়বস্তু অনুসারে। শিরোনামের মধ্যেই যেন প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যায়, সে দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছোটো ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক।

(ii) প্রতিবেদনের সূচনা অংশ: প্রতিবেদনের সূচনা অংশকে পরের অংশের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা সূচনা অংশ আকর্ষণীয় হলে, তবেই একজন পাঠক পুরো প্রতিবেদনটি পাঠ করতে আগ্রহী হবেন। সূচনা অংশটির আলোচনা হবে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয়। সূচনা অংশ প্রতিবেদনের মূল প্রসঙ্গের দিকে খেয়াল রেখে রচনা করতে হবে, যেন প্রতিবেদনের অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

(iii) প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু: প্রতিবেদনের শিরোনাম অনুযায়ী এর বিষয়বস্তুতে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুতে মূল কথাগুলো রেখে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথাগুলো বর্জন করতে হবে। কার নির্দেশে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে, কী ধরনের প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে এবং তিনি কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলেছেন এসব দিকের অনুসন্ধানমূলক বিবরণ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উল্লেখ করতে হবে।

(iv) প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর: প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদক যেসব প্রতিবেদন পাঠান সেসব প্রতিবেদনের শুরুতেই এসব বিষয় উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিবেদক প্রয়োজনে আলাদা কাগজে প্রতিবেদন লিখে জমা দিতে পারেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

গঠন-০১

প্রতিবেদকের নাম	:
প্রতিবেদনের স্থান	:
প্রতিবেদনের সময়	:
প্রতিবেদনের তারিখ	:

শিরোনাম

....

....

প্রেরক	প্রাপক ডাকটিকিট

(আবশ্যক নয়)

গঠন-০২

শিরোনাম

....

প্রতিবেদকের নাম	:
প্রতিবেদনের স্থান	:
প্রতিবেদনের সময়	:
প্রতিবেদনের তারিখ	:

Educationblog24.com

গঠন-০৩

শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, স্থান, তারিখ .....

.....

স্বাক্ষর

গঠন-০৪

প্রতিবেদনের প্রকৃতি:
প্রতিবেদনের শিরোনাম:
সরেজমিন তদন্তের স্থান:
তারিখ ও সময়:
সংযুক্তি:

শিরোনাম

.....

.....

প্রতিবেদক-
নাম
স্থান

গঠন-০৫

শিরোনাম

নাম, স্থান, তারিখ .....

.....

.....

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন

গঠন-০১

তারিখ:
বরাবর
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
স্থান/ঠিকানা
বিষয়: .....
মহোদয়/জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

শিরোনাম

.....

.....

বিনীত/নিবেদক/নিবেদিকা,
নাম
শ্রেণি

Educationblog24.com

গঠন-০২

তারিখ:
বরাবর
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
স্থান/ঠিকানা
বিষয়: .....
মহোদয়/জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে.....
.....
.....
বিনীত/নিবেদক/ নিবেদিকা
নাম
শ্রেণি

শিরোনাম

.....
.....

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। তোমার কলেজ/এলাকার গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি কর। [ব.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩, ১৯]
অথবা, তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

১২ জুন, ২০২৪
বরাবর
অধ্যক্ষ
আনন্দমোহন সরকারি কলেজ
ময়মনসিংহ।
বিষয় : কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিবেদন।
সূত্র স্মারক নং- আ.স.ক: ৩০০১/১৯২০

মহোদয়,
আপনার চিঠি নম্বর (আ.স.ক; ৩০০১/১৯২০; ১১ জুন, ২০২৪) মোতাবেক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।
কলেজ গ্রন্থাগারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় বইপত্র ক্রয় না করায় এর আশানুরূপ সমৃদ্ধি সাধিত হয়নি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়লেও তাদের প্রয়োজনের দিকটি হয়েছে উপেক্ষিত। কলেজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ ছিল কম। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকালে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না থাকায় তা পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়নি। রেজিস্ট্রারভুক্ত বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারে যে বই আছে তার সংখ্যার কোনো মিল নেই। কলেজে যেসব বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি বই নেই। পাঠ্যবই ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই নেই বললেই চলে।
বিগত তিন বছর ধরে গ্রন্থাগারে নতুন বা আধুনিক সংস্করণের কোনো বই কেনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফান্ডের জন্য যে চাঁদা তোলা হয় তা (১,০০,০০০/-) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ফান্ডে পড়ে রয়েছে। বই কেনা বাবদ প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এছাড়া বইয়ের তালিকা তৈরিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়নি। দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অনভিজ্ঞ বলে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি।
পুস্তকের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারেও কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের পৃষ্ঠাসমূহে কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখা যায়। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও হই-হল্লার কারণে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনার মতো কোনো পরিবেশ নেই। কতিপয় শিক্ষার্থীকে বিনা প্রয়োজনেও গ্রন্থাগারে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায়। গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যার কোনো বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। পুরাতন একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও এর সঙ্গে বইয়ের কোনো মিল নেই। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থাগারটি ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোনো উপকারে আসছে না।

Educationblog24.com

সুপারিশ :

(i) অতিসত্বর প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকের হিসাব গ্রহণ করে দশমিক পদ্ধতিতে তালিকা তৈরি করতে হবে।

(ii) ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে আরও বইপত্র সংগ্রহ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে অধিকতর তৎপর হতে হবে। বইপত্র বাড়িতে ইস্যু করা এবং পাঠাগারে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যে শিক্ষার্থীদের দু'ধরনের গ্রন্থাগার কার্ড ইস্যু করা দরকার।

(iii) বই যাতে চুরি কিংবা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া না হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্যে স্বতন্ত্র তহবিল গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীদের দেওয়া বার্ষিক চাঁদার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(iv) সর্বোপরি গ্রন্থাগারের সঠিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিনীত প্রতিবেদক–

'খ'

একাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ

শাখা-ক, রোল: ১২২

আনন্দমোহন সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ।

০২। তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ম.বো.'২৪; চ.বো.'২৩]
[রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ]

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বরাবর

অধ্যক্ষ,

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ

সিরাজগঞ্জ।

বিষয়: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষয়ক প্রতিবেদন।

সূত্র: স্মারক নং-সি.স.ক.-৫০/৫৫, তারিখ: ১৮/০২/২০২৪

জনাব,

আপনার আদেশক্রমে (স্মারক নং- সি.স.ক.-৫০/৫৫) এ বছর ১৭ই ফেব্রুয়ারি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, তার একটি প্রতিবেদন তুলে ধরছি।

জমকালো আয়োজনে পালিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই ফেব্রেয়ারি সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজে মহাসমারোহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারের মতো এবারেও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল কলেজ সংসদের ক্রীড়া বিভাগের ওপর। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের বরেণ্য ক্রীড়াবিদ মোহাম্মদ রফিক। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উচ্চ লাফ, দীর্ঘ লাফ, দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, দাবা, মোরগ লড়াই, বালিশ বদল, ফুটবল, ক্রিকেট, সাইকেল দৌড়, ভার উত্তোলনসহ ২০টি ইভেন্টে কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বালিশ বদল ও চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙার মতো মজার খেলার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগীরা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের আনন্দ দেয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে পদক ও সনদ প্রদান করে প্রধান অতিথি। প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সায়েম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাজমুল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জনাব রফিক শিক্ষার্থীদের বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে ও দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের আদর্শে জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নিয়মিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশে যে কতটা সহায়ক তা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেব মোনাজাত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক-

বুলবুল আহমেদ

দ্বাদশ শ্রেণি,

সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ।

Educationblog24.com

০৩। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ঢা.বো.,ব.বো.'২২]
অথবা, তোমার কলেজে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ম.বো.'২২]

তারিখ: ৩০-০৩-২০২৪
বরাবর
অধ্যক্ষ
রাজশাহী কলেজ
রাজশাহী।
বিষয়: কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন।
সূত্র: আদেশ নং-রা.ক.-৪৪/০৯, তারিখ ২৮/০৩/২০২৪
জনাব,
২৮ শে মার্চ, ২০২৪ তারিখের স্মারক নং রা.ক.-৪৪/০৯ পত্রের আদেশক্রমে কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।

রাজশাহী কলেজে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

গত ২৬ শে মার্চ, ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজশাহী কলেজে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব ছিল 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন কমিটির ওপর। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।
অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের আয়োজনেও কলেজের সকল স্তরের শিক্ষার্থী, বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।
২৬ শে মার্চ সকাল ৭টায় অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আবদুল খালেক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব লতিফুর রহমান।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো হয়। এরপর কলেজের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ মাঠে এক বিশাল কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। সকাল দশটায় কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস ফুটে ওঠে।
তাঁদের বক্তব্য শেষ হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে কলেজের শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, কবিতা ও নাটক প্রদর্শন করে। বিশেষ করে কলেজের সংস্কৃতি পরিষদের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের সময় পুরো অডিটোরিয়াম মেতে ওঠে।
এরই মাঝে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এবারের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যার বিস্তারিত হিসাব কলেজের হিসাব শাখার পর্যালোচনা শেষে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে।
কলেজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের সার্বিক অংশগ্রহণে এবারের অনুষ্ঠানটি অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অতিথিদের বক্তব্য শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমের প্রতি সচেতন করে তোলে করে এবং তাদের দেশ গঠনে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি, এবারের অনুষ্ঠানটি ছিল অনেক বেশি সফল ও সার্থক।
প্রতিবেদক,
কানিজ সাবাতিনা
দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

০৪। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। [য.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]
[ঢাকা কমার্স কলেজ, বিএ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ রংপুর, তিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা]
অথবা, 'খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখ।
অথবা, 'খাদ্যে ভেজাল' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

খাদ্যে ভেজাল: অসহায় মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক। ঢাকা। ২রা জুলাই, ২০২৪। জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্য আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে প্রাণের ধারা বজায় রাখে, কাজ করার শক্তি জোগায়। কিন্তু সেই খাদ্যেই যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে তবে তা দেহের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যে ভেজাল এখন আমাদের একটি বড়ো সমস্যা।
আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া হয়, যেমন চালে ধুলা, কাঁকর, ভুসি প্রভৃতি দেওয়া হয়। দুধে মেশানো হয় দূষিত পানি, তেল-ঘিয়ে মেশানো হয় চর্বিসহ নানা রকমের ক্ষতিকর জিনিস। মধুতে দেওয়া হয় ভেজাল, গুটকিতে মেশানো হয় কীটনাশক। শাক-সবজিতেও বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হয় যা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। মাছে দেওয়া হয় ফরমালিন, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কলা, আম, আপেলসহ বিভিন্ন ফলে দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। গুঁড়ো হলুদ, মরিচ, জিরায় মেশানো হয় কাঠের গুড়ো, রং মিশ্রিত মাটি। লজেন্স, মিষ্টি, বিভিন্ন পানীয়তে রং মেশানো থাকে। নকল ঔষধ সেবন করেও মানুষ জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- কিডনির সমস্যা, লিভারের সমস্যা প্রভৃতি। গর্ভবতী মা ভেজাল খাবার খেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। ভেজালের কারণে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে। তাই ভেজাল একটি মারাত্মক সমস্যা। বিভিন্ন কারণে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- (i) অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। (ii) অধিক জনসংখ্যার চাপ। (iii) চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ কম। (iv) খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণে বি.এস.টি.আই. এর অবহেলা। (v) ভেজাল সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন না করা। (vi) সরকারি তদারকির অপ্রতুলতা। (vii) অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

(i) ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের মন-মানসিকতা ত্যাগ করা।
(ii) চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
(iii) বি.এস.টি.আই. দুর্নীতি মুক্ত হওয়া।
(iv) অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রাখা এবং
(v) মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব পণ্যে ভেজাল হয় সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করা।

আমরা বাঁচব, সুন্দরভাবে বাঁচব। আমাদের প্রজন্মকেও বাঁচাবো। এজন্য ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। খাদ্যকে ভেজাল মুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে হবে।

'ক'

স্বাক্ষর

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৫। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে ঢাকা শহরের যানজট ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, 'যানজট' সমস্যার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা' এ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	: সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদকের নাম	: 'জ'
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	: গুলিস্তান
প্রতিবেদন তৈরির সময়	: বিকাল ৫:০০ টা
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ	: ১৫ জুন, ২০২৪
সংযুক্তি	: ৪ কপি ছবি

অসহনীয় যানজট; জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ

রাজধানী শহর ঢাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং যানজটের কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিশেষ করে পুরান ঢাকার যানজট পথচারী ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনযাত্রাকে করে দিয়েছে স্থবির। এখানকার সিদ্দিক বাজার, নয়াবাজার, চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, বাংলাবাজার, ইংলিশ রোড, নবাবপুর রোড, ধোলাই খাল, নারিন্দা, টিপু সুলতান রোডসহ নানা স্থানে ভয়াবহ যানজটের দৃশ্য নিত্যদিনের চিত্রে পরিণত হয়েছে।

পুরান ঢাকার বেশিরভাগ রাস্তা-ঘাটই ঔপনিবেশিক আমলে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে। অথচ এ এলাকাতেই গড়ে উঠেছে দেশের বৃহৎ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালতসমূহ। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে অসংখ্য লোক নানা প্রয়োজনে এসব স্থানে যাতায়াত করে। এমনিতেই এসব এলাকায় বসবাস করে মাত্রার চেয়ে দশ গুণ বেশি লোক। তার উপর বাইরের লোকের আগমনে রাস্তাঘাটে যেন তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। আগন্তুক লোকেরা যাতায়াত ও মালামাল বহনের কাজে ব্যবহার করে বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, মাইক্রো, রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি অসংখ্য যানবাহন। সীমিত পরিসরের রাস্তাঘাটে এ বিপুল পরিমাণ যানবাহনের সংকুলান না হওয়ায় প্রতিদিন সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট।

নাগরিক জীবনে মানুষের কাজ অন্তহীন। অফিস-আদালত, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষ ছুটে চলে তার জীবন ও জীবিকার তাগিদে। ছাত্র-ছাত্রীরা যায় স্কুল-কলেজে, চাকরিজীবীরা যায় অফিস-আদালতে, শ্রমিকরা যায় কল-কারখানায়। কিন্তু রাস্তায় নামলেই যানজট দৈত্যের মতো সকলের পথ আগলে দাঁড়ায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো দায় হয়ে ওঠে। শহরের অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ রাস্তার ফুটপাতগুলো জুড়ে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকানপাট। স্থানে স্থানে রাস্তা দখল করে ট্রাক, রিকশা ও রিকশাভ্যানের গ্যারেজ ও মেরামতখানা গড়ে উঠেছে। পার্কিং করার স্থানের স্বল্পতার কারণে, যেখানে-সেখানে যাত্রী ও মালামাল ওঠানামা করার ফলে সাধারণ যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এতে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট। দশ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগে এক ঘণ্টারও বেশি। এতে যেমন একদিকে দেশের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে অপরদিকে হারিয়ে যাচ্ছে অতি মূল্যবান সময়। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন দেশ কী বিশাল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

Educationblog24.com

যানজট কমানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে :

০১। অবৈধ রিকশার দৌরাত্ম্য কমাতে হবে;
০২। যত্রতত্র গড়ে ওঠা এলোপাতাড়ি বাজার, মার্কেট–বিপণী বিতান উচ্ছেদ করতে হবে।
০৩। যত্রতত্র যানবাহন থামিয়ে লোক ওঠানামা করানো যাবে না।
০৪। অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে হবে।
০৫। ফুটপাতগুলোকে হকারমুক্ত করতে হবে।
০৬। বেশিরভাগ রাস্তাকে ওয়ানওয়ে করা ও ক্রসিং কমিয়ে দিতে হবে।
০৭। রাজধানীতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
০৮। যেকোনো স্ট্রাকচার নির্মাণের আগে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বহুমুখী ফ্লাইওভার (ইন্টারসেকশন ট্রাফিক সিস্টেম) নির্মাণ করতে হবে, যাতে যেকোনো মোড়ে কোনো গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়া চলতে পারে।
০৯। এছাড়া ট্রাফিক সিগন্যাল বাতিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে না চালিয়ে প্রতিটি পয়েন্টে উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ অথবা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম করলে কিছুটা যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
১০। শহরের ব্যস্ত এলাকার বাস টার্মিনাল উঠিয়ে দিতে হবে।
১১। রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানাগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে।
১২। শহর থেকে কিছু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।
১৩। পাতাল রেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি যানজট নিরসনের অন্যতম কৌশল হিসেবে সংযোগ স্থাপন বাড়াতে হবে। এর বাস্তব সুফল দেখা গেছে পান্থপথ টু মিরপুর রোডের সংযোগ সড়কের মাধ্যমে।

বহুল আলোচিত ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণে স্থবিরতা দূর করতে হবে। রাজধানী ঢাকার নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে নগরীর এই যানজট সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে হবে। যদি এমনতর পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী ঢাকা তার বাসযোগ্যতা হারাবে। যানজট সমাধানকল্পে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি অনেক হয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও সময়োপযোগী সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন। আমার মনে হয় এটা এমন কোনো সমস্যা নয় যা সমাধান করা একেবারেই অসাধ্য।

০৬। তোমার দেখা সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	:	পলাশবাড়ি
প্রতিবেদন তৈরির সময় ও তারিখ	:	১২ মে ২০২৪, বিকাল ৫টা
সংযুক্তি	:	সড়ক দুর্ঘটনার ছবি-১০টি

গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনা: ৭ জন নিহত

গতকাল বুধবার ভোরে গাইবান্ধা-রংপুর মহাসড়কের পলাশবাড়ি মোড়ে মুখোমুখি দুটি বাস দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহতসহ অর্ধ-শতাধিক লোক আহত হয়।

বুধবার সকালে রংপুর থেকে ছেড়ে আসা সুগন্ধা বাসটি গাইবান্ধা থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রংপুর বাসের ৪ জন যাত্রী এবং অপর বাসটির ৩ জন যাত্রী নিহত হয়। আহত হয় প্রায় অর্ধ-শতাধিক যাত্রী। আহত যাত্রীদেরকে প্রথমে স্থানীয় পলাশবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে কিছুসংখ্যক যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুমূর্ষু ২৭ জন যাত্রীকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

আশঙ্কাজনক কয়েকজন যাত্রীর পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছে- ১. আব্দুল মালেক (৩২) পিতা: জয়নাল আবেদীন, গ্রাম: নাকইহাট, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ২. নকুল চন্দ্র পাল (২৫), পিতা: পদ্মলোচন পাল, গ্রাম: ভাদাই, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ৩. শিল্পী মজুমদার (২৪), পিতা: শান্তিরঞ্জন মজুমদার, গ্রাম: দারিয়াপুর, থানা: গাইবান্ধা। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। এরা হচ্ছে ১. ফজলুর রহমান (২৭), পিতা: হোসেন মোল্লা, গ্রাম: আহম্মদপুর, থানা ও জেলা: নাটোর, ২. আবুল বাশার (২৯), পিতা: রোকনুজ্জামান

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

খান, গ্রাম: দুলাই, থানা: সুজানগর, জেলা: পাবনা। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, আহত যাত্রীদের জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজন। আহত রক্তদাতাগণকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রক্ত দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুর্ঘটনা-কবলিত বাস দুটি সরিয়ে ফেলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। এর ফলে উভয় দিকের যানচলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পর যান চলাচল সচল করা হয়।

ঐ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, গাড়িটির ফিটনেস ছিল না। আহত একজন যাত্রী জানিয়েছে রংপুর থেকে আগত বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়।

জানা গেছে, দুর্ঘটনা কবলিত বাস দুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। বাসের ভেতরে গাদাগাদি করা লোক ছাড়াও বাসের ছাদও ছিল লোকে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে ছিল মুরগির খাঁচাসহ অন্যান্য মালপত্র। এ ব্যাপারে পলাশবাড়ি থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। হেলপারসহ ড্রাইভার দুইজনই পলাতক রয়েছে।

প্রতিবেদক –

'খ'

পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা।

০৭। 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ৬ আগস্ট, ২০২৪॥ সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষ বাস করতো অরণ্য প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় কোলে। তখন প্রকৃতিতে বিরাজ করতো পূর্ণ ভারসাম্য। প্রকৃতি মায়ের অফুরন্ত দানে পুষ্ট হয়ে তখনকার মানুষ এগিয়ে যায় সভ্যতার পানে। তারপর একদিন সভ্যতা এলো তার বিজয় রথে আসীন হয়ে; অরণ্যচারী যাযাবর মানুষ গড়ে তুললো নগর সভ্যতা। সভ্যতা যতই প্রসারিত হয়েছে, মানুষ ততই প্রকৃতির জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। মানুষ নিজ হাতে নির্মূল করছে তার শৈশব সভ্যতার সঙ্গী তরুরাজিকে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের অস্তিত্বের জন্য দরকার গাছপালা। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রক্ষা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গাছপালার অভাবে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে ভূমিক্ষয়, উষরতা, বৃষ্টিহীনতা। তাই সময় থাকতেই এ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কোনো একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি একান্ত আবশ্যক। সে তুলনায় আমাদের দেশের ১৪% বনভূমি সত্যি অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছ কাটা হচ্ছে, সেখানে লাগানো হচ্ছে একটি গাছ। ফলে বাস্তবে বনভূমি বাড়ছে না। দুঃখের বিষয়, গত একশ বছরে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধনের ঘটনা ঘটছে। ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনেরবেলা দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লক্ষণ মরুকরণ প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় নয়, এটি গরিব জনসাধারণের অনেক চাহিদাই পূরণ করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার ভূমিকাও পালন করে। এছাড়া বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। একথা স্মরণ রেখেই দেশের প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরিক হওয়া উচিত। কারণ বৃক্ষই জীবন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয়, অরণ্য সম্প্রসারণেরও কাজ চলছে। তাই বলতে হয়, 'বৃক্ষরোপণ' শুধু প্রকৃতিকে ভালোবাসার স্মারক নয়, এ হলো মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার এক অনন্য প্রয়াস।

'ক'

স্বাক্ষর

Educationblog24.com

০৮। মনে কর, তুমি নাঈম/নাঈমা। তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়" শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়

নাঈম ॥ নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

এডিস মশাবাহিত ভাইরাসজনিত একধরনের তীব্র জ্বর ডেঙ্গু। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে ডেঙ্গুজ্বর। এই মহামারি জ্বরে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে মৃত্যুবরণ করেছে অনেক মানুষ। সারা দেশে মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্ক। এর ভয়ে ঢাকার অনেক স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে গোটা বিশ্বে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় দুই কোটি মানুষ। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ডেঙ্গু সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:- ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বর ও হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গু দুই প্রজাতির স্ত্রী মশা দ্বারা ছড়ায়। এর একটি হচ্ছে এডিস এজিপটাই ও অন্যটি এডিস এলবোপিপটাস। এডিস এজিপটাই স্ত্রী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড় দিলে সেই মশাটিও ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এরা দিনের বেলায় কামড়ায়। এই মশা ডিম পাড়ে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পাত্রের পানিতে যেমন- ফুলদানি, ফুলের টব, হাড়ির ভাঙা অংশ, পরিত্যক্ত টায়ার, মুখ খোলা পানির ট্যাংক, জলকাদা, ডাবের খোসা ইত্যাদি। সাধারণত ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে মাংসপেশি ও হাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। দেহের তাপমাত্রা ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রিতে উঠে যায়। মাথা ও চোখের মাংসপেশি ব্যথা, বমি বমি ভাব, বিষণ্নতার ছাপ ও দেহে এক ধরনের ফুসকুড়ি ওঠে। কখনো কখনো মাংসপেশির খিচুনিতে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শিশু কিশোররা এ জ্বরে আক্রান্ত হয় বেশি। ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বরের কোনো চিকিৎসা নেই। নেই প্যাটেন্টকৃত কোনো ওষুধ। উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করতে হয়। রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রামে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে এসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করতে হবে। মারাত্মক আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে পানিস্বল্পতা ও রক্তক্ষরণের চিকিৎসার জন্য আইভি স্যালাইন বা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এডিস মশা যেহেতু ডেঙ্গুজ্বরের বাহক, তাই বাহক মশা দমন করাই ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে প্রধান উপায়। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো- বাসগৃহে ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে জমে থাকা পানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। মশারি ব্যবহার করা। অর্থাৎ রোগ ছাড়ানোর আগেই এডিস মশা নির্মূল করে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্কুল-কলেজের ছাত্রশিক্ষক এবং অভিভাবকসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ সচেতন হলেই ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ সম্ভব।

প্রতিবেদক
নাঈম

নিজে কর

০৯। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ। [ঢা.বো., রা.বো. মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.'২৩, ১৯; সি.বো., দি.বো.'২৩; কু.বো.'২২, ২৩; রা.বো., সি. বো.'১৯]

অথবা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [মাদ্রাসা বো.'২৪; সি.বো.'২৩]

১০। "যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [চ.বো.'২৪]

১১। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ব.বো., ম.বো.'২৩; সি. বো.'২২]

১২। শীতার্ত মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [য.বো.'২৩]

১৩। 'তোমার এলাকার কোনো সড়কের দুরবস্থার' উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [রা. বো.'২২]

১৪। "মেঘনায় লঞ্চডুবি: ৩০০ জনের সলিল সমাধি" শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [চ. বো.'২২]

১৫। তোমার দেখা 'একুশের বইমেলা' সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [য. বো.'২২]

১৬। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [দি.বো.'২২]

১৭। ভূমিকম্প ও তার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

১৮। দুর্নীতি ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

নির্মিতি

বৈদ্যুতিন চিঠি এবং আবেদনপত্র

ট্রিকস

- প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের কাজকর্ম কাগজ-কলম থেকে পরিবর্তিত হয়ে যান্ত্রিক রূপ লাভ করেছে। ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চি তারই একটি রূপ। অপরদিকে, আবেদনপত্র সাধারণত চাকরি, ছুটি বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জ রচনা করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র রচনার অভ্যাস আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৯ নং প্রশ্নে থাকে ই-মেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) অথবা আবেদনপত্র। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- বৈদ্যুতিন চিঠির প্রশ্নে ব্যক্তিগত চিঠি, আবেদনপত্র, আমন্ত্রণপত্র, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র প্রভৃতি বিষয় লিখতে বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন চিঠির নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হয়।
- আবেদনপত্রের অংশে প্রাতিষ্ঠানিক আবেদন পত্র যেমন, চাকরির আবেদনপত্র, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র ইত্যাদি লিখতে হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয় অনুসারে নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবেদনপত্র লিখতে হয়।
- আবেদনপত্র 'অথবা' বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার সময় চেষ্টা করবে খাতার বাম পাশের পৃষ্ঠায় লেখা শুরু করার যাতে উত্তরটি বড়ো হলে ডান পাশে পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে পার–যা উত্তরপত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

বি.দ্র.: আবেদনপত্র ও বৈদ্যুতিন চিঠি-এ দুটি অংশের নম্বর মূলত নির্ভর করে এর গঠন কাঠামোর ওপর। বৈদ্যুতিন চিঠির ক্ষেত্রে সাধারণ কাঠামোটি সহজ হয় বলে এর উত্তর করা সহজ। তবে ই-মেইলের বিষয় যদি আবেদনপত্র হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি আবেদনপত্র অংশের উত্ত করাই শ্রেয়।

বৈদ্যুতিন চিঠি

বৈদ্যুতিন চিঠি: বৈদ্যুতিন চিঠি বা ইমেইল হলো ডিজিটাল বার্তা, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়

❖ বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার নিয়ম:

- ই-মেইল ঠিকানা লেখার সময় নাম বা নামের সংক্ষিপ্তরূপ লেখার পর কোনো ফাঁকা না রেখে @ চিহ্ন, এরপর gmail.com বা yahoo.com বসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে .org ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক মেইল এর ক্ষেত্রে ঠিকানার শেষ অংশে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংক্ষিপ্তরূপ যুক্ত হতে পারে।
- From address এর ঘরে প্রেরকের এবং To address এর ঘরে প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- মেইলটি সম্পর্কে অন্য কাউকে জানাতে চাইলে Cc এর ঘরে তার ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে। কাকে কাকে পাঠানো হচ্ছে তা অন্য কাউকে জানাতে না চাইলে Bcc এর ঘরে তাদের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
- Subject অংশে কোন বিষয়ের উপর ই-মেইলটি লেখা হচ্ছে তা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।
- Text অংশে মূল বার্তা বা চিঠিটি লেখা হবে। লেখার পূর্বে যথাযথ সম্বোধন এবং লেখার শেষে বিদায় সম্ভাষণ ব্যবহৃত হবে।

ফরম্যাট (ব্যক্তিগত ই-মেইল)

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০১

From:
To:
Cc:
Bcc:
Subject:
সম্ভাষণ, ... মূল বক্তব্য ..... বিদায়সম্ভাষণ

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট -০২

From:
To:
Subject:
সম্ভাষণ, ... মূল বক্তব্য ..... বিদায়সম্ভাষণ

Educationblog24.com

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০৩

To:
Cc:
Bcc:
Subject:
সম্ভাষণ,
..... মূল
বক্তব্য .....
বিদায়সম্ভাষণ

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০৪

তারিখ:
ঠিকানা
সম্ভাষণ,
.....
মূল বক্তব্য .....
বিদায়সম্ভাষণ,
ই-মেইল পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:

প্রেরক:
প্রতি:
বিষয়:

ফরম্যাট (প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল)

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০১

From:
To:
Cc:
Bcc:
Subject:
তারিখ:
বরাবর
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
সম্ভাষণ,
.....
মূল বক্তব্য .....
বিনীত/নিবেদক
নাম
ঠিকানা

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০২

To:
Cc:
Bcc:
Sub:
তারিখ:
বরাবর
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
সম্ভাষণ,
.....
মূল বক্তব্য .....
বিনীত/নিবেদক
নাম
ঠিকানা

অথবা,

ফরম্যাট (অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল)

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০১

From:
To:
Subject:
সম্ভাষণ,
.....
মূল বক্তব্য .....
বিদায়সম্ভাষণ
নাম

বৈদ্যুতিন চিঠির ফরম্যাট-০২

To:
Cc:
Bcc:
Subject:
সম্ভাষণ,
.....
মূল বক্তব্য .....
বিদায়সম্ভাষণ
নাম

Educationblog24.com

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [রা.বো.'২৪; চা.বো.'২৩]

To	:msumi96@gmail.com
CC	:
Bcc	:
Subject	: শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

প্রিয় মৌসুমি,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আমরা বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী ০১/১২/২০২৪ তারিখে 'লালবাগ কেল্লায়' শিক্ষাসফরে যা আমাদের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক লিটন স্যার এ বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি ইনশাআল্লাহ আগামীকাল পে যাব। তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে যোগদান করবে। অজানাকে জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া যাবে না।

ইতি-

নিশাত

০২। বন্ধুর পিতৃবিয়োগে তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [দি.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪; রা.বো.'২

To	: simu@gmail.com
Cc	:
Bcc	:
Subject	: বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সমবেদনাজ্ঞাপন।

বন্ধু শিমু,

লতার কাছে শুনলাম তোমার স্নেহময় পিতা পৃথিবীতে আর নেই। খবরটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমার কতটা কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝ পারছি। তোমাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। দুঃখ কোরো না। ধৈর্য ধরো, ভেঙে পড়ো না। মানুষ মরণশীল। সবাই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এ বাস্তবতা মেনে নিয়ে আশায় বুক বাঁধবে, জীবন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ তোমার পিতার বিদেহ আত্মাকে শান্তি দান করুন।

তোমার বন্ধু

সুমনা

০৩। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোটো ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [ব.বো.'২৩, ১৭; য.বো.'১

[কুমিল্লা সরকারি কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, বরিশাল ক্যাডেট কলে

উত্তর

To:	ashik723@gmail.com
Cc:	
Bcc:	
Subject:	ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।

স্নেহের আশিক,

গতকালই বাবার ই-মেইল পেলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম তুমি নাকি ইদানীং ইন্টারনেটে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছো? বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা অকল্পনীয়। কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেত থাকা উচিত।

যেহেতু তুমি একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সুতরাং, এর সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি বিশাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম যা সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। ফলে ইন্টারনেট থেকে আমরা যেকোনো তথ্যই অনেক সহজে জানতে পারি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরির আবেদন ফরম জমা দেওয়া, পণ্য কেনাবেচা করা, কোথাও ভ্রমণের জন্য বাস, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট বুক করা, পণ্য কেনাবেচা করা কে

Educationblog24.com

ফাইল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো, কোনো দ্রব্যের মূল্য বা ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা- প্রভৃতি সকল দরকারি কাজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক সহজেই করা যায়। এছাড়াও নানা বিনোদনমূলক কাজ যেমন- গান শোনা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি ইন্টারনেটের সাহায্যে করা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, প্রভৃতি ব্যবহার করে মানুষের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার।

তবে এতসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকও আছে, যা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকাটা জরুরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হলেও এর প্রতি আসক্তি আমাদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এছাড়া এ মাধ্যমে নানা অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, পর্নোগ্রাফির ভিডিয়ো আদান-প্রদান বা জুয়াখেলার মতো কাজ করে থাকে- যা অনুচিত। আবার নানা অনলাইন গেমের প্রতি আসক্তি আমাদের কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা একরকম বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বড়ো হচ্ছে। সাইবার আক্রমণের মতো বিপজ্জনক মাধ্যমের আক্রমণে অনেকেই ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ব্যবহারকারীর সময় ও স্বাস্থ্যের। রাত জেগে ও দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরণীয়। আর সময় তো নষ্ট হচ্ছেই।

তোমার প্রতি আমার উপদেশ থাকবে, এখন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় তুমি এ বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। মনে রাখবে, তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো। ইন্টারনেট যেন তোমাকে ব্যবহার করতে না পারে। আজ আর নয়, মা-বাবাকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার ভাইয়া
রাকিব।

০৪। মনে কর, তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি ই-মেইল লেখ। [রা.বো.'১৯] [ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ; নেত্রকোণা সরকারি কলেজ, বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।]

উত্তর

From: abdc@gmail.com
To: registrar@du.ac.bd
Subject: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।

১৯ জানুয়ারি, ২০২৪
বরাবর
রেজিস্ট্রার
রেজিস্ট্রার ভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২৪ সেশনে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছু একজন শিক্ষার্থী। গত ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় আমি 'ক' ইউনিট থেকে ১২৩৩ নং মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া জানুয়ারির ২য় সপ্তাহে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও আমি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য জানতে পারিনি। তাই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ, ভর্তি ফরমের মূল্য, তা জমা দেওয়ার পদ্ধতি, সাক্ষাৎকারের সময়সূচি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য জনাবের নিকট অনুরোধ করছি।

নিবেদক,
ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৫। বর্তমানে তোমার এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় গভীর নলকূপ খননের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট একটি ই-মেইল লেখ।

উত্তর

To: devidarupz@gmail.com
Cc:
Bcc:
Subject: গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

বরাবর

উপজেলা চেয়ারম্যান

দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

বিষয়: পানীয় জলের অসুবিধা দূর করার জন্য গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা দেবিদ্বার উপজেলার রায়পুর গ্রামের অধিবাসী নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের গ্রামটি একটি অত্যন্ত জনবহুল ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। কিন্তু, এই গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হওয়ায় এখানে খুব বেশি নলকূপ নেই। যে কয়েকটি ছিল তাও অগভীর নলকূপ হওয়ায় বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে তার পানি নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়।

এমতাবস্থায় জনাবের নিকট আকুল আবেদন, উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রামবাসীর পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে আপনি অত্র গ্রামে কয়েকটি গভীর নলকূপ বরাদ্দ করে আমাদের বাধিত করবেন।

নিবেদক,

গ্রামবাসীর পক্ষে

অ

দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

নিজে কর

০৬। 'বই পড়ার গুরুত্ব' বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে তোমার ছোটো ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [ঢা.বো.'২৪]

০৭। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [ব. বো.'২৪, ১৯]

০৮। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল লেখ। [য.বো.'২৪]

০৯। ভূমিকম্পকালীন করণীয় সম্পর্কে বন্ধুর প্রতি একটি ই-মেইল রচনা কর। [চ.বো.'২৩]

১০। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার উৎসাহ দিয়ে ছোটো ভাইকে একটি ই-মেইল লেখ। [য.বো.'২৩]

১১। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল প্রেরণ কর। [কু.বো., ম.বো.'২৩; রা. বো.'১৭]

১২। তোমার বোনের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [দি.বো.'২৩, ১৯]

১৩। দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যার্থে রক্ত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে বন্ধুদের কাছে প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [সকল বো.'১৮]

অথবা, সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত কোনো মেধাবী বন্ধুর জন্য জরুরিভাবে রক্ত ও আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি 'ই-মেইল' তৈরি কর। [সি. বো.'১৭]

১৪। পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার কারণ জানিয়ে শ্রেণিশিক্ষকের কাছে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।

Educationblog24.com

আবেদনপত্র

আবেদনপত্রের ফরম্যাট

চাকরির জন্য আবেদন

তারিখ
বরাবর
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়: .....
জনাব,
[.....
.....]

জীবন-বৃত্তান্ত

নাম:
পিতার নাম:
মাতার নাম:
বর্তমান ঠিকানা:
স্থায়ী ঠিকানা:
জন্মতারিখ:
জাতীয়তা:
ধর্ম:
বৈবাহিক অবস্থা:
শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা/বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ/ শ্রেণি	পাশের সাল	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি				
এইচ.এস.সি				
স্নাতক(সম্মান)				
স্নাতকোত্তর				

[.....
.....]

বিনীত/নিবেদক,
স্বাক্ষর
সংযুক্তি:
১।.....
২।.....
৩।.....

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকিট

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনপত্র

তারিখ:
মাননীয়
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়: .....
জনাব,
[.....

মূল বক্তব্য

.....]

বিনীত/নিবেদক,
একান্ত অনুগত
নাম
প্রতিষ্ঠানের নাম।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র

তারিখ:
বরাবর
সম্পাদক
পত্রিকার নাম
পত্রিকার ঠিকানা
বিষয়: .....
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

শিরোনাম

[.....

মূল বক্তব্য

.....]

বিনীত/নিবেদক
নাম
ঠিকানা

প্রেরক, প্রাপক, ডাকটিকিট

ব্যক্তিগতপত্র

স্থান: .....
তারিখ: .....

প্রিয় 'ক'
[.....

মূল বক্তব্য

.....]

ইতি
.....

প্রেরক, প্রাপক, ডাকটিকিট

Educationblog24.com

ব্যবসায়িকপত্র

তারিখ:
বরাবর
ব্যবস্থাপক
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়: ....
জনাব,

[...

মূল বক্তব্য

....]

(স্বাক্ষর)
নাম
ঠিকানা
প্রয়োজনীয়তা:
১।..................
২।..................
৩।..................

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকিট

নিমন্ত্রণপত্র

সুধী,

[...

মূল বক্তব্য

....]

তারিখ:

নিবেদক/বিনীত
'ক'
....
....

অনুষ্ঠানসূচি:
১।........
২।........
৩।........

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

Educationblog24.com

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারীর শূন্য পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখ। [কু.বো.'২৪; সি.বো.'২৩]

২৮ মার্চ, ২০২৪
বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সন্ধানী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়ঃ 'অফিস সহকারী' পদে নিয়োগলাভের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২২শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার প্রতিষ্ঠানে অফিসার পদে কিছু লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করছি। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হলো:

জীবনবৃত্তান্ত

১। নাম	: 'ক'
২। পিতার নাম	: 'খ'
৩। মাতার নাম	: 'গ'
৪। স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: 'প', পো: 'অ', উপজেলা: 'ই', জেলা: 'ঈ'।
৫। বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
৬। জন্ম তারিখ	: ০২ জানুয়ারি ১৯৯৮
৭। জাতীয়তা	: বাংলাদেশি
৮। ধর্ম	: ইসলাম
৯। বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
১০। শিক্ষাগত যোগ্যতা	:

পরীক্ষার নাম	শাখা/বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি	পাসের সাল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১৫	রাজশাহী বোর্ড
এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১৭	রাজশাহী বোর্ড
বি.কম.	একাউন্টিং	সিজিপিএ-৩.৪৪	২০২১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.কম.	একাউন্টিং	সিজিপিএ-৩.৬৯	২০২২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১। অভিজ্ঞতা: বিপিএল কোম্পানিতে অফিস সহকারী হিসেবে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

অনুগ্রহপূর্বক উপরিউক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাকে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হলে আমি নিষ্ঠা ও সততার সাথে আমার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকব।

বিনীত নিবেদক,
'ক'

সংযুক্তি:
১। পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
২। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩। প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪। অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৫। ব্যাংক ড্রাফট।

প্রেরক, 'ক' গ্রাম : প পোস্ট : অ উপজেলা : ই জেলা : ঈ	প্রাপক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা ডাকটিকিট

Educationblog24.com

০২। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ। [ঢা.বো., ম.বো.'২৪; রা.বো., চ.বো., য.বো.'২৩; ম.বো.'২২; দি.বো.'১৭] [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, বিএএফ শাহিন কলেজ, ঢাকা]

০১ এপ্রিল, ২০২৪
মাননীয় অধ্যক্ষ
'ম' কলেজ
পাবনা।
বিষয় : শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, অন্যান্য বারের মতো আমরা দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ সালে বগুড়ার মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। এরূপ ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতীতের প্রামাণ্য নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে এবং আমরা আমাদের পাঠ্যনির্ভর জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিপুষ্ট করার সুযোগ পাব। এই দলে ছাত্রছাত্রী থাকবে ৫০ জন। শিক্ষাসফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ের দুজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দলের সঙ্গে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন।
এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের আবেদন বিবেচনা করে শিক্ষাসফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগদান করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
আপনার অনুগত ছাত্র,
'ক'
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে
'ম' কলেজ, পাবনা।

০৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে/উচ্চ বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
[চ.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; কু.বো. ২২, ১৭; সি.বো.'১৯, ১৭; দি.বো.'১৯; ব.বো.'১৭] [নটরডেম কলেজ ঢাকা; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ; উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা; সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা।]
অথবা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [রা.বো.'২৪; দি.বো.'২৩, ২২]

১০ মে, ২০২৪
বরাবর
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
বিষয়: মাধ্যমিক/প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মাধ্যমিক/প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিচে পেশ করলাম:

১. নাম	:	'ক'
২. পিতার নাম	:	'খ'
৩. মাতার নাম	:	'গ'
৪. স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ', উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'
৫. বর্তমান ঠিকানা	:	ঐ
৬. জন্ম তারিখ	:	২০ জুন ১৯৯২
৭. জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি
৮. ধর্ম	:	ইসলাম
৯. বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা	জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ	পাসের বছর	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০০৭	ঢাকা বোর্ড
এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০০৯	ঢাকা বোর্ড
বি.এস.সি (সম্মান)	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এস.সি	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৪	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Educationblog24.com

১১. অভিজ্ঞতা: একটি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এক বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।
অনুগ্রহপূর্বক উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে নিষ্ঠা, সততা ও কঠোর পরিশ্রম
সহকারে শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।
বিনীত নিবেদক,
'ক'

সংযুক্তি:
১. পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (৪টি)।
২. তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩. প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. ব্যাংক ড্রাফট।

ডাকটিকিট

প্রেরক,
'ক'
গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ'
উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'

প্রাপক,
মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর,
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৪। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশু প্রতিকার চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

১৪ জুন, ২০২৪
সম্পাদক
আজকের কাগজ, ঢাকা।
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।
বিনীত,
'খ'
মানিকদি

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের নিরসন চাই

আমরা রাজধানী ঢাকার অন্তর্গত ঢাকা সেনানিবাসের মানিকদি এলাকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটানা লোডশেডিং-এর শিকার। আমরা জানি, সারাদেশে এখন বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে এবং এও জানি দেশের বিভিন্ন স্থানেই নিয়মিত লোডশেডিং চলছে। তবে আমাদের এই মানিকদি এলাকার মতো এরকম লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বাংলাদেশের আর কোনো স্থানে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যুৎ কর্মীরা এই এলাকার হাজার হাজার মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। এখানে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই সাত আটবার করে লোডশেডিং হচ্ছে। এর ফলে এ এলাকার মানুষ কী রকম কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছে- তা বলে শেষ করা যাবে না। একদিকে গরমের দিন, তার ওপর বিদ্যুতের এই অনিয়মের ফলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। দুপুরে যখন প্রচণ্ড গরম থাকে তখন দু'আড়াই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। আবার রাতে কয়েকবার করে বিদ্যুৎ চলে যায়। টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ আটটার সংবাদ কিংবা নাট্যানুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠান আমরা একদিনও দেখতে পারি না। তাছাড়া রাতে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার খুবই বিঘ্ন ঘটছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, আমাদের এই অশেষ ভোগান্তি দূর করার জন্য অতিসত্বর এ এলাকার লোডশেডিং নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

বিনীত,
মানিকদি এলাকাবাসীর পক্ষে
'খ'

ডাকটিকিট

প্রেরক,
নাম : .....
ঠিকানা : .....

প্রাপক,
নাম : .....
ঠিকানা : .....

Educationblog24.com

০৫। ভি.পি.পি যোগে বই পাঠানোর জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখ।

১৩ অক্টোবর,২০২৪

বরাবর

ব্যবস্থাপক

মিজান লাইব্রেরি

৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০।

বিষয়: ভি.পি.পি. যোগে বই পাঠানোর অনুরোধ।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত বইগুলো আমার ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনার ঠিকানায় আগাম হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পাঠালাম।

আপনার বিশ্বস্ত,

'গ'

ম্যানেজার, শালিশা বুক হাউস

সুজানগর, পাবনা।

বইয়ের তালিকা/নাম:

১. উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি– অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী-২ কপি।

২. Higher Secondary Communicative Functional English-২ কপি।

৩. কারেন্ট কনসেন্ট–৩ কপি।

ডাকটিকিট

প্রেরক,
'গ'
শালিশা বুক হাউস,
সুজানগর, পাবনা।

প্রাপক,
ম্যানেজার,
মিজান লাইব্রেরি,
৩৮,বাংলাবাজার (৪র্থ তলা),
ঢাকা-১১০০।

০৬। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একখানা নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সুধী,

আসছে ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার, রাজশাহী সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৪ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজশাহী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

নিবেদক
'ক'
ক্রীড়া ও শরীরচর্চা শিক্ষক
রাজশাহী সরকারি কলেজ।

তারিখ: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

অনুষ্ঠানসূচি:

সকাল ৭:০০ : উদ্‌বোধন
সকাল ৭:১৫ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন
সকাল ৮:০০ : কুচকাওয়াজ
সকাল ৮:৩০ : প্রতিযোগিতা শুরু
বিকাল ৪:০০: পুরস্কার বিতরণ

ডাকটিকিট

প্রেরক,
নাম: .....
ঠিকানা: .....

প্রাপক,
নাম: .....
ঠিকানা: .....

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

০৭। তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

২৯ই জুলাই, ২০২৪

বরাবর

জেলা প্রশাসক

ঘুঘুডাঙ্গা, খুলনা।

বিষয়: পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা ঘুঘুডাঙ্গা জেলাধীন আলমডাঙ্গা উপজেলার আয়নামতি ইউনিয়নের বাসিন্দা। এই ইউনিয়নে জনসংখ্যা যেমন বেশি তেমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে ভালো মানের পাঠাগার নেই বললেই চলে। অথচ আমরা জানি, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনের জন্য পাঠাগারের কোনো বিকল্প নেই। পাঠাগার জ্ঞানপিপাসুদের সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি করে। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত স্থান হলো পাঠাগার। তাই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনার জন্য পাঠাগার একান্ত আবশ্যক।

অতএব, জনাবের নিকট আকুল আবেদন আমাদের ইউনিয়নের সার্বিক কল্যাণ-সাধনের জন্য, অতিসত্বর একটি আধুনিক পাঠাগার স্থাপন করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

নিবেদক,

আয়নামতি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে

রবিউল ইসলাম

আলমডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা।

নিজে কর

০৮। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ। [ব.বো., ম.বো.'২৪]

০৯। ডেঙ্গু মশার প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা জানিয়ে নিয়মিত কলেজ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অধ্যক্ষ বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ। [দি.বো.'২৪

১০। তোমার কলেজের সামনের এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [ঢা.বো.'২৩; চ.বো., ব.বো.'১৯; ঢা.বো.'১৭

১১। তোমার কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। [কু.বো.'২৩

১২। কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার/বিপণন কর্মকর্তা পদে নিয়োগলাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [ঢা.বো.'২২

১৩। দেশের বর্তমান যুবসমাজের মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [রা.বো.'১৯

১৪। তোমার কলেজে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। [চ.বো., য.বো.,'১৯

১৫। 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা' – এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

১৬। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-রাজনীতির অবসানকল্পে যুক্তি প্রদর্শন করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদক বরাবর একটি পত্র রচনা কর।

"ছেড়ে দিও না। চালিয়ে যাও। চলতে থাকলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। আমি কাউকেই শুনিনি তারা চুপচাপ বসে থাকা অবস্থায় হোঁচট খেয়েছে।"

-এন লেন্ডার্স

Educationblog24.com

নির্মিতি

সারাংশ ও সারমর্ম এবং ভাব-সম্প্রসারণ

ট্রিকস

- বক্তা বা লেখকের বক্তব্যের মূলকথা বা সারকথা খুঁজে বের করাই সারাংশ, সারমর্মের কাজ। লেখক কিছু লেখার সময় নানা রূপক, অলংকার বা উপমার সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর লেখার অন্তর্নিহিত ভাবটিই সারাংশ-সারমর্মে ফুটে ওঠে। এটি আমাদের সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে, কিছু ক্ষেত্র থাকে যেখানে লেখক একটি বা দুটি লাইনের মাঝেই বিশাল বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। লেখকের এ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকুর বিশ্লেষণ করাই ভাব-সম্প্রসারণের কাজ।
- বোর্ড প্রশ্নের ১০ নং প্রশ্নে সারাংশ ও সারমর্ম অথবা ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- সারাংশ ও সারমর্ম লেখার সময় অনুচ্ছেদ বা কবিতাংশটি বার বার পড়ে মূলভাবটি অনুধাবন করতে হবে এবং মূলভাবটি সুসংহত ভাষায় লিখতে হয়। এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ বা কাব্যাংশটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ–উভয় দিকেই লক্ষ রাখতে হয়। মূলভাবের বাইরে ব্যক্তিগত কোনো মন্তব্য লেখা যাবে না।
- ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত অংশটি ভালো করে পড়ে প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে এবং প্রাঞ্জল ভাষা ও যুক্তিসংগত বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।
- সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সারাংশ ও সারমর্ম অংশ থেকে উত্তর করাই শ্রেয়।

সারাংশ ও সারমর্ম লিখন-কৌশল

- উপস্থাপিত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- এখানে লেখক বা সাহিত্যিকের অপ্রধান বক্তব্যকে চিহ্নিত করতে হবে।
- অপ্রধান বক্তব্যকে যেমন বর্জন করতে হবে তেমনই প্রধান বিষয়টি যেন এড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- সারাংশে বাক্যগুলো অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে। এছাড়া বক্তব্য নিজের ভাষায় সহজ ও সরল করে উপস্থাপন করতে হবে।
- মূল বক্তব্যের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় অবতারণা করা যাবে না।
- প্রত্যক্ষ উক্তির কথোপকথন পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ করতে হবে।
- এখানে নিজের কোনো যুক্তি বা মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই।
- উপমা, নমুনা এবং অনুচ্ছেদের কোনো বাক্য সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না।

সারাংশ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গতসময় কখনও ফিরে আসবে না। [য.বো.'২৪]

সারাংশ: সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না এবং কোনো কিছুর বিনিময়েও হারানো সময় ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই সময় চলে যাওয়ার পর তার জন্য আফসোস করে লাভ নেই।

০২। স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষকে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে তাকে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই। [কু.বো.'২৪; দি. বো.'১৭]

সারাংশ: স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধনার পাশাপাশি সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা অর্জন জরুরি। মিথ্যাচারী লোকের সংখ্যা বেশি হলে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কষ্ট সহ্য করতে হয়। জাতি হিসেবে উচ্চাসনে পৌঁছাতে গেলে তখন কষ্ট সহ্য করা অনিবার্য।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

০৩। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু তার চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হওয়ার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের গৌরবের মূলে এ চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান ব্যক্তি এ কথার অর্থ এ নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং স্বাধীনতা প্রিয় চরিত্রবান মানে এই। [দি.বো.'২৪]

সারাংশ: মানুষের শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জনের পেছনে শুধু চরিত্রই প্রধান ভূমিকা পালন করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সত্যবাদী, বিনয়ী, ন্যায়বান ও স্বাধীনতাপ্রিয় হয়। মহাপুরুষদের গৌরবের মূলেও তাদের চরিত্রশক্তি নিহিত।

০৪। মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতিনীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মানুষ তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাব সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। [ম.বো.'২৪]

সারাংশ: সুন্দর চেহারার অধিকারী হলেই সুন্দর মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় স্বভাব, চরিত্র, আচার-ব্যবহারে। মন্দ স্বভাবের লোকদের কেউ পছন্দ করে না এবং সে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাই কঠিন সাধনার মাধ্যমে সুন্দর স্বভাব গঠন করা উচিত।

০৫। কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে; তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। জাতির মধ্যে সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর। আর কিছুর আবশ্যকতা নেই। [মাদ্রাসা বো.'২৪]

সারাংশ: সাহিত্য এবং সাহিত্যিক একটি সভ্য জাতি গড়ার অন্যতম মানদণ্ড। দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হলে জাতির মধ্যে সাহিত্যধারা সৃষ্টি করার বিকল্প কিছু নাই।

০৬। বার্ধক্য তাহাই যাহা- পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়; বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের, পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার- বৃদ্ধ তাহারাই। [ঢা.বো.'২৩]

সারাংশ: বার্ধক্যকে কখনো বয়সের সীমায় বেঁধে বিচার করা যায় না। যাদের মন জড় পদার্থের মতো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নতুন উদ্যম ও চেতনাকে যারা ভয় পায়- আদতে তারাই বৃদ্ধ। অন্যদিকে যারা উচ্ছল, নতুনকে আগ্রহ নিয়ে বরণ করে নেয়, তারা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও মনের দিক থেকে তারা তরুণ।

০৭। সত্যিকার মানবকল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবাই তো মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় উক্তি: "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ। [রা.বো.'২৩]

সারাংশ: প্রকৃত মানব কল্যাণ সাধিত হয় মহৎ চিন্তার দ্বারা। এ দেশের পূর্বপুরুষেরা তাদের মানবিক চিন্তার মাধ্যমে মানব কল্যাণের চেষ্টা করে গেছেন। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিই মানবিক চেতনার ধারক ছিলেন। অনুতাপের বিষয় আমরা তাদেরকে ধারণ করতে পারিনি।

০৮। বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদে আছে যে, সর্পের মাথায় মণি থাকিলেও সে ভয়ংকর। সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নয়। [চ.বো.'২৩]

সারাংশ: বিদ্যা মানবজীবনের মূল্যবান সম্পদ হলেও চরিত্র বিদ্যার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। বিদ্বান ব্যক্তি চরিত্রহীন হলে অবশ্যই তাকে পরিহার করা উচিত। কারণ চরিত্রহীনের সাহচর্যে নিজের চরিত্রও হতে পারে কলুষিত।

০৯। মানুষের মনেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে কাজ করায় তখন প্রতি কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নিরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাইরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটি-নাটি, যত আচার- বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাইরেও আষ্টেপৃষ্ঠে সে আবদ্ধ। [ব.বো.'২৩]

সারাংশ: প্রাত্যহিক চলার পথে মানুষকে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। পথ চলতে গিয়ে এ বৈচিত্র্যময় আনন্দ সে যদি উপভোগ করতে না পারে তাহলে নানা কুসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে তখন গতিহীন বস্তুতে পরিণত হয়।

Educationblog24.com

১০। মানুষের একটা বড়ো পরিচয় সে ভাবতে পারে। করতে পারে যেকোনো বিষয়ে চিন্তা। যে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখিকে পশুপাখি হতে ভাবতে হয় না পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই। যেটুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশি চিন্তাশীল, সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতারও পেছনের সারিতেই তাদের স্থান। [য.বো.'২৩]

সারাংশ: যেকোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে পারা মানুষের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য । এ দিক থেকে অন্য পশুপাখিরা অসহায়। তারা কেবল জীবিকা ও প্রজনন পদ্ধতি সচল রাখতে জানে। ভালো-মন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা সভ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই সভ্যতার পথে অগ্রসর।

১১। আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি; আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। [দি.বো.'২৩; ঢা. বো.'২২; য. বো.'১৭]

সারাংশ: বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ অর্থ ও বিত্তের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ নেশা তার আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করছে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ হলো মনুষ্যত্ব নামক সিঁড়িটি খুঁজে বের করা।

১২। জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি শক্তির অপরাজেয়তায় বড়ো হয় না, বড়ো হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখক ও সাহিত্যিকদের । [ব. বো.'২২]

সারাংশ: জাতির মহত্ত্ব নির্ভর করে এর নীতি ও নৈতিকতার ওপর অবকাঠামোর ঐশ্বর্যে নয়। এর ভিত্তি হলো মূল্যবোধ । আর মূল্যবোধের বাহন তথা মাতৃভাষায় তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখকদের।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

১৩। অভ্যাস ভয়ানক জিনিস, একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কোরো, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা কথা বলবে না। এক বছর পর দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা কোরেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না– তাহলে সব পণ্ড হবে। [ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা।]

সারাংশ: মানুষ তার স্বভাব থেকে কোনো অভ্যাসকে হঠাৎ করে মুছে ফেলতে পারে না। এজন্য ধৈর্য ও সাধনা দরকার। সাধনা দ্বারাই স্বভাবের পরিবর্তন আনা সম্ভব। অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ যদি সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে একসময় সে আর মিথ্যা বলবে না।

১৪। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলো পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসি-মাখা, উদারভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ জাগে, একবার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছে করিবে। একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকেও তাকাও; দেখিবে সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই- নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কী এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ: ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু, যা তার মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে। পৃথিবীতে যত নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তার মূলেও রয়েছে ক্রোধ। ক্রোধ মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে এবং স্বর্গীয় সুষমা হতে তাকে বঞ্চিত করে। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করতে ক্রোধ অপেক্ষা শক্তিশালী রিপু আর নেই।

১৫। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

সারাংশ: প্রকৃতি ও মানুষের অভিন্ন ধর্মের নাম বৃদ্ধি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রকৃতির বৃদ্ধির ওপরে প্রকৃতির কোনো হাত নেই। পক্ষান্তরে, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে মানুষের হাত রয়েছে। দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে মানুষ সবসময় তৎপর। আর এই তৎপরতার জন্যই মানুষ মর্যাদাবান।

Educationblog24.com

১৬। অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটার দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ: অপরের ছোটো ছোটো দুঃখগুলোকে দূর করার জন্যে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। কারও সাথে ভালো ব্যবহার করলে সে সুখী হয়। মনুষ্যত্বসম্পন্ন চরিত্রবান লোকেরা পরের দুঃখকে দূর করার জন্যে সবসময় চেষ্টা করেন।

১৭। মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ: শিক্ষা মানবজীবনের এক অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখা, মনের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বুঝতে পারা, বিচিত্র কল্পনা ও অনুভূতির সম্মিলন ঘটিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া।

১৮। অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ, কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিনতো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানই প্রকৃত সময়। অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের বোঝাস্বরূপ। তাই অতীত ও ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা না করে, বর্তমানকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবন শুরু করা দরকার।

১৯। মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়, চরিত্র মানে এই।

সারাংশ: চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মের মাঝেই মানুষের প্রকৃত মূল্য নিহিত। কেবল চরিত্রবান ব্যক্তিই অপরের নিকট থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং এজন্যে সে নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তাদের চরিত্রশক্তি। সত্যবাদী, বিনয়ী, পরদুঃখকাতর ও ন্যায়বান লোকই প্রকৃত চরিত্রবান লোক।

২০। সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড়ো করে তোলা। বিকশিত জীবনের জন্যে মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি-প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর, বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতা ও উপলব্ধিহীন বুলি।

সারাংশ: সমাজের কাজ মানুষকে বড়ো করে তোলা এবং তাকে বিকশিত করা। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু স্বার্থপর লোক এতে বাধা সৃষ্টি করছে। এরা নিষ্ঠুর এবং অহংকারী। এ অহংকার ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত পর্যায়ে প্রসারিত। এরা মাঝে মাঝে আন্তরিকতাশূন্য মানবপ্রেমের কথা বলে, আসলে এটি বুলি।

২১। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

সারাংশ: সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু আজকাল সস্তা সাহিত্যে বাজার ছেয়ে গেছে। এর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক পাঠক তৃপ্তি লাভ করলেও তা সামগ্রিক সন্তুষ্টি নয়।

Educationblog24.com

নিজে কর

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কেনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। [চ. বো.'২৪]

খুব ছোটো ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যালোক দেখা যায়, তেমনি ছোটো ছোটো কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোটো ছোটো কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়ো, ছোটো, সমতুল্যের প্রতি সুশোভন আচরণ আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না- দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভর মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষায় পাসটাই বড়ো হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। সেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরনার মধ্যে তফাত কোনখানে? বরফের পিণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবে সে চলে। কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজস্ব, সেজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, তার মুক্তি, তার সৌন্দর্য। গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তার বৈচিত্র্য। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই। মানুষও তদ্রূপ। কখনও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনা তাকে গতিশীল করে আবার কখনও সে জড়পিণ্ড।

যে মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রোদ-বৃষ্টি লাগে না, তাহা আরামে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে আরামে দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোনো প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির প্রবাহ নাই। এ জন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন বিশেষ তেজ, সাহস বা প্রতিভা দেখা যায় না। জাতিকে দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তাহলেই জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, জাতি তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সাহসী।

আমরা সন্তানদের স্কুলে, কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ট তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কি-না, তাই দেখার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোনো কোনো শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায়নি।

সারমর্ম

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

নির্মিতি অংশ

০১। জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগনের এক কোল ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, এটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।
আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা
সরোবর, সুগম্ভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব। [রা.বো.'২৪]

সারমর্ম: উপকারীর উপকার স্বীকার করাই প্রকৃত মানুষের কাজ। কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা উপকার গ্রহণ করার পর উপকারীকে পরিহাস করতেও লজ্জিত হয় না। কিন্তু এতে উপকারীর গৌরব কমে না, বরং বাড়ে।

০২। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয় উৎসাহে-
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়াইয়া আনি। [ব.বো.'২৪]

সারমর্ম: বিশ্বের বিশালতা ও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা খুব সীমিত পরিমাণ জানি। দেশ ও বিদেশের নানা অজানা দিক জানার আগ্রহ থাকে আমাদের। এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কাটাতে বই পড়ার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করা যায়।

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

১১। জগতের যত বড়ো বড়ো জয় বড়ো বড়ো অভিযান,
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি- স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম: মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিতে মানুষ অজস্র শ্রম, ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছে। সভ্যতার ইতিহাস পুরুষের স্তুতিতে ঠাসা। কিন্তু সেখানে নারীর কোনো স্থান হয়নি। অথচ সভ্যতার বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কোনো অংশে কম নয়।

১২। হে মোর জীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ আনো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা-
কবিতা, তোমায় দিলাম আজিকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।।

সারমর্ম: কঠিন বাস্তবতাকে পরিহার করে শুধু কল্পনাগুলোকে বিচরণ করলে চলবে না। যেখানে জীবনের ন্যূনতম দাবিটুকু উপেক্ষিত, সেখানে সুন্দরের কল্পনা নিরর্থক। এজন্যে জীবনের রূঢ় সত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হবে।

১৩। নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক যে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে।
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার।
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে।
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

সারমর্ম: নিন্দুকের সমালোচনায় মানুষ সচেতন হয় এবং এতে করে তার নিজের ভুলগুলো শুধরিয়ে নেবার অবকাশ পায়। কাজেই নিন্দুককে শত্রুজ্ঞান না করে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করাই উত্তম।

১৪। একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে, চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি একজন, পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?

সারমর্ম: পরের জন্য দুঃখ অনুভব করলে নিজের দুঃখ হ্রাস পায়। পদহীন দুঃখীজনের কথা চিন্তা করলে কারো পায়ে জুতা না থাকার দীনতা মনে স্থান পায় না। আসলে পরের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করার মাঝেই আত্মতৃপ্তি নিহিত।

১৫। আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইবা কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
একসাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।

সারমর্ম: একা একা জীবনযাপন করা কিংবা একা সুখ ভোগ করার মধ্যে প্রকৃত সুখ নেই। মানুষ পরস্পর আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

১৬। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম: যে নতুন শিশু জন্ম নিয়েছে, তাকে সমাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং পুরাতনকে মৃত ও ধ্বংসস্তূপে স্থান করে নিতে হবে। সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করে এ পৃথিবীকে নতুন শিশুর বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে প্রবীণদেরকেই।

১৭। পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম: অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার মতো সুখ আর নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আসেনি। সার্থক জীবনের লক্ষ্যে তাই সকলের মিলেমিশে বেঁচে থাকা উচিত।

Educationblog24.com

১৮। বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম: সৌন্দর্য অনুসন্ধানের জন্য মানুষ অনেক সময় অনেক অর্থ ব্যয় করে দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। কিন্তু হাতের কাছে যে সৌন্দর্য পড়ে থাকে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। তাই সহজে উপভোগ্য সৌন্দর্য উপেক্ষিত থাকে।

১৯। আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে,
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

সারমর্ম: আঠারো বছর বয়স মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। জীবনের দুর্যোগ ও বিপদের সময় এ বয়স অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একমাত্র এ বয়সের তারুণ্যই স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের। অদম্য ও বয়সের আছে- সকল দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলার অসীম শক্তি। এ বয়সে তারুণ্য হাজারো বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুনের দিকে এগিয়ে যায়।

২০। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।
জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো দেখে আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

সারমর্ম: জন্মভূমিকে ভালোবেসেই কবি ধন্য। এর ধন-সম্পদ আছে কিনা তা তিনি হিসাব করেন না। জন্মভূমির আকাশ, তরুলতার ছায়া, ফুলের গন্ধ, চাঁদের হাসি কবির হৃদয়কে মুগ্ধ করে। তাই এর চোখ জুড়ানো আলোর মাঝেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

নিজে কর

২১। জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল তন্দুল;
যে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা। [ম.বো.'২৩; দি. বো.'১৯]

২২। ফুটিয়াছে সরোবরে; কমল নিকর,
ধরিয়াছে কী আশ্চর্য শোভা মনোহর।
গুণ গুণ রবে এরা মধু পান করে,
কিন্তু এরা এদিন হারাইবে যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি। [চ. বো.'১৯]

২৩। তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা-শেষে।
তাঁদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে,
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার। [সি. বো.'১৯]

২৪। কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে। [য. বো.'১৯]

২৫। সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
নাই হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে,
না করিব ভয়।
হিংস্র ঊর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব, সিন্ধু পাড়ে নবজীবনের
নবীন আশ্বাসে। [কু. বো.'১৯]

২৬। আমরা নতুন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে, ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মুখের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে, ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো। [চ. বো.'১৯]

Educationblog24.com

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে সেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনো মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ ধরে,
তন্ত্রমন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।
পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ সহে আপন হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

২৯। তরুতলে বসি পান্থ শ্রান্তি করে দূর
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,
তরু তবু অকাতর কিছু নাহি হয়।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছ যখন,
তরুর আদর্শ কর জীবন গ্রহণ,
পরার্থে আপন সুখ দিয়া বিসর্জন,
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।

৩০। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তার মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

ভাব-সম্প্রসারণ

ভাব-সম্প্রসারণ লিখন-কৌশল

- প্রদত্ত কাব্যাংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েক বার পাঠ করে অন্তর্নিহিত সত্যটির মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।
- কাব্যাংশে বা গদ্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে।
- মূলভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কীভাবে সাহায্য করছে, তা লক্ষ করতে হবে।
- প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ বর্জিত হলে তা সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ সংযুক্ত করে আকর্ষণীয় করতে হবে।
- প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূলভাবের সাথে যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত করতে হবে।
- ভাব-সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র কথিকায় কবি মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী মঞ্জুরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিটি যেন মূলভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কোটেশন ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে ভাব-সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।
- ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের মতো ক্ষুদ্র হবে না।
- 'কবি বলেছেন' কিংবা এখানে 'কবির বক্তব্য হলো' এ ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাবে না।
- ভাব-সম্প্রসারণকে (১) মূলভাব, (২) সম্প্রসারিত ভাব এবং (৩) উপসংহার তিনটি পয়েন্টে বিভক্ত করে লেখাই শ্রেয়।
- সর্বোপরি সহজ, সরল ভাষায় ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে হবে।

নির্মিতি অংশ

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে। [য.বো.'২৪]

ভাব-সম্প্রসারণ: প্রয়োজনীয়তাই সব আবিষ্কারের উৎস। মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে হাজারো পথের। এ সৃষ্টিতে পথের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটুকু কৃতিত্ব পথিকের। পথ না থাকলেও পথিক আসত এবং স্বীয় প্রয়োজনেই সে নতুন পথের সৃষ্টি করত।

পথ ও পথিক, এ দুটি আলাদা বস্তু হলেও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পথিক অর্থাৎ মানুষ তার জীবনচক্রে গতির ওপর নির্ভর করে আপন ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে তৈরি করে চলেছে পৃথিবীর ও মানবজাতির কল্যাণের নানা পথ। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষ মত্ত নানা সৃষ্টিশীল পথ তৈরিতে। ভাগ্যান্বেষণে মানুষ তৈরি করেছে দুর্জয় রহস্যের সন্ধানের পথ। সন্ধানী মানুষ সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা সকল বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে সাহস ও সংগ্রামের পথ দেখিয়েছে। এ সাহসী ও সংগ্রামী মানুষ রচনা করেছে নতুন নতুন পথ। তারা এ পৃথিবীর বুকে আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের তৈরি পথ বেয়ে এগিয়ে চলছে বর্তমানের সাহসী মানুষ। মানুষই প্রথমে তৈরি করেছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের পথ। বর্তমানে নতুন পথ সন্ধানীর তৈরি পথ সৃষ্টি করছে আরও নতুন

নতুন পথের। যুগে যুগে মহাজ্ঞানী, পণ্ডিতব্যক্তি ও ধর্মপ্রচারকগণ মানুষকে দিয়ে গেছেন সুন্দর আলোকিত পথের সন্ধান। পথ কখনো পথিককে সৃষ্টি করতে পারে না, আবার নিজে নিজে তৈরি হয় না। পথিকই নিজের ও দশের প্রয়োজনে পথের সন্ধান করে বা তৈরি করে। আবার পথিক নিজের অগ্রযাত্রা এবং যাত্রা যাতে সহজতর হয় সেদিকে লক্ষ রেখে পথের সৃষ্টি করে। তবে সকল পথই সঠিক ও যথার্থ হয় না। কিন্তু জীবনসন্ধানী ও কৌতূহলী পথিক চেষ্টা চালায় গন্তব্যে পৌঁছানোর। না পারলে সেই পথ পরিহার করে অন্য পথের সন্ধান করে। পথ কখনো এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে না। সে কারণে পথে যত বাধাবিঘ্নই আসুক না কেন, সন্ধানী মানুষ তাকে তুচ্ছ ও অতিক্রম করে আপন গন্তব্যের পথ খুঁজে নেয়। সুখী ও সুন্দর পৃথিবীর সন্ধানে পথিক উদ্ভাবন করে চলেছে নতুন নতুন পথ।

পথ বা উপায় কখনো এমনিতে সৃষ্টি হয়নি বা সুলভে মানুষের হাতে এসে ধরা দেয়নি। মানুষকেই আগে পা বাড়াতে হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে উপায়। এভাবেই সভ্যতার বিকীর্ণ আলোকে আলোকিত হয়েছে বিশ্ব।

০২। দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

[কু.বো., ম.বো.'২৪]

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। বিদ্যা জ্ঞানী লোকের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয় ও মন সর্বদাই আলোকিত ও পবিত্র থাকে। তাকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা চরিত্রহীন হয়, তবে সে হয় সমাজের শত্রু। সে সমাজকে কলুষিত করে। তাকে সবাই ঘৃণা করে ও পরিত্যাগ করে।

মানুষের মৌল মানবিক উৎকর্ষ গুণগুলোর সমন্বিত রূপকে 'চরিত্র' বলা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "বাক্যে, কার্যে এবং চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে মানুষের মনে যে একটি পবিত্রভাব ফুটে ওঠে, তাকে 'চরিত্র' বলে অভিহিত করা হয়।" দুর্জন ব্যক্তির এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিবর্জিত হয়। এরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন তাদের এ শিক্ষা বা বিদ্যা মূল্যহীন। তারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারে না। তাদের সংস্পর্শে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরপক্ষে বিদ্যা মানুষের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন। বিদ্যার সংস্পর্শে এলে মানুষ জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে এবং তার চরিত্র গঠনেরও সুযোগ পায়। বিদ্বান ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার সাহচর্য সকলেই কামনা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিদ্যার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চরিত্রহীন ও সংকীর্ণমনা হয় তবে তার সংস্পর্শ কারো কাম্য নয়। এরূপ লোকের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয় না। দুর্জন সেই ব্যক্তি যে নিজের স্বার্থ আদায়ে অন্যায়-অবিচারের পথে পা বাড়ায়। এ ধরনের লোক বিদ্বান হলেও তার সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাপ বিষধর প্রাণী। সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান। তাই বলে মণির আশায় কেউ সাপের সাহচর্য প্রত্যাশা করে না। কেননা, এতে সাপের বিষাক্ত ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশঙ্কা থাকে। একজন দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা সাপের মাথার মণির তুল্য। যেসব লোক উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু নির্গুণ এবং চরিত্রহীন তারা বিষধর সাপের ন্যায় ভয়ংকর। তার সংস্পর্শে এসে বিদ্যা অর্জন করাতে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না বরং তার সাহচর্যে যে ব্যক্তি আসে সে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। তার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হয়ে পড়ে। চরিত্রই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। প্রবাদ আছে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"।

চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তি দুর্জনই নয় কেবল, জ্ঞানপাপীও। জ্ঞানপাপীর সংস্পর্শ বিপজ্জনক; সমূহ ক্ষতির কারণ। তাই দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে ভয়ংকর এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তার সঙ্গ সযত্নে পরিহার করা উচিত। তাকে সকলেই ঘৃণা করে কেননা এদের দ্বারা মানবতা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। ফলে তারা পরিত্যাজ্য।

০৩। দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপ।

[মাদ্রাসা বো.'২৪]

ভাব-সম্প্রসারণ: নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত যেকোনো কাজকেই বলা হয় দুর্নীতি। এটি যেকোনো জাতির জন্য মহামারি অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক এক অভিশাপ। জাতির উন্নতির গতিকে মন্থর করতে এর প্রভাব ব্যাপক।

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অন্যান্য জীব থেকে মানুষের পার্থক্য হলো তার মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে বিবেকসম্পন্ন করে তোলে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দান করে, পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ বুঝতে সাহায্য করে। সর্বোপরি এটি মানুষকে উদার করে তোলে। যার ফলে মানুষ নীতিবিরুদ্ধ নানা কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কিন্তু কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয়। এদের কাছে দেশ ও জাতির উর্ধ্বে নিজের স্বার্থ। আমাদের দেশে আজ এ দুর্নীতির জাল প্রবলভাবে ছড়িয়ে গেছে। সরকারি, বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ, প্রতিপত্তি ও লোভের মোহে আক্রান্ত। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। নিজ স্বার্থে এসব দুর্নীতিবাজ মানুষ দেশ ও দেশের মানুষের ধ্বংস ডেকে আনতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটছে। নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে অন্যকে পদে পদে ঠকাতেই তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার। মনে রাখতে হবে, যে জাতি দুর্নীতিমুক্ত সে জাতিই উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর দেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। শুধু নিজে দুর্নীতিমুক্ত হলেই চলবে না যেখানে দুর্নীতি সংঘটিত হয় সেখানে প্রতিবাদ করতে হবে, বাধা প্রদান করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের কোনো প্রকার সহায়তা করা যাবে না।

দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করতে হলে দুর্নীতি নামক অভিশাপটি আমাদের সকলেরই পরিহার করা উচিত। নিজস্বার্থ বাদ দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। নিজেদের জায়গা থেকে কর্তব্য ও দায়িত্বে যদি আমরা নিষ্ঠাবান, সৎ ও ন্যায়বান হতে পারি, তাহলেই বৃহৎ স্বার্থে মঙ্গল হবে। দেশ ও জাতি মুক্ত হবে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে।

Educationblog24.com

মনেরে আজ কহ যে
ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। [ঢা.বো., ম.বো.'২৩]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানব জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে চলার পথে মানুষকে ভালো-মন্দ সব রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনের এই বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে, সেই সার্থকতা লাভ করে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সহজে এসব মেনে নিতে পারে না, চাওয়ার সাথে পাওয়ার মিল না থাকলে হতাশ হয়ে পড়ে, তাকে জীবনে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

জীবনে চলার পথে মানুষকে নানা রকম উথান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাকে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ সবকিছুর মধ্য দিয়েই যেতে হয়। এখানে প্রতি পদেই আছে নানা বাধা-বিপত্তি, সংঘাত, প্রতিঘাত। সংসার জীবনে আছে দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, অপমান-অপদস্থ হবার সম্ভাবনা। আছে ভয়ের ও বিপদের ভ্রূকুটি, নৈরাশ্যের বেদনা, পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি এবং জরা-মৃত্যুর মর্মান্তিক আঘাত। এসবই জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এত সব কিছুর ভেতরেও মানবজীবন তার আপন গতিতে চলতে থাকে। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই মানুষকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নিতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন সাধনা আর অপরিসীম ধৈর্যের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয় মনুষ্যত্বের মর্যাদা। জীবন চলার পথে রুক্ষতা, নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা গতিরোধ করতে পারে, জীবনে ঘটতে পারে ছন্দপতন। জীবনকে অসহ্য মনে হতে পারে। তবু এসবকিছুকে ডিঙিয়ে ভয়-ডরহীন চিত্তে কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে হয়, কষ্টিপাথরে ঘষে প্রমাণ দিতে হয় নিজের যোগ্যতার। এতকিছু সত্ত্বেও জীবনের সোনালি স্বপ্নগুলো উড়ে যেতে পারে নিমেষেই। যার জন্য এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, তা চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন পৃথিবীর সকল কিছুতেই আসে প্রচণ্ড অনাগ্রহ, কৌতূহলের পাখাগুলো আপনাতে বন্ধ হয়ে যায়। আশা-নিরাশার এক দোলাচলে বড়োই অস্থির লাগে। জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে তবুও জীবন এগিয়ে চলে। কারণ, এটাই জীবনের সত্য, আর তাই একে গ্রহণ না করে কোনো উপায় নেই। যখন নানা প্রতিকূলতায় জীবন হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক, তখন জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখে দাঁড়াতে হয় অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় দৃঢ়চিত্তে। কঠোর অধ্যবসায় আর সাধনাতে এগিয়ে যেতে হয় জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে। মানবতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদার মানসিকতায় জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হয়। পৃথিবীর মহৎ মানুষদের জীবনের দিকে লক্ষ করলেও আমরা এই বিষয়টিই দেখতে পাই। ধর্ম প্রবর্তক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী, দার্শনিক থেকে শুরু করে সমাজসংস্কারক–সকলের জীবনের একই শিক্ষা–প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে নিজ লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া। অস্থিরতাকে অতিক্রম করে জীবনের পথে অটল থাকা, ভালো-মন্দ সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা।

আর তাই বলা যায়, দুঃখ-সুখ, ভালো-মন্দ, সাফল্য-হতাশা – কোনোকিছুতেই অধিক উৎফুল্ল বা নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং ধৈর্যের সাথে জীবনের সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মধ্যেই আছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন [সি. বো.'২৩, ১৭; ঢা. বো.'২২,]
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

ভাব-সম্প্রসারণ: স্বদেশের প্রিয় মানচিত্র, দেশের গান, জাতীয় সংগীত আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঠিকানা এবং সঞ্জীবনী সুধা। মানুষ মায়ের মতোই জন্মভূমিকে ভালোবাসে। প্রতিটি সুনাগরিকের কাছে মাতৃভূমি শান্তি ও সুখের নীড়। মানুষের হাসি, কান্না, প্রেম, আনন্দ, খ্যাতি ও গৌরব সব কিছুই তার জন্মভূমিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। স্বদেশ ও স্বজাতির হিত সাধনের বাসনা যার নেই সে পশুর সমতুল্য।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা নিহিত। একজন লোকের অর্থ-সম্পদ, লোকবল প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু এগুলো দিয়ে তার মহত্ত্বের পরিচয় মেলে না। মহত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে দেখা দরকার তার স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা আছে কতটুকু। ব্যক্তির মধ্যে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা থাকলেই সে প্রকৃত মানুষরূপে পরিগণিত হয়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না। তার ভিতরে যদি মহত্ত্বের গুণাবলি না থাকে তবে সে নামেই মানুষ, প্রকৃত মানুষ নয়। তখন তাকে একটি পশুর সাথে তুলনা করা যায়। কেননা, পশুও জন্মগ্রহণ করে, খাদ্য খায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং পরিশেষে মারা যায়। পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশুর মধ্যে কোনো মহৎ গুণাবলি নেই যা মানুষের মধ্যে আছে। আর এ মহৎ গুণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বদেশপ্রেম। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ স্বদেশের উপকারে যার মন নেই তার ইমানই নেই। মহৎ গুণ হচ্ছে দেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা। কিছু মানুষের মধ্যে যেমন এ ইচ্ছা প্রবল তেমনি কিছু মানুষ আছে স্বদেশবিমুখ, কৃতঘ্ন। যারা নিবেদিতচিত্তে দেশকে ভালোবাসে এবং দেশ ও জাতির উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই মানুষ, দেশপ্রেমিক তারাই। তারা যুগে যুগে, চিরকালের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, মাতৃভূমিকে যে ভালোবাসে না, স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের প্রতি যে ব্যক্তির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, এমনকি দেশের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করেও যে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসে না, সেই দেশপ্রেমহীন মানুষ, মানুষ নামের অযোগ্য এবং পশুর সমতুল্য। তাই প্রতিটি মানুষকে স্বদেশের ভালো-মন্দ চিন্তা করতে হয়। দেশের সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই আমাদের সকলেরই উচিত স্বদেশের মান রক্ষা করা, এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা ও লালন করা এবং বিশ্বের বুকে তাকে তুলে ধরা। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের উন্নয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করা। শিক্ষা, দীক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। আর যারা এসব করতে ব্যর্থ তারা মানুষরূপী পশু।

মূলত, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। যিনি দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। দেশপ্রেমহীন মানুষ নিঃসন্দেহে পশুর সমান।

Educationblog24.com

০৬। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। [কু.বো.'২৩; চ.বো., দি.বো.'১৯]

ভাব-সম্প্রসারণ: শিক্ষা ও সুশিক্ষা দুটি ভিন্ন অবস্থা। শিক্ষা বলতে সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মৌল মানবিক জ্ঞানার্জন, মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, নৈতিকতার উন্নয়ন প্রভৃতি সুশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। সুশিক্ষিত হতে হলে সৃজনশীল অনুভূতি এবং প্রায়োগিক প্রজ্ঞা অর্জন প্রয়োজন। কেননা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানশক্তি অর্জন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কেননা অন্যান্য প্রাণী বা জীবের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, আচার-আচরণ ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি দিক থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি ও জন্মগতভাবেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিকতর উন্নত বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। পরবর্তীতে পৃথিবীর আলো বাতাস পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে তার মানবীয় আচরণ আয়ত্ত করে এবং ধীরে ধীরে তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে এবং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষের আচরণের পরিবর্তন বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। একটি শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই তার শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এ প্রক্রিয়া তার মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন এ সময়েই মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা একটি শিশুর আচরণ তার আগ্রহ, তার শিক্ষার ধরন বা অগ্রগতি দেখে অতি সহজেই অনুমান করা যায় শিশুটির ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ, সেবাযত্ন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেলে শিশুটি একদিন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বুঝি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত পরীক্ষা পাশের শিক্ষা। বিদ্যায়তনের পড়াশোনা আজ জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, জীবিকার্জনের জন্য। তাই বিদ্যায়তনের প্রচলিত শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রি নিলেই সুশিক্ষা লাভ করা যায় না। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণগুলো জানা সত্ত্বেও কুসংস্কারবশত নাককাটা, ঠোঁটকাটা সন্তান জন্মদানের ভয়ে তার স্ত্রীকে সে সময় মাছ বা তরকারি কাটতে নিষেধ করেন তাহলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে তার জীবনচর্চার সংযোগ ঘটেনি। এমন অনেক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি আছেন যারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অস্বীকার করে কঠিন অসুখ-বিসুখের সময় তাবিজ-কবজ বা ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেন। এরূপ শিক্ষিত লোককে সুশিক্ষিত বলা সঙ্গত নয়। যে ব্যক্তি নিজের মনকে নানা রকম প্রথা ও সংস্কারে বেঁধে রেখেছেন, পরীক্ষায় পাস করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করলেও তাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। পক্ষান্তরে, অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও দেশ ও জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, নিউটন, গ্যালিলিও, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা স্ব-শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন বলেই মরেও অমর হয়ে আছেন। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা রয়েছে যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করেন। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করতে পারেন না। শিক্ষা দান সাপেক্ষ বিষয় নয়, গ্রহণ সাপেক্ষ। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায়ই জ্ঞানার্জন করতে হয়। সুতরাং নিজের নিরলস চেষ্টা ও আগ্রহ ব্যতীত সুশিক্ষিত হওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করেন তিনি স্বশিক্ষিত। আর স্বশিক্ষিত লোকই সুশিক্ষিত। মূলত, নিজের চেষ্টা, আগ্রহ এবং কঠোর অনুশীলন দ্বারা সুশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব এবং এটাই স্বশিক্ষা। এভাবে যারা বিদ্যা অর্জন করেন তারাই প্রকৃত শিক্ষিত।

০৭। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে। [চ.বো., কু.বো.'২২; সি.বো.'১৯]

[ঢাকা কলেজ; সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা; মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ঢাকা; সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রাম।]

ভাব-সম্প্রসারণ: রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত, এভাবে দিন-রাতের আগমন একটি প্রাকৃতিক বিষয়। রাত গভীর হতে থাকলে পক্ষান্তরে প্রভাতের আগমনি ধ্বনিই শোনা যায়। রাত ও দিন একটি অপরটির পিঠাপিঠি অবস্থান করে। তাই একটি শেষ হলে অপরটি শুরু হয়। সংসারে আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে জীবনে এসবের কোনোটিই স্থায়ী নয়। একদিন জীবনে দুঃখের অবসান ঘটে সুখের সূচনা হয়। রাতের আঁধার শেষ হয়ে এক সময় প্রভাতের আলো দেখা দেয়। তাই রাতের আঁধার দেখে নিরাশ হলে চলবে না। শুভ সকালের জন্য প্রত্যাশা রাখতে হবে।

আলো আঁধারের খেলাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। দিনভর উত্তাপ আলো ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শুরু হয় এবং পুনরায় পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে রাতের অবসান হয়। রাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সময়ের এক একটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দিনের আবির্ভাব ঘনিয়ে আসে। মানবজীবনেও দুঃখ, সুখ পর্যায়ক্রমে আসে। একটির অবস্থান অপরটির বিপরীতে। একটি যখন জীবন থেকে সরে যায় অপরটি আপনাআপনি সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু সুখ ভোগ কিংবা শুধু দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়েই কোনো মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় না। সুখ ও কিছু দুঃখের সমন্বয়েই মানবজীবনও সার্থক হয়ে ওঠে। দুঃখকে অতিক্রম করে যে সুখ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু অনেকে দুঃখে পতিত হয়ে বাঁচার আশা ত্যাগ করে, হতাশাগ্রস্তভাবে জীবনযাপন করে। তারা মনে করে জীবন তাদের দুঃখে গড়া। তাই সুখের আশায় উজ্জীবিত হওয়ার আশা নিরাশা মাত্র। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের ভাবা উচিত যে, দুঃখ যত ভারী হয় সুখও তত মধুর হয়। দিনের শেষে রাতের আঁধার এক সময় চারদিক গ্রাস করে। তখন অন্ধকারে জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে রাত গভীর হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকারের ভীতি মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু আঁধার চিরন্তন নয়, সাময়িক। এক সময় এ আঁধারের অবসান ঘটে প্রভাতের আলো দেখা দিবে। আঁধার দুঃখের প্রতীক আর আলো সুখের প্রতীক। আঁধার দেখে ভয় নেই এজন্য যে, এই আঁধার রাত পেরিয়েই সকালের আলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। গভীর রাত অর্থ সকালের কাছাকাছি আসা। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখ সুখের লীলাখেলা চলে। তবে দুঃখ দেখে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। একদিন দুঃখের অন্ধকার দূর হয়ে সুখের আলো দেখা দিবে। দুঃখ দেখা দিলে তা স্থায়ী হবে না; একদিন তার অবসান ঘটবে এবং সুখের দিন আসবে। তাই দুঃখ দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বরং জীবনে দুঃখ দেখা দিলে তার অবসান ঘটতে দেরি হয় না। দুঃখে পড়া অর্থ সুখের দিকে ধাবিত হওয়া। সে রাতের গভীরতার মতোই দুঃখের অন্ধকার দেখে ভীত হওয়ার কারণ নেই। সুদিনের জন্য মানুষকে আশা করতে হবে। মানবজীবন কণ্টকমুক্ত নয়। জীবন চলার পথে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ পাশাপাশি অবস্থান করে। ফলে কখনো সুখ, আবার কখনো দুঃখ এসে জড়িয়ে যায় জীবনের সাথে। দুঃখ ছাড়া

Educationblog24.com

যেমন সুখ কল্পনা করা যায় না। তেমনি জীবন শুধু দুঃখে থাকে তাও ভাবা নিরর্থক। বেদনার শেষ সীমায় অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দ্যক জীবনের খেয়া। অন্ধকার রাত্রির প্রহর কেটে দেখা দেয় সোনালি উষা। তাই দুঃখের আঁধারে জীবন ঢেকে গেলেও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ দুঃখের পর এক সময় সুখ আসতে বাধ্য। রাত যতই গভীর হয় ততই তা দিনের সান্নিধ্যে আসে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি দুঃখ-বেদনা বিপদ-আপদ যতই গভীর থেকে গভীরতর হয় বুঝতে হবে সুখের সোনালি প্রভাত ততই নিকটে। এ প্রসঙ্গে বার্নার্ড জোসেফ বলেছেন, "এমন কোনো রাত নেই যার ভোর হবে না।"

অমাবস্যার গভীর আঁধারেও চাঁদের আলো হারিয়ে যায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তখন কালো অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও তা সাময়িক, কিছুক্ষণ পর আবার সারা পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষের জীবনও তেমনি। মানুষের জীবন হলো সুখ এবং দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোনো মানুষের জীবনে স্থায়ী হয় না। তার জীবনে যখন আসে দুঃখের অমানিশা, দুঃখ বেদনা তখন অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় সেই দুঃখ রজনীর বুঝি শেষ নেই। কিন্তু অবশেষে তার দুঃখ বেদনার সেই অমানিশার অবসান হয়। কারণ, নিকষ কালো অন্ধকারই কেবল মানুষের জীবনে অনিবার্য সত্য নয়, সেই আঁধারের বুকেই আবার উদিত হয় অস্তমিত চাঁদ আর রাতের পরেই প্রভাত সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখের আঁধারে সুখের আলো লোপ পায়, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। দুঃখের পর সুখ আসতে বাধ্য। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ পালাক্রমে আসে। কাজেই কখনো দুঃখ এলে ভেঙে পড়লে চলবে না, কারণ দুঃখের আড়ালেই সুখ লুকায়িত। আর দুঃখকে অতিক্রম করে প্রাপ্ত সুখই প্রকৃত সুখ।

০৮। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে। [সি. বো.'২২]

ভাব-সম্প্রসারণ: সাধারণ মানুষের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তাই প্রকৃত ধন। পক্ষান্তরে, বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তা প্রকৃত ধন নয়। কেননা, যে ধন বা অর্থ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, সে ধন অর্থহীন।

ধন অর্জনের প্রতি মানুষের মোহ দুর্নিবার। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মানুষ ধন উপার্জন করে থাকে। মাঝে মাঝে ধনের মোহে সে এতটা মোহিত হয়ে পড়ে যে, তখন তার আর মনুষ্যত্ব থাকে না। সে যত পায়, আরও তত চায়। সম্পদ জমে জমে পাহাড়ের মতো স্তূপাকার হয়ে উঠে, কিন্তু সম্পদ আহরণের প্রকৃত অর্থ সে অনুভব করতে পারে না। বিত্ত আর বৈভবের প্রাচুর্য তাকে পাগল করে তোলে। অর্থের জোরে সে হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী। তার সঞ্চিত অর্থ তখন অপকাজেই বেশি ব্যয় হয়। অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে সে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। কিন্তু তাতে সে সুখ পায় না। কোনো কোনো বিত্তবান ব্যক্তি আরও বিত্ত লাভ বা আরও বিলাসবসনে দিনযাপনের জন্য অসহায় মানুষের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয়। এতে সমাজকে যেমনি সে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি নিজের জন্যও বয়ে আনে মহা অকল্যাণ। এভাবে অর্থ উপার্জনের মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। এ ধন জাতীয় শক্তির উৎস হতে পারে না। বিশ্বের সব মহামানবই একথা প্রচার করেছেন যে, ধন-সম্পত্তি কেবল একার ভোগের জন্য নয়। তাই বিলাসিতার স্রোতে গা না ভাসিয়ে অপরের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা উচিত। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিলাসিতা কোনো ধন নয়- এক ধরনের ধোকামাত্র। সত্যিকারের ধন কাউকে বিস্মিত বা অভিভূত করার লক্ষ্যে নয়। মানুষের মঙ্গল করার যে প্রচেষ্টা, সেটাই আসল ধন। সদিচ্ছা থেকে উৎসারিত যে-কোনো কর্মকাণ্ডই আসলে আধুনিকতার বা সভ্যতার সত্যিকারের পথ দেখায়। যার কারণে আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থের প্রাচুর্য ও উজ্জ্বলতা নয়; বরং মানুষের কল্যাণ সাধনই আসল কথা। মঙ্গল বাসনা থেকে যে কর্মের জন্ম হয় না, সে কর্মের তাৎক্ষণিক আবেদন যতই মোহ জাগিয়ে দিক শেষ পর্যন্ত তার কোনো মূল্য নেই। সৎ প্রেরণা থেকে উৎসারিত কর্মই প্রকৃত ধন; যার অবদানে মানব সভ্যতা সর্বদাই উপকৃত হয়েছে।

বিলাসিতা দ্বারা কখনই নির্মল আনন্দ লাভ করা যায় না। মানুষের সেবায় যদি ধন ব্যয় করা যায়, তাহলেই অপার তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব। ভোগেই প্রকৃত সুখ নয়। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

০৯। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। [ঢা.বো.'১৯, ১৭; য.বো., ব.বো.'১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ মরণশীল; এটা চিরন্তন সত্য। তবুও মানুষ তার সৎ কর্মের মাধ্যমে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। সেজন্য যাঁরা কীর্তিমান তাঁরা তাঁদের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানব সমাজে বেঁচে থাকেন বহুযুগ ধরে। বস্তুত, কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

এ নশ্বর পৃথিবীতে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোনো মানুষই এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। একদিন তার মৃত্যু হবেই- এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু নশ্বর জীবনেও কল্যাণময় কার্যাবলির মাধ্যমে অবিনশ্বর হওয়া যায়। মানুষ তার নিজস্ব কার্যাবলির দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে। কর্মই তাকে মহিমাদীপ্ত করে। বয়স বেশি হলেই বাঁচা সার্থক হয়ে ওঠে না। কারণ নশ্বর জীবনে তাকে একদিন মরতেই হবে। মরার পর কেউ তাকে স্মরণ করবে না; বরং সে যদি এ ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে মানবকল্যাণের জন্য সুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে তবে সে মরে গিয়েও চিরকাল মানব-হৃদয়ে অমর হয়ে থাকতে পারবে। মানুষের দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু তার মহত্ত্ব, কীর্তি ও মহিমার কোনো মৃত্যু নেই। তা যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে চির অম্লান হয়ে থাকে। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাদের কীর্তির মৃত্যু হয় না। মহামানবরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কিছুই করেন না। পরের জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অনেক মানুষই জন্মগ্রহণ করেছে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কর্মগুণে মানুষের হৃদয়ে সমাসীন রয়েছেন। একমাত্র যারা মহত্ত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাদের জীবনই সার্থক। মানুষের জীবনে যদি মহত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য না-ই থাকল তবে তার সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য রইল কোথায়?

প্রাণিজগতে কচ্ছপ হাজার বছর বাঁচে কিন্তু তাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। পৃথিবীতে বহু লোক অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও অমর হয়ে আছেন। কিশোর কবি সুকান্ত তাঁর কবিতার মধ্যে বেঁচে আছেন। বালক ক্ষুদিরাম দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হয়ে আছেন। ডিরোজিও, কবি মধুসূদন, শেলী, কীটস প্রমুখ স্বল্পায়ু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের কীর্তির জন্য আজও চির অম্লান হয়ে আছেন। তাঁদের অবদান কেউ ভুলতে পারবে না। সুতরাং নাম-গোত্রহীন দীর্ঘজীবনের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা গৌরবময় জীবনের স্বল্পায়ু হওয়াই কাম্য। গতিশীল এ পৃথিবীতে কর্মই মানুষকে অমরতা দান করে। কারো জীবনে যদি সুকর্ম না থাকে তারপক্ষে এ পৃথিবীতে অমর হওয়া সম্ভব নয়।

Educationblog24.com

১০। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। [ব.বো.'১৭] [নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ; পাবনা ক্যান্টেট কলেজ]

ভাব-সম্প্রসারণ: পরবশ্যতা বা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ভূখণ্ডগত স্বাধীনতা অর্জন নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য বিষয় অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করে তার সুফল নাগরিক জীবনে নিশ্চিত করা।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। স্বাধীনতা অর্জন করা পরাধীন জাতির জন্য খুবই কষ্টকর। কারণ স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি কখনোই খুব সহজ পথে পদানত জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে দেয় না। বহু কষ্ট, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। অনেক লোকের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর, অঢেল রক্তের বিনিময়ে শোষকের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বিনা আয়াসে, বিনা সংগ্রামে, কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার না করে কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এত কষ্ট, এত ত্যাগ, এত রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তা রক্ষা করা বা তার স্থায়িত্ব বিধান করা আরো কষ্টকর। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তখন একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিঘাংসা ও মরণকামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এ ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা। অনেক সময় এ সমস্যাই সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখা দেয় হতাশা, কমে যায় কর্মোদ্দীপনা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতি মুখ থুবড়ে পড়ে। তখন স্বাধীনতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্ম রক্ষা করার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দেয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধান প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলেই কেবল স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করা যায়। স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকা দরকার। স্বাধীনতার শত্রু ছড়িয়ে আছে দেশের ভেতরে ও বাইরে। তারা স্বাধীনতা বিনষ্ট করার জন্য সদা তৎপর। জাতিকে তখন দু'দিকের শত্রুর সাথে লড়তে হয়। তাই স্বাধীনতা রক্ষার কাজটি অনেক কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে অনেক বেশি চেষ্টা ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে মাঠে, কল-কারখানায় অবিরাম কাজ করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করে দেশকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক ও আত্মিক দিক দিয়ে উন্নত ও মননশীল জাগ্রত জনতা সৃষ্টি করতে হয়। তাহলেই দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আর বিপন্ন হয় না। এ ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করলেই হয় না, একে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হয়। কিন্তু এ কাজ স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন।

মূলত, স্বাধীনতা কথাটা যতই মধুর হোক না কেন তা অর্জন করা বড়ো কঠিন। আর সে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, স্থিতিশীল রাখা আরও কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটি নাগরিককে তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

১১। গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। [কু. বো.'১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়টি ধ্রুব সত্য, তা হলো জগতের গতিশীলতা। এই মহাবিশ্বে সবকিছুই গতিশীল। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী গতিশীল, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ। আবার সূর্যও তার নিজ অক্ষে গতিশীল। আবার, এই পৃথিবীতেও প্রতিনিয়ত চলে ভাঙা-গড়ার খেলা। মানব সভ্যতা তার গতিশীলতার কারণেই আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছাতে পেরেছে। তাই মানুষকেও তার কর্মের মধ্য দিয়ে গতিময় জীবনের অধিকারী হতে হবে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, প্রবহমানতাই জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে, আর স্থবিরতা আত্মার মৃত্যু ঘটায়।

বিশ্বজগতের গতিশীলতাই তার টিকে থাকার প্রধান উপায়। মহাকালের গতি যেদিন থেমে যাবে, সেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে হলে তাই আমাদের জীবনকেও করতে হবে গতিশীল। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অবধি প্রতিনিয়ত মানবজীবনে ঘটে চলে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা। এই চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনের জন্ম, বৃদ্ধি, এবং বিনাশ ঘটে। যদি এই গতিশীলতা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে জীবনের স্বাভাবিক ধারাও থেমে যাবে। স্রোতঃস্বিনী নদীর জল বরাবরই নির্মল থাকে। কারণ সেখানে শ্যাওলা জমতে পারে না। কিন্তু স্রোতহীন পুকুরের জলে সময়ের সাথে সাথে শ্যাওলা জমে যায়। তাই বলা যায়, গতি হলো প্রকৃতির নিয়ম, যা জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। মানুষের জীবনে এই গতি ও পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, নতুন কিছু শিখতে হয়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এই পরিবর্তন এবং নতুনত্বের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারি। যদি কেউ স্থির হয়ে থাকে, নিজের জীবনকে একঘেয়ে করে ফেলে, তাহলে তার মনোবল, উদ্যম, এবং সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে যায়। ফলে, সে এক ধরনের মানসিক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। যেমন, একজন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করতে থাকে, একই জায়গায় থাকে, এবং জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা না করে, তাহলে সে তার জীবনের রস আস্বাদন করতে পারে না। তার জীবন হয়ে ওঠে নির্জীব এবং ক্লান্তিকর। অন্যদিকে, যারা নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করে, তারা সবসময়ই জীবনের প্রতি উদ্দীপনা এবং উচ্ছ্বাস অনুভব করে। পৃথিবীটা বিরাট এক রণক্ষেত্র । এখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। তাই সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তনগুলোর সাথে আমাদের দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সমাজব্যবস্থাই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শিখতে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে। যদি কেউ এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে, তাহলে সে পিছিয়ে পড়ে এবং সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই, বর্তমান সময়ে সফলতা অর্জনের জন্য গতি ও পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অপরিহার্য। জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সার্থকতা নিহিত রয়েছে পরিবর্তন, অগ্রগতি, এবং অভিযোজনের মধ্যে। যদি আমরা স্থির হয়ে যাই, নতুন কিছু শিখার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করি, তাহলে আমাদের জীবন হয়ে যাবে নির্জীব এবং নিরুত্তাপ।

কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যে গতি আসে, সে গতিই জীবনের ধর্ম । অলস কিংবা অকর্মণ্য জীবনযাপন মৃত্যুরই নামান্তর । তাই জীবনকে কর্মচঞ্চল ও প্রবহমান রাখতে আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। তাই, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে গতিশীলতা বজায় রাখা, নতুনত্বকে গ্রহণ করা, এবং পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মাধ্যমে আমাদের নিজেদেরকে বিকশিত করতে হবে এবং জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পেতে চেষ্টা করতে হবে।

Educationblog24.com

০৩। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। [কু.বো.'২৩]

সারমর্ম: ক্ষমা মহানুভবতার লক্ষণ। ক্ষমার ফলে যদি কেউ সুযোগ নিতে চায়, তাহলে নিষ্ঠুর হওয়াই উত্তম। ক্ষমা যদি দুর্বলতার নামান্তর হয়; সেখানে কঠোর হতে হবে। কারণ অন্যায়কারী এবং অন্যায়কে সহ্যকারী উভয়েই সমানভাবে অপরাধী।

০৪। সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দের বাণী।
[রা.বো.'২২; ঢা.বো.,সি.বো.'১৭]

সারমর্ম: সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে হিংসা, হানাহানিকে ত্যাগ করে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

০৫। বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা-
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে-
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। [চ.বো.'২২]

সারমর্ম: বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য নয়, বরং বিপদে ভয় না পেয়ে মোকাবিলা করার আত্মশক্তি অর্জনের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা উচিত। অন্যের সহায়তায় নয়, বরং নিজ শক্তিতে বলিষ্ঠ হওয়াতেই প্রকৃত মর্যাদা নিহিত।

০৬। দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস। [সি.বো., কু.বো.'২২; রা.বো.'১৯]

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা; মমিনুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ; বিএএফ শাহীন কলেজ; সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঢাকা।]

সারমর্ম: এ জীবন সংগ্রামময়। জীবনে যদি কখনো দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে, তাহলে অসীম সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করা উচিত।

০৭। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাঁদের হৃদয়। [য.বো.'২১]

সারমর্ম: প্রেম ও মানবতাহীন মানুষে আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ। তাদের কাছে শিল্প-সাহিত্য তথা মনুষ্যত্বের চর্চার গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে, মহানুভব মানুষেরা আজ অবহেলিত ও অবজ্ঞার শিকার।

০৮। শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী। [দি.বো.'২১]

সারমর্ম: সঠিক ও যোগ্য পথপ্রদর্শকের অভাবে জাতীয় জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তাই নেতাকে হতে হয় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

০৯। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়! [ম.বো.'২১]

সারমর্ম: সৌন্দর্যপ্রেমী মানুষ এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুকে বরণ করতে চায় না। পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। মহাকালের বুকে বিরহ মিলনের সম্মিলনে সে সন্ধান করে তার অমরত্ব।

১০। স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,
সুখের আলো জ্বলে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয় তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে। [রা. বো.'১৯]

সারমর্ম: স্বাধীনতাকে সবাই ভালোবাসে। কারণ স্বাধীনতার সংস্পর্শে জীবনপূর্ণ হয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। একজন সাধারণ মানুষও স্বাধীন জীবনের গর্ব অনুভব করে। স্বাধীনতা ভীরু মানুষের মনেও শক্তি জোগায়।

Educationblog24.com

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাব-সম্প্রসারণ: দণ্ডদাতা অপরাধীকে নিরাসক্তভাবে নির্মম দণ্ড দান করেন। কিন্তু তা অবিচারেরই নামান্তর। কারণ, দণ্ডের আঘাতে দণ্ডিতকে যে বেদনা দেবে, তার গভীরতা যদি দণ্ডদাতা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন, তাহলে বিচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তখন তা হয়ে যায় দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। বিচারের উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীর হৃদয়ের সংশোধন এবং সেক্ষেত্রে বিচারককে হতে হবে সংবেদনশীল। ন্যায়ের শুভ্র পাষাণ-বেদির ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধ নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কর্তব্য। বিচারকের কর্তব্য তাই বড়ো সুকঠিন। ন্যায়-অন্যায় নিয়েই আমাদের কর্মজীবন। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বত্র সাধুবাদ পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যায়কারী হয় দণ্ডিত। অপরাধের দণ্ড প্রদান করা হবে- এটা সবার কাম্য, অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানই স্বাভাবিক। দণ্ডপ্রদান বিচারকার্যের অংশ। কিন্তু সমাজে আমরা দেখি অনেক সময় অপরাধের যথাযথ বিচার হয় না, আবার কোনো কোনো সময় বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে বিনা অপরাধেও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় কেউ কেউ। তবে যিনি বিচারক তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সুকঠিন। অপরাধীর বিচার যথাযথভাবে নির্ণয় করার জন্য তাঁকে শুধু আইনের সুকঠোর প্রয়োগ ছাড়াও আবেগ-অনুভূতি ও মানবিক বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হয়। অন্যায় করেছে বলে অন্যায়কারীকে যথোচিত শাস্তি দিতে হয় বটে, তবে সে শাস্তি যান্ত্রিক না হওয়াই কাম্য। কারণ, অন্যায়কারীও মানুষ। অন্যায়কারী হিসেবে তার শাস্তি প্রাপ্য, একইসঙ্গে একজন মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা। তাই তাকে সংশোধনের পথ দেখাতে হবে। তার নির্মল জীবনযাপনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে হবে। অপরাধীকে ন্যায়ের পথে আনাই বিচারের লক্ষ হওয়া উচিত। তাই অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। একমাত্র সহানুভূতি মিশ্রিত দণ্ডই পারে অন্যায়কারীর মনে অনুশোচনা জাগাতে; অন্যথায় তার মনে আইনের প্রতি লেশমাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হবে অপরাধ নিন্দনীয়। তবে এই মমত্বের অর্থ এই নয় যে, বিচারক গুরু পাপে লঘু দণ্ড দেবেন। তাহলে বিচারকার্য ব্যাহত হবে। এ প্রসঙ্গে এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- "অপরাধীর প্রতি সহৃদয় অনুভূতিহীন বিচারক প্রকৃত বিচারক নয়।" বিচারক অবশ্যই তার পবিত্র দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ আসন থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এটাই সকলের কাম্য। তাই বিচারক যখন কঠিন দণ্ড প্রদান করেন- তিনি যে আইনের অমোঘ বিধানেই সেই কঠিন দণ্ড বা শাস্তি দিচ্ছেন- সেই নিরপেক্ষতার মধ্যে যে কঠোরতা আছে তাও তাকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করেন তখন যদি দণ্ডিতের ব্যথার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন তখনই সেটা হয় সুবিচার। মূলত, অপরাধীর শাস্তি বিধানে বিচারক একদিকে যেমন সুকঠিন থাকবেন, অন্যদিকে তেমনি সুকোমল হৃদয়ের অধিকারী হবেন। পাপকে যেমন ঘৃণা করবেন তেমনি পাপীর প্রতি দেখাবেন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশোধনমূলক সহানুভূতি। তবেই তা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

নির্মিতি অংশ

'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক; মানুষেতে সুরাসুর।'

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এই পৃথিবীতে যেমন স্বর্গসুখ অনুভব করতে পারে, তেমনি নিজেদের অপকর্মের কারণে তারা এই পৃথিবীতেই নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।
আমরা জানি, স্বর্গ হলো অনাবিল সুখের স্থান। সেখানে অনন্তকাল মানুষ পরম সুখে বসবাস করবে। অপরদিকে নরক হলো যন্ত্রণার স্থান যেখানে অপকর্মের ফল হিসেবে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। স্বর্গ বা নরক ইহজাগতিক কোনো বিষয় নয়। এটি পারলৌকিক। কিন্তু নিজেদের সৎ কর্মের ফলে একদিকে যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্বর্গসুখময় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি নিজেদের অপকর্মের ফলে তাদের জন্য এই পৃথিবীর জীবনই হয়ে উঠতে পারে নরক যন্ত্রণার। মানুষের মাঝে যখন হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানির বিস্তার ঘটে, নিজেদের খারাপ ও অসৎ কাজের মাধ্যমে তারা যখন এই পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে, যখন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ে, নিজ স্বার্থ রক্ষায় অন্যের ক্ষতি সাধনে দ্বিধা করে না, তখন এই পৃথিবীতেই মানুষ যেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্যদিকে মানুষ যখন পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ, মমতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে, পরের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না, নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করে, তখন এই পৃথিবীর বুকেই মানুষ যেন এক টুকরো স্বর্গের আভাস পায়।
তাই মানুষের উচিত, সকল হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন ও অপকর্মের ঊর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সহমর্মিতাপূর্ণ, সহানুভূতিশীল, সম্প্রীতিময় এক পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় কাজ করা। তাহলে এই পৃথিবীই আমাদের জন্য হয়ে উঠবে স্বর্গসুখময়।

Educationblog24.com

১৪। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়েই সমান অপরাধী। মানব সংসারে অন্যায়কারীরা ঘৃণিত হলেও অন্যায় সহ্যকারী অনেক সময় ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয় না।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। সমাজকে যারা উৎপীড়ন করে, ব্যক্তির অধিকারকে যারা হরণ করে, মানুষের বহু অভিজ্ঞতা এবং প্রযত্নে রচিত আইন ও শৃঙ্খলাকে যারা বিঘ্নিত করে তারা নিঃসন্দেহে অন্যায়কারী। অন্যায়ের যেমন বহুক্ষেত্র আছে, অপরাধেরও তেমনি মাত্রার তারতম্য আছে। এই মাত্রা অনুসারেই অন্যায়কারীর অপরাধের পরিমাপ করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী বা অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু অন্যায়কে যারা নিঃশব্দে সহ্য করে, তারাও কি পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দিয়ে সমান অপরাধী নয়? অবশ্যই তারাও সমান অপরাধী। উদার মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য অন্যায়কে ক্ষমা করা বা দয়া দেখিয়ে অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব তো নেই-ই; বরং তাও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধের কাজ। সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে অপরাধের প্রবণতা, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রয়েছে অন্যায়কে মানিয়ে চলার মানসিকতা। এই মানসিকতায় কতখানি ক্ষমাশীলতা, কতখানি ঔদার্য, কতখানি সহনশক্তি তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। অন্যায়কে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মানবচরিত্রের দুর্বলতম দিকেরই প্রকাশ ঘটে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বস্তুত মানুষ শুধু তিতিক্ষা ও করুণাবশতই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে না, তার এই মনস্তত্ত্বের নেপথ্যে রয়েছে এক আত্ম-পলায়নি মনোভাব। নিজেকে অপরাধীর সংস্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সে নিরাপদ বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই এই নির্লিপ্ত নিস্পৃহতা অন্যায়কারীকে পরোক্ষভাবে সাহস জুগিয়েছে। স্বার্থভীরু আত্মমগ্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে ভয় পায়। এভাবেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে; অত্যাচারীরা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলে।

মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের এই চেতনাও ভ্রান্ত। অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহ্যকারীও সম-অপরাধে অপরাধী। মনুষ্যত্বের বিচারে মানুষের এই বিকৃতিও ক্ষমার অযোগ্য। আসলে বস্তুজগতের স্থূল বিচারে সে নিরাপরাধের ছাড়পত্র পেলেও নিখিল বিশ্বমানবতার দরবারে তার অপরাধের রেহাই নেই। কারো অপরাধ ক্ষমা করার মধ্যে যে উদারতা আছে তা মনুষ্যত্বেরই পরিচয়। কিন্তু ক্ষমার মাত্রা থাকা চাই। অন্যায়কারী যদি ক্ষমা পেয়ে বারবার অন্যায় করতে থাকে তবে সে ক্ষমার যোগ্য নয়। এতে তার অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের অন্যায়কারীর অন্যায় ক্ষমা করা কোনো মহৎ ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; বরং সেও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধী হবে।

বস্তুত, অন্যায় যে করে সে যেমন সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র, তেমনি অন্যায়কে যিনি বিনা বাধায়, মৌনতা অবলম্বন করে প্রশ্রয় দেন তাকেও ঘৃণার পাত্র ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

নিজে কর

১৫। ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। [ঢা.বো.'২৪]
১৬। প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তারই। [চ.বো.'২৪]
১৭। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। [রা.বো.'২৩; সকল বো.'১৮]
১৮। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না। [য.বো.'২৩]
১৯। গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি। [দি.বো.'২৩]
২০। সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ। [রা. বো., য.বো.'২২]
২১। অতৃপ্তিই অসুখের মূল। [দি.বো.'২২]
২২। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। [ম.বো.'২২]
২৩। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। [রা.বো.'১৯]
২৪। পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।
২৫। শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।
২৬। যে সহে, সে রহে
২৭। কর্তব্যের কাছে ভাই-বন্ধু কেহ নাই।
২৮। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
২৯। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।
৩০। গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

Educationblog24.com

নির্মিতি

সংলাপ এবং খুদে গল্প লিখন

সংলাপ লিখন

ট্রিকস

- বাংলা সাহিত্যে সংলাপনির্ভর রচনা হলো নাটক। কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সংলাপ রচনা করতে বলা হয়। সংলাপ রচনার অভ্যাস আমাদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে, খুদে গল্প মূলত ব্যক্তির ভাব, চিন্তা ও অনুভূতির শিল্পময় প্রকাশ। খুদে গল্প রচনার অনুশীলন আমাদের চিন্তার গভীরতা বৃদ্ধি করে।
- বোর্ড প্রশ্নের ১১ নং প্রশ্নে সংলাপ ও খুদে গল্প লিখন আসবে এবং যেকোনো একটির উত্তর দিতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- সংলাপ সহজ–সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে এবং বক্তা দুজনই সমানভাবে কথা বলবে। সংলাপে যুক্তিমূলক বিষয় থাকলে অবশ্যই যুক্তির মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।
- খুদে গল্প রচনার ক্ষেত্রে গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করতে হবে এবং উপযুক্ত ঘটনা–বিন্যাস ও পরিবেশ রচনার মাধ্যমে গল্পটি লিখতে হবে।
- সংলাপ 'অথবা' খুদে গল্প-দুটি বিষয়েই তোমার মুখস্থ বিদ্যার তুলনায় সৃজনশীল চিন্তাশক্তি কাজে লাগাতে হবে বেশি। খুদে গল্পে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো গল্পটিকে যেকোনো দিকে মোড় দিতে পারো। কিন্তু সেই লেখাটি প্রাসঙ্গিক না হলে নম্বর কমে যাবার শঙ্কা থেকে যায়। সংলাপে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভেতর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বলে প্রাসঙ্গিক লেখা এখানে সহজ হয়।
- সুতরাং যদি তোমার ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিং দক্ষতা ভালো না হয় সেক্ষেত্রে সংলাপ অংশের উত্তর করাই বাঞ্ছনীয়।

সংলাপ লিখন-কৌশল

(i) সংলাপের শুরুতে এবং শেষে সৌজন্যমূলক অভিব্যক্তি থাকবে।
(ii) সংলাপের সকল চরিত্র সমানভাবে কথা বলবে।
(iii) বক্তার পরে ও সংলাপের আগে কোলন ব্যবহার করতে হবে।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "উচ্চশিক্ষা স্তরে 'বিষয়' নির্বাচনের গুরুত্ব" প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'২২]

অপু : কেমন আছো? অনেকদিন তোমার সাথে দেখা হয়নি।
হৈমন্তী : বেশ ভালো আছি। তোমার সাথে দেখা হয়ে আরো ভালো লাগল। তুমি কেমন আছো?
অপু : আমিও ভালো আছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাই।
হৈমন্তী : কী বিষয়ে জানতে চাও?
অপু : বলো তো, তুমি উচ্চশিক্ষার জন্য কোন বিষয়টি বেছে নিতে যাচ্ছ?
হৈমন্তী : আমি এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার কথা ভাবছি। তোমার পরিকল্পনা কী?
অপু : আমি অর্থনীতিতে পড়াশোনা করার কথা ভেবেছি। বিষয় নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝতে পারছি, কারণ এটি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদের পেশাগত জীবনে সাফল্যের পথ সুগম করতে পারে।
হৈমন্তী : একদম ঠিক বলেছো। উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্বাচন শুধু পেশাগত নয়, ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি এমন হতে হবে, যা আমাদের আগ্রহ ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দেশের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।
অপু : হ্যাঁ, বর্তমান সময়ে চাকরির বাজারে বহু পরিবর্তন এসেছে। তাই বিষয় নির্বাচন করার সময় ভবিষ্যতের চাহিদা এবং সম্ভাবনাও মাথায় রাখতে হবে। আমি মনে করি, অর্থনীতির পাশাপাশি প্রযুক্তি বা ডেটা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কিছু কোর্স করলে তা আরও কার্যকর হবে।
অপু : তুমি একদম ঠিকই বলেছো। বিষয় নির্বাচন আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশে সহায়ক হওয়া উচিত, যাতে আমরা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এগিয়ে যেতে পারি। এছাড়া, পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে শেখার প্রতি আগ্রহও বাড়ে।
হৈমন্তী : তাই তো! বিষয় নির্বাচনকে শুধু পড়াশোনার বিষয় হিসেবে না দেখে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
অপু : তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সাথে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।
হৈমন্তী : তোমাকেও ধন্যবাদ। তোমার সফলতা কামনা করছি।

Educationblog24.com

০২। একুশে বইমেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি কর। [ঢা.বো.'২৩; কু.বো.'১৭]
অথবা, বইমেলা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ উপস্থাপন কর।

শাহ আলম : কি আরিফ, স্টেশনে কী করছো?
আরিফ : ঢাকা থেকে ফিরলাম।
শাহ আলম : তোমার হাতে এটি কীসের প্যাকেট?
আরিফ : বন্ধু, একুশের বইমেলায় গিয়েছিলাম। বই কিনেছি।
শাহ আলম : আমাকে একটু একুশের বইমেলা সম্পর্কে বলবে?
আরিফ : হ্যাঁ নিশ্চই। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্মানে এবং বাংলা ভাষার সাহিত্য বিস্তারে প্রতি বছর পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে এ মেলা আয়োজন করা হয়। চলে পুরো ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী। ছোটো-বড়ো অনেক প্রকাশনা সংস্থা তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ এ মেলায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য প্রত্যেকটি প্রকাশনা সংস্থার এক বা একাধিক স্টল থাকে।
শাহ আলম : মেলায় কি লেখকেরা আসেন?
আরিফ : হ্যাঁ, মেলায় লেখকেরা আসেন। তাঁরা পাঠকের সঙ্গে কথা বলেন, অটোগ্রাফ দেন, ছবি তোলেন।
শাহ আলম : সত্যি দারুণ তো! দেশের নামকরা সব লেখক আসেন, তাদেরকে সরাসরি দেখা যায়!
আরিফ : আগে মেলা শুধুই বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে হতো। এখন মেলা আরও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে শুরু করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত ছেয়ে গেছে। মেলায় শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ আসে। প্রত্যেকেই আগ্রহ ও পছন্দ অনুযায়ী বই কিনেন ।
শাহ আলম : আমাদের শহরে যদি এমন বইমেলা হতো তাহলে খুব মজা হতো, তাই না?
আরিফ : ঠিকই বলেছো। মূলত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রতিটি শহরে যদি এমন বইমেলা হতো তাহলে অনেকেই নানান দুর্লভ বইয়ের সন্ধান পেত।
শাহ আলম : হ্যাঁ সত্যিই পেত। বন্ধু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার জন্য আজ বইমেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম।
আরিফ : বইয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমারও ভালো লাগল। আচ্ছা এখন চলি। আরেক দিন কথা হবে।
শাহ আলম : শুভ সন্ধ্যা।
আরিফ : শুভ সন্ধ্যা।

০৩। সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর। [ব.বো.'২৩]

শাওন : তবে বলো কী খবর তোমার? কেমন আছো?
তুষার : ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? তোমার অবসর সময় কেমন কাটছে?
শাওন : আমি বেশ ভালো আছি। বই পড়েই অবসর সময় কাটছে। সম্প্রতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী বইটি পড়া শেষ করলাম। জানো, বইটি পড়ে যেন গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ অনুভব করলাম, প্রতিটি চরিত্র যেন আমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।
তুষার : আমিও বইটি পড়েছি। পথের পাঁচালী সত্যিই এক অনন্য সৃষ্টি। কয়েক বছর আগে আমি বইটি পড়েছিলাম, এবং এখনও সেই অভিজ্ঞতা মনে দাগ কেটে রয়েছে। গ্রামবাংলার জীবন ও প্রকৃতির প্রতি লেখকের বিশদ বর্ণনা সত্যিই মুগ্ধকর। কেমন লাগল বইটি পড়ে?
শাওন : অসাধারণ! অপু ও দুর্গার জীবনসংগ্রাম, তাদের সরলতা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিশেষ করে যখন অপু ও দুর্গা মিলে পথের ধারে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে, সেই দৃশ্যে যেন জীবনের অপূর্ণতা ও শূন্যতার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।
তুষার : একদম ঠিক বলেছো। ট্রেন দেখার সেই আকাঙ্ক্ষা তাদের সীমাবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার এক প্রতীকী প্রয়াস। লেখক এতটাই গভীরভাবে গ্রামবাংলার কষ্ট, সুখ ও সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন যে পাঠকের মনেও সেই অনুভূতি প্রবাহিত হয়।

Educationblog24.com

শাওন : হ্যাঁ, গ্রামের প্রতিটি ছোট ছোট দিক—তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ আর স্বপ্ন—সবই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দুর্গার মৃত্যু এবং পরিবারটির শোকের বর্ণনা পাঠককে সত্যিই মর্মাহত করে।

তুষার : একদম তাই। বইটির বিষণ্ণতা এটিকে আরও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে। বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন কেমন করে দুঃখ-কষ্টের মাঝেও জীবন এগিয়ে চলে। গ্রামবাংলার এই বাস্তব রূপ কেবল গল্প নয়, এটি আমাদের মাটির সাথে গভীর সংযোগ সৃষ্টি করে।

শাওন : পথের পাঁচালী আমাদের শিকড়ের গল্প, যা আমাদের অতীতকে সজীবভাবে উপস্থাপন করে। এটি কেবল একটি উপন্যাস নয়, বরং বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।

তুষার : একদম ঠিক বলেছো। এই বইটি শুধু আনন্দই দেয় না, এটি আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং মূল্যবোধকে গভীর করে তোলে। পথের পাঁচালী বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ, যা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

শাওন : তোমার সঙ্গে বইটি নিয়ে কথা বলে বেশ ভালো লাগল। তুমি তো জানো, এমন সুন্দর আলোচনা খুব একটা পাই না। আজ তাহলে উঠি, আবার কথা হবে।

তুষার : ঠিক বলেছো, আমিও খুব উপভোগ করেছি। ভালো থেকো, আবার দেখা হবে। বিদায়।

শাওন : বিদায়।

০৪। 'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা'র বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। [কু.বো.'২৩]

শিক্ষার্থী : শুভ সকাল স্যার, কেমন আছেন?

শিক্ষক : শুভ সকাল! ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

শিক্ষার্থী : আমিও ভালো আছি স্যার। 'শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা'র ব্যাপারে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই।

শিক্ষক : তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করেছ। এ বিষয়ে তোমার কিছু ধারণা আছে কি?

শিক্ষার্থী : জি স্যার, কিছুটা ধারণা আছে। শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে তাঁদের ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি পরিবার, সমাজ কিংবা কর্মক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

শিক্ষক : সঠিক বলেছো। এটি সমাজের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা এবং সহিংসতা কেবল শারীরিক নির্যাতনেই সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে মানসিক নির্যাতন, হুমকি, অবমাননা এবং বৈষম্যও অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সহিংসতার কারণে সমাজে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে তুমি মনে করো?

শিক্ষার্থী : স্যার, এ ধরনের সহিংসতার ফলে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশে বাঁধা আসে এবং তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারীরা আত্মবিশ্বাস হারান এবং প্রায়শই সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

শিক্ষক : সত্যিই, সহিংসতার প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরও পড়ে। শিশুরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং তাদের শিক্ষা ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। নারীরা সমাজ ও কর্মজীবনে নিজেদের অসহায় বোধ করেন। এ বিষয়টি সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে করো?

শিক্ষার্থী : স্যার, আমি মনে করি, সচেতনতা বৃদ্ধিই প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত। পরিবার এবং স্কুল পর্যায়ে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং নারীদেরও তাঁদের অধিকার সম্পর্কে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষক : সঠিক বলেছো। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ও তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। তোমাদেরও এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং যে কোনো সহিংসতার ঘটনা দেখলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

শিক্ষার্থী : ধন্যবাদ স্যার, এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য। আমি অবশ্যই বিষয়টি মনে রাখব এবং সর্বদা সচেতন থাকার চেষ্টা করব।

শিক্ষক : খুশি হলাম যে তুমি বিষয়টি উপলব্ধি করেছো। মনে রেখো, সচেতনতা এবং সহানুভূতিই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যম। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো এবং সবসময় সঠিক পথে চলার চেষ্টা করো।

শিক্ষার্থী : আপনিও ভালো থাকবেন স্যার, অনেক ধন্যবাদ।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

০৫। "নিরাপদ সড়ক চাই" বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা.বো.'১৯]
অথবা, মনে কর, তুমি অমিত, তোমার বন্ধু নির্ঝর। "নিরাপদ সড়ক চাই" বিষয়ে দুজনের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর।
অথবা, "সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতনতা" এই শিরোনামে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি.বো.'১৯]

অমিত : কেমন আছ, নির্ঝর?
নির্ঝর : ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?
অমিত : ভালো আছি। তবে মনটা খুব খারাপ।
নির্ঝর : কেন কী হয়েছে?
অমিত : চোখের সামনে ছোট্ট একটি ছেলেকে গাড়ি চাপা পড়তে দেখলাম। ছেলেটি শুধু একটিবার মা বলে ডাকতে পেরেছিল।
নির্ঝর : দুর্ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে?
অমিত : ফার্মগেটে।
নির্ঝর : ব্যস্ত রাস্তা, তারপরও এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানো!
অমিত : বলতে পার, কবে আমাদের দেশে এরকম বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে?
নির্ঝর : যতদিন চালকরা শিক্ষিত না হবে, প্রশিক্ষিত না হবে, লাইসেন্সবিহীন চালকরা যতদিন রাস্তায় গাড়ি চালাবে, ততদিন এই বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে না।
অমিত : আরও একটি সমস্যা আছে, সেটা হলো চালকদের মাদকাসক্তি।
নির্ঝর : ঠিক বলেছ। এ কারণে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটছে।
অমিত : সরকার দুর্ঘটনা রোধের জন্য কী করতে পারে?
নির্ঝর : অপ্রশস্ত রাস্তা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সরকারকে অবশ্যই রাস্তাঘাটগুলো প্রশস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিআরটিএ-এর কাজে স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে।
অমিত : বিআরটিএ-এর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ?
নির্ঝর : গাড়ি ও চালককে সঠিকভাবে লাইসেন্স দিতে হবে এবং গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটও সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।
অমিত : আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা কী হবে?
নির্ঝর : ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন, লাইসেন্সবিহীন গাড়ি যাতে রাস্তায় চলতে না পারে, সে ব্যাপারে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
অমিত : একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। তাই আমাদের সমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
নির্ঝর : পত্র পত্রিকা এবং গণমাধ্যমগুলোর দৃঢ় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।
অমিত : আমিও তাই মনে করি, তোমাকে ধন্যবাদ।
নির্ঝর : তোমাকেও ধন্যবাদ।

০৬। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। [দি.বো.'১৭]
[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।]

হিমেল : শুভ সকাল! কেমন আছো? পরীক্ষার পর দিনগুলো কেমন কাটছে?
নাহিদ : শুভ সকাল! ভালো আছি। পরীক্ষা শেষে বেশ হালকা লাগছে, তবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে কিছুটা চিন্তিতও আছি। তুমি কেমন আছো?
হিমেল : আমি ভালো আছি। সত্যি বলতে, আমিও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছি। উচ্চমাধ্যমিকের পর কী নিয়ে পড়বো, সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না।
নাহিদ : আমারও একই অবস্থা। তুমি কি কোন বিশেষ বিষয়ে পড়ার কথা ভাবছো?
হিমেল : হ্যাঁ, বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হওয়ায় মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে যেতে চাচ্ছি। তবে পরিবারের সবার পরামর্শও নিচ্ছি, যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তুমি কী ভাবছো?
নাহিদ : আমি বরাবরই সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অথবা সামাজি বিজ্ঞান অনুষদের কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে। আমার ইচ্ছে, ভবিষ্যতে যেন সমাজ উন্নয়নে কিছু অবদান রাখতে পারি।
হিমেল : খুব ভালো উদ্যোগ! সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়লে মানুষের জীবন ও সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায়। তাছাড়া, এ ধরনের পড়াশোনা তোমার লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে। তুমি কি নির্দিষ্ট কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ভাবছো?
নাহিদ : হ্যাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে আছে। তুমি কি তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

Educationblog24.com

হিমেল : ভালো বলেছো। আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করবো। ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হিসেবে মানুষের সেবা করতে চাই। তবে ইঞ্জিনিয়ারিংও একটা বিকল্প হিসেবে রাখছি।

নাহিদ : তাহলে আমরা দুজনই আমাদের আগ্রহ ও লক্ষ্য অনুযায়ী এগোতে চাচ্ছি। আমি আশা করি আমরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো।

হিমেল : অবশ্যই। সঠিক পরিশ্রম আর ধৈর্য ধরে এগোতে পারলেই আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো। আলোচনা করে খুব ভালো লাগলো।

নাহিদ : আমারও ভালো লাগলো। ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য একে অপরকে উৎসাহ দিতে থাকবো। আজ তাহলে এখানেই থাক, পরে আবার কথা হবে।

হিমেল : ঠিক আছে, খুব ভালো থেকো। আবার কথা হবে। বিদায়।

নাহিদ : বিদায়।

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৭। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম। চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ।]

বাবা : বলো তো শৈলী, কোন বিষয়টি মানুষের সুখ-শান্তি নষ্ট করে মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

শৈলী : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাবা?

বাবা : না। কৃত্রিম দুর্যোগ। মানুষের তৈরি দুর্যোগ, সাম্প্রদায়িকতা। মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানুষকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শৈলী : সাম্প্রদায়িকতা কী বাবা?

বাবা : মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র ইত্যাদি পার্থক্য করে দেখাই সাম্প্রদায়িকতা। এক কথায় সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে- এক গোত্র, বর্ণ, জাতির ওপর অন্য গোত্র, বর্ণ, জাতির আধিপত্যের লড়াই।

শৈলী : বাবা, কবে থেকে শুরু হয়েছে এই লড়াই?

বাবা : যেদিন থেকে মানুষ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি দিয়ে নিজের মূল্য-মর্যাদার স্থান নির্ধারণ করতে শুরু করল সেদিন থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সূচনা। কারণ প্রত্যেকেই নিজের জাতি-ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিত।

শৈলী : বাবা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানে কী?

বাবা : সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মিলেমিশে একত্রে বসবাস করাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলে।

শৈলী : বাবা, মানবতার শত্রু ও অকল্যাণকর এই সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়?

বাবা : সাম্প্রদায়িকতার মূল নিহিত আছে বিভিন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিভেদ ও হিংসার অগ্নিদহনে দগ্ধ করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

শৈলী : বাবা, এই সাম্প্রদায়িকতা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

বাবা : আমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। শোনা কথা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"– মানবতার এ অমর বাণী সবার অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। পৃথিবীর সব মানুষের শরীরে প্রবাহিত একই রকম লাল রক্তের দর্শনে নিজেদের অভিন্ন এক জাতি 'মানুষ জাতি' হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলেই দূর হবে সাম্প্রদায়িকতা, গড়ে উঠবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

শৈলী : বাবা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

০৮। 'ই-লার্নিং' সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

নাঈম : শুভ সকাল। কেমন আছো?

রকিব : শুভ সকাল। ভালো আছি, ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছো?

নাঈম : ভালো আছি। ইদানীং ই-লার্নিং নিয়ে অনেক কিছু শুনছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করি। তুমি কি ই-লার্নিংয়ের ব্যাপারে কিছু জানো?

রকিব : হ্যাঁ, অবশ্যই। ই-লার্নিং মানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিক্ষা গ্রহণ। এটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ সময় এবং স্থানের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই যেকোনো জায়গা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

নাঈম : ঠিক বলেছো। বিশেষত আমাদের সময়ে, যখন ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব দ্রুত বাড়ছে, ই-লার্নিং শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তুমি কি মনে করো, এটি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করছে?

Educationblog24.com

রকিব : আমার মনে হয়, ই-লার্নিং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক এবং নমনীয় করছে। যেহেতু ই-লার্নিংয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামতো সময়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, এটি তাদের স্বাধীনভাবে শিখতে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, বিভিন্ন ভিডিও, স্লাইড এবং অনলাইন পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

নাঈম : হ্যাঁ, আর এটি আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্যও সহায়ক। আজকাল অনেক কোর্স, এমনকি ডিগ্রিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। তবে তুমি কি মনে করো যে, ই-লার্নিংয়ে শিক্ষকের সরাসরি উপস্থিতি না থাকায় শিক্ষার্থীরা কিছুটা বঞ্চিত হয়?

রকিব : অবশ্যই, কিছুটা হলেও সরাসরি মিথস্ক্রিয়া না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন বা সমস্যাগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান পেতে অসুবিধা হতে পারে। তবে, অনেক ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে লাইভ ক্লাস এবং আলোচনা সেশন থাকে, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ দেয়।

নাঈম : তাহলে মনে হয় ই-লার্নিংয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর সুবিধাগুলো অনেক বেশি। বিশেষত, সময় এবং অর্থ বাঁচানোর দিক থেকে এটি খুবই কার্যকর। তুমি কি মনে করো ভবিষ্যতে ই-লার্নিং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকল্প হতে পারে?

রকিব : আমার মতে, ই-লার্নিং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করতে নাও পারে, তবে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভবত একটি মিশ্র পদ্ধতিতে হবে, যেখানে ই-লার্নিং এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় থাকবে।

নাঈম : সত্যিই, ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থায় এ ধরনের সমন্বয় শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষার সুযোগ এনে দেবে। আলোচনা করে খুব ভালো লাগলো। তোমার মতামত থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

রকিব : আমারও ভালো লাগলো। ই-লার্নিং সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ তৈরি হলো। ভালো থেকো, আবার কথা হবে।

নাঈম : তুমিও ভালো থেকো। আবার দেখা হবে। বিদায়।

রকিব : বিদায়।

নিজে কর

০৯। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার কথোপকথন তুলে ধর। [রা.বো.'২৪]
১০। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [চ.বো.'২৪]
১১। মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ব.বো.'২৪; সি.বো.'২২]
১২। "মেট্রোরেল যোগাযোগ ব্যবস্থার মাইলফলক" এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'২৪]
১৩। ফেসবুকের অতিরিক্ত ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [কু.বো.'২৪]
১৪। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলার সফলতা ও ব্যর্থতা জানিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [দি.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪, কু.বো.'১৯]
১৫। শব্দ দূষণের কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ম.বো.'২৪]
১৬। "জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞান" বিষয়ের উপর দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ রচনা কর। [রা.বো.'২৩]
১৭। একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [চ.বো.'২৩]
১৮। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি.বো.'২৩]
১৯। ভূমিকম্পের ভয়াবহতা নিয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন তুলে ধর। [দি.বো.'২৩]
২০। 'নৈতিকতার গুরুত্ব' নিয়ে দুই সহপাঠীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ম.বো.'২৩]
২১। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'২২]
২২। বাল্যবিবাহ নিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'১৯; চ.বো.'১৭]
২৩। বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [দি.বো.'১৯]
২৪। বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'১৭]
২৫। শিক্ষাসফর প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
২৬। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
২৭। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
২৮। মোবাইল ফোনের অপব্যবহার একজন শিক্ষার্থীর জন্য কতখানি ক্ষতিকর সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সংলাপ রচনা কর।
২৯। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
৩০। স্বাধীনতা দিবস পালন করা নিয়ে শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর।
৩১। দেশের উন্নয়নে আয়কর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
৩২। "চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব" বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
৩৩। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কথোপকথন রচনা কর।

Educationblog24.com

খুদে গল্প লিখন

খুদে গল্প লিখন-কৌশল

শিরোনাম দিতে হবে।
গল্পের শুরুতে বিস্তৃত ভূমিকা না রেখে সরাসরি ঘটনা শুরু করতে হবে।
চরিত্রের ভাষা যেন গল্প রচয়িতার ভাষা না হয়ে যায়।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু।/বিপদে বন্ধুর পরিচয় শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর। [ব.বো.'২৪, ১৯; চ.বো.'১৯]

বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু

সুমন এবং রুবেল দুই বন্ধু। তারা একসাথে স্কুলে পড়েছে, একসাথে খেলাধুলা করেছে, একসাথে বড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, গ্রামের মধ্যে সবাই তাদেরকে মানিকজোড় বলে ডাকত। কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর তারা আলাদা আলাদা কলেজে ভর্তি হলো এবং ব্যস্ততার কারণে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেল। কয়েক বছর পর, একদিন হঠাৎ রুবেলের কাছে সুমনের ফোন এলো। রুবেল ফোন ধরতেই সুমনের কণ্ঠস্বর থেকে উদ্‌বেগের আভাস পাওয়া গেল। "রুবেল, তোর সাহায্য দরকার," সুমন বলল। "কী হয়েছে?" রুবেল জিজ্ঞাসা করল, "তুই এত চিন্তিত কেন?" সুমন একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "আমি একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি। তুই জানিস, আমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছি। কিছুদিন আগে আমাদের কলেজ থেকে একটি পুরনো স্থাপত্যের খনন কাজে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খননের সময় আমি এবং আমার দলের সদস্যরা কিছু প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে পাই, যা খুবই মূল্যবান। কিন্তু আমরা সেই নিদর্শনগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারিনি, সেগুলোর কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে এই বিষয়টি সমাধান করার। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে এটা করব।" রুবেল সুমনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল এবং বুঝতে পারল, সুমন সত্যিই বড়ো সমস্যায় পড়েছে। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করল এবং বলল, "সুমন, তুই চিন্তা করিস না। আমি তোদের খননস্থল দেখতে আসছি। তুই কোথায় আছিস, আমাকে বল।" সুমন তাকে ঠিকানা দিল। কিছু খোঁজ-খবর করে রুবেলও পরদিনই সেখানে যাওয়ার জন্য রওনা দিল। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর রুবেলেরও ব্যাপক আগ্রহ ছিল এবং এসব বিষয়ে সে নিজেও কিছুটা পড়াশোনা করেছিল। রুবেল স্থানে পৌঁছে নিদর্শনগুলোর অবস্থা দেখে বলল, "এগুলো সংরক্ষণ করতে গেলে আমাদের কিছু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তবে, আগে আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো পুনর্গঠন করতে পারি, তা দেখতে হবে।" রুবেল এবং সুমন একসাথে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিছু বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করল এবং তাদের পরামর্শ নিল। তারা একটি পরিকল্পনা তৈরি করল এবং নিদর্শনগুলোর পুনর্গঠন কাজ শুরু করল। বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তারা সেগুলোর অবস্থা কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পারল। রুবেল সারাক্ষণ সুমনের পাশে থেকে তাকে মানসিকভাবে সমর্থন করছিল, যাতে সুমন ভেঙে না পড়ে। কয়েকদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর, তারা সফলভাবে নিদর্শনগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারল এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করল। সুমন অবশেষে হাফ ছেড়ে বাঁচল, যেন তার বুকের উপর থেকে বিশাল একটি পাথর সরে গেল। সে রুবেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই যদি না আসতিস, আমি একা এই কাজটা কখনোই করতে পারতাম না। তুই সত্যিই আমার জীবনের প্রকৃত বন্ধু।" রুবেল হাসি দিয়ে বলল, "বন্ধু, বিপদের সময় পাশে না থাকলে সে বন্ধুত্ব কোনো কাজের নয়। তুই আমার জন্যও ঠিক এভাবেই পাশে থাকতিস, তাই না?" সুমন হেসে মাথা নাড়ল, "অবশ্যই। তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু। তোর বিপদে পাশে দাঁড়াব না, তা কি হয় নাকি?" এই অভিজ্ঞতা সুমনকে শিখিয়েছিল যে, বিপদের সময়েই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। সুমন আর রুবেল আবার সেই পুরোনো দিনের মতো কাছাকাছি এসে গেল, তাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়ে উঠল। এবং তারা প্রতিজ্ঞা করল, ভবিষ্যতে যেকোনো বিপদে তারা একে অপরের পাশে থাকবে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক।

'রক্তদানের পুণ্য' শীর্ষক একটি খুদে গল্প রচনা কর। [ঢা.বো.'২৩; রা.বো.'১৭] [চট্টগ্রাম কলেজ]

রক্তদানের পুণ্য

মহান শহিদ দিবসে শহিদ মিনারের পাদদেশে রক্তদান কর্মসূচি চলছে। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ডা. জাওয়াদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন দশ বারো জন মেডিকেলের শিক্ষার্থী রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী। ডা. জাওয়াদ তার পরিচয় দিলেন। তিনিও এক সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই সত্তর দশকের কথা। সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা তিনি ছাত্রদের বললেন। তিনি ছাত্রদের নাম, কোন বর্ষে পড়ে তাও জানতে চাইলেন। তারা হলো-তপু, অপু, ফাহিম, রাজ, নিত্য, মৃদুলা, শাকিল প্রমুখ। কেউ কেউ এমবিবিএস প্রথম বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ বর্ষে লেখাপড়া করছে। ডা. জাওয়াদ আর্তমানবতার সেবায় মেডিকেল শিক্ষার্থীদের রক্তদান কর্মসূচির প্রশংসা করলেন। এই বয়সে অনেক শিক্ষার্থীই বিপথে চলে যায় বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। কিন্তু তারা মানবতার সেবায় যে ত্যাগ স্বীকার করছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

রক্তই দেহের রাজা। রক্ত মানুষকে নতুন জীবন দান করে। কোনো কঠিন রোগ, দুর্ঘটনা বা অপারেশনে রক্তের দরকার হয়। তখন সাধারণ মানুষের জন্য রক্ত সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন এক ব্যাগ রক্তই মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচার পথ দেখায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু শিক্ষার্থী সেই কাজটি করছে। ডা. জাওয়াদ তাদের মহৎকাজটিকে "মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে" বলে সাধুবাদ জানালেন। ছাত্ররাও ডা. জাওয়াদ এর প্রশংসায় মুগ্ধ হলেন। তারা বললেন স্যার আপনি একটু আমাদের সাথে থাকেন। আমরা অনুপ্রাণিত হবো। ডা. জাওয়াদ রাজি হয়ে গেলেন। তিনিও শহিদ মিনারে আসা লোকদের রক্ত দেওয়ার আহ্বান জানালেন। দেখতে দেখতে ৪০/৫০ জনের সাড়া পাওয়া গেল। তারা সবাই রক্ত দিলো। সবার মুখেই তৃপ্তির হাসি। ডা. জাওয়াদ বললেন, ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করেছে। রক্ত ঝরিয়েছে। আর তোমরা রক্ত সংগ্রহ করে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ দান করছো। তোমাদের এই মহৎকর্ম একুশের মতো অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Educationblog24.com

০৩। 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [রা.বো.'২৩; সি. বো., দি.বো.'২২; ঢা.বো.'১৭]

মানুষ মানুষের জন্য

রাজধানী শহর থেকে দূরে, যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম, নাম শান্তিপুর। গ্রামটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং শান্ত পরিবেশের জন্য পরিচিত ছিল। গ্রামের মানুষগুলোও ছিল সহজ-সরল, পরিশ্রমী, এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ গ্রামেই বাস করত মালেক নামে এক সহজ-সরল কৃষক। স্ত্রী শেফালী এবং দুই সন্তান, রুবেল এবং মিনাকে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট এক সংসার। তাদের জীবন ছিল খুবই সাধারণ, কিন্তু এই সাধারণ জীবনযাপনেই তারা ছিল সুখী। এই নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের মাঝেই একদিন হঠাৎ করে তাঁদের জীবনে নেমে এল এক মহা দুর্যোগ। একদিন হঠাৎ করে মালেকের স্ত্রী শেফালী অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রথমে তেমন গুরুত্ব না দিলেও দিনদিন শেফালীর অবস্থা খারাপ হতে থাকল। তা দেখে মালেক চিন্তিত হয়ে উঠল এবং তাকে জেলা সদর হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন, শেফালীর অবস্থা গুরুতর এবং তার একটি বড়ো অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। আর এই অস্ত্রোপচার হাসপাতালে করা সম্ভব নয়, এর জন্য তাকে শহরের বড়ো হাসপাতালে যেতে হবে। ডাক্তারের কথা শুনে মালেকের মনটা ভারী হয়ে গেল। সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাকে চিন্তিত দেখে গ্রামের মসজিদের ইমাম রফিক সাহেব এগিয়ে এলেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, প্রয়োজনে গ্রামের সবাই মিলে তাঁকে এই দুর্যোগের দিনে সাহায্য করবেন। শুক্রবারে নামাজের পর রফিক সাহেব মসজিদে ঘোষণা দিয়ে গ্রামের মানুষদের কাছে মালেককে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালেন। গ্রামের মানুষজন মালেকের দুর্দশার কথা শুনে একত্রিত হতে লাগল। তারা যে যেটুকু পারল, সেটুকুই সাহায্য করতে শুরু করল। কেউ কিছু টাকা দিল, কেউ বা চাল-ডাল নিয়ে এল, কেউ শহরের ভালো ডাক্তারের খোঁজ নিয়ে দিল, অনেকে তাদের আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিল যাতে শহরে গিয়ে তাদের থাকার কোনো কষ্ট না হয়, আর কেউ কেউ বলল, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর সময় মালেকের সাথে যাবে। মালেক এত সাহায্য পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখে পানি এসে গেল, কিন্তু সে জানত যে তাকে শক্ত থাকতে হবে। গ্রামবাসীর সাহস আর উৎসাহ নিয়ে মালেক তার স্ত্রীকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। অস্ত্রোপচারের দিন উপস্থিত হলো। মালেক হাসপাতালের বারান্দায় বসে প্রার্থনা করছিল। সে জানত, পুরো গ্রাম তার জন্য প্রার্থনা করছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে জানালেন, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। কিন্তু তাকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে, তারপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। মালেক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে গ্রামের মানুষদের ফোন করে সব জানাল। তারা সবাই খুশি হলো এবং মালেককে সাহস দিতে লাগল। শেফালী কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। পুরো গ্রাম তাকে দেখতে এল এবং সবাইকে দেখে শেফালী কেঁদে ফেলল। সে জানতো, তাদের সাহায্য ছাড়া সে বাঁচতে পারত না। শেফালী সুস্থ হওয়ার পর, মালেক গ্রামের মানুষদের সাথে মসজিদে গিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। রফিক সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই ঘটনা আমাদের শেখায়, মানুষ মানুষের জন্যই। আমরা যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াই, তবে কোনো বিপদই আমাদের ছুঁতে পারবে না।" গ্রামের মানুষ এই কথা মনে রাখল। মালেক এবং শেফালীর ঘটনাটি তাদের জীবনে একটি উদাহরণ হয়ে রইল। তারা আরও বেশি একত্রিত হলো, এবং প্রতিজ্ঞা করল যে তারা সবসময় একে অপরের পাশে থাকবে। এদিকে শেফালীও গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু করার কথা ভাবছিল। অবশেষে একদিন সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে গ্রামের বয়স্ক মানুষ যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, তাদেরকে সে বিনামূল্যে লেখাপড়া শেখাবে। সে তার বাড়ির উঠানে একটি পাঠশালা খুলল। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা আস্তে আস্তে সেখানে আসতে শুরু করল এবং বছর ঘুরতেই দেখা গেল যে, গ্রামে আর একটি মানুষও নেই যে পড়তে বা লিখতে পারে না। শান্তিপুর গ্রামটি এভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার অনন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠল, যেখানে মানুষ মানুষের জন্যই বেঁচে থাকে। এই ঘটনা থেকে গ্রামের নতুন প্রজন্মও শিখল, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা মানুষকে আরও শক্তিশালী করে। গ্রামের সবাই বুঝতে পারল, একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব এবং এটাই তাদের গ্রামকে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।

০৪। 'মোবাইল ফোনে বন্ধুত্ব' প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে খুদে গল্প রচনা কর: [ব.বো.'২৩; য.বো.'১৭]

মোবাইল ফোনে বন্ধুত্ব

তানিম, ঢাকার এক ব্যস্ত শহরতলিতে বেড়ে ওঠা কিশোর, যার জীবন ছিল নিস্তব্ধতায় মোড়ানো। ছোটোবেলা থেকেই সে ছিল অন্যদের তুলনায় কিছুটা আলাদা। যেখানে তার সহপাঠীরা মাঠে খেলতে বা আড্ডা দিতে ভালোবাসতো, সেখানে তানিম একা সময় কাটাতে পছন্দ করত। অবসর সময়ে সে বইয়ের পাতায় ডুবে যেত, ভিডিও গেমসে নিজেকে হারিয়ে ফেলত, বা মুভি দেখে দিন কাটাত। সহপাঠীদের সাথেও তার তেমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। ক্লাসের ছেলেরা তাকে একটু অদ্ভুত বলে মনে করত, যার কারণে তানিমের একাকিত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে, তানিমের হাতে অনেকটা অবসর সময় চলে আসে। এই সময়টাতে সে তার মোবাইল ফোনেই বেশি সময় কাটাতে শুরু করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তার জন্য ছিল এক ধরনের আশ্রয়স্থল, যেখানে সে নিজের মতো করে বিচরণ করতে পারত। যদিও সে নিজেকে বাস্তব জীবনে অনেকটা গুটিয়ে রাখত, ভার্চুয়াল জগতে সে ছিল একজন প্রাণবন্ত, মজাদার মানুষ। একদিন তানিম একটি নতুন ফেসবুক গ্রুপে যোগ দেয়, যেখানে তার মতোই আরও নানা মানুষজন একত্রিত হয়েছিল। গ্রুপটির উদ্দেশ্য ছিল মূলত আড্ডা দেওয়া। এই গ্রুপে একদিন তানিমের সাথে রাশেদ নামের এক ছেলের পরিচয় হয়। রাশেদ ছিল কথাবার্তায় পটু, সবসময় হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকত, এবং তানিমের মতোই বিভিন্ন বই, সিনেমা আর গেমিংয়ের প্রতি আগ্রহী ছিল। রাশেদের সাথে দ্রুতই তানিমের দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা নিয়মিত কথা বলতে শুরু করে, নানা বিষয়ে আলোচনা করে। রাশেদের সাথে তার এমনই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে

Educationblog24.com

...র সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, জীবনের সবচেয়ে ভালো বন্ধুকে সে খুঁজে পেয়েছে। তারা একসাথে বিভিন্ন পরিকল্পনা করত — কখনও শহরের বিখ্যাত সব রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পরিকল্পনা, কখনও বা একসাথে কোনো বইমেলায় যাওয়ার ভাবনা, কখনও বা সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা। কিছুদিন পর, হঠাৎ করেই রাশেদ একদিন তানিমকে ফোন করে জানায়, সে একটি বিশাল সমস্যায় পড়েছে। রাশেদের মা গুরুতর অসুস্থ, এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। কিন্তু রাশেদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। রাশেদ তানিমের কাছে অসহায়ভাবে সাহায্য চায়। সে বলে, "ভাই, আমি কখনও কারও কাছে সাহায্য চাইনি। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। দয়া করে, আমাকে সাহায্য কর। আমার মা বাঁচবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি চাই না অর্থের অভাবে তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাক।" তানিম রাশেদের কথা শুনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বন্ধুত্বের খাতিরে সে এক মুহূর্তও দেরি না করে তার জমানো টাকা রাশেদের দেওয়া মোবাইল ব্যাংকিং নম্বরে পাঠিয়ে দেয়। রাশেদ তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বলে, "আমি তোমার এই উপকার কখনও ভুলব না, ভাই। তোমার এই ঋণ আমি শোধ করব, যেভাবেই হোক।" কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে রাশেদ তানিমের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। প্রথমে সে ভেবেছিল, হয়তো রাশেদের মা'র অবস্থা ভালো নয়, তাই রাশেদ ব্যস্ত। কিন্তু যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায় এবং রাশেদ তার মেসেজের কোনো জবাব দেয় না, তখন তানিমের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। রাশেদের দেয়া ফোন নাম্বারে কল করে সেটিকেও বন্ধ পায় সে। তখন তানিম তার আরেক বন্ধুর সাথে কথা বলে, যে একই গ্রুপের সদস্য ছিল। সে বন্ধুটি জানায়, রাশেদ শুধু তানিমের সাথেই নয়, আরও কয়েকজনের সাথেও একইভাবে সাহায্য চেয়ে টাকা নিয়েছে এবং এরপর হাওয়া হয়ে গেছে। রাশেদের আসল পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। গ্রুপের অন্যান্য সদস্যও রাশেদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তানিমের মন ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে, রাশেদ তার সরলতাকে কাজে লাগিয়ে তার সাথে প্রতারণা করেছে। যে বন্ধুত্বকে সে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল, তা ছিল কেবল এক ধরনের ছলনা। তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৈরি করা এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত তাকে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। তানিম এ ঘটনার পর থেকে অনেক বেশি সাবধান হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে, মোবাইল ফোনে হওয়া সম্পর্কগুলো কখনোই বাস্তব জীবনের সম্পর্কের মতো হতে পারে না, এখানে প্রতারণার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তানিম সিদ্ধান্ত নেয়, ভবিষ্যতে কারও সাথে বন্ধুত্ব করার আগে সে খুব ভালোভাবে চিন্তা করবে এবং কখনও অন্ধভাবে কারও ওপর বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পর্কগুলোতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তানিমের জীবনে এই অভিজ্ঞতা ছিল একটি কঠিন শিক্ষা, যা তাকে জীবনে আরও শক্ত হতে শিখিয়েছে।

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়' কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সুমনা............ [ঢা.বো.'২২]

"স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি" শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর। [কু.বো.'২২]

স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি/ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

রুমান ছিল শহরের এক সাধারণ যুবক। তার পরিবারে মা-বাবা, ছোটো ভাই-বোন মিলিয়ে মোট ৭ জন সদস্য ছিল। তার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ কারখানা শ্রমিক। তাঁর সামান্য আয়েই তাদের পরিবার চলত। কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর সে হন্যে হয়ে একটি চাকরি খুঁজছিল যাতে সে তার পরিবারে কিছুটা সচ্ছলতা নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু চাকরি যেন তার জন্য এক সোনার হরিণ। প্রতিদিন সে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজত, ইন্টারভিউ দিত, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না।

এভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। রুমান হতাশ হয়ে পড়ছিল, যেন তার জীবনে আর কোনো আশা নেই। তাকে এভাবে হতাশ হয়ে পড়তে দেখে একদিন, তার মা তাকে কাছে ডাকলেন। তাকে বোঝালেন যে, চাকরিই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। তিনি তাকে বোঝালেন যে, তার ভেতর অনেক সম্ভাবনা আছে। তাই তাকে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। বরং তাকে ইচ্ছাশক্তির জোরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। রুমান মায়ের কথায় একটু ভেবে বলল, "কিন্তু মা, আমি কী করতে পারি? কোনো অভিজ্ঞতা নেই, টাকা নেই। এমনকি ব্যাবসার জন্যও তো বড়ো পুঁজির দরকার।"

মা মৃদু হেসে বললেন, "সফল হওয়ার জন্য বড়ো পুঁজি নয়, দরকার আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি ছোটো করে শুরু করো, দেখবে আল্লাহ্ রাস্তা খুলে দেবেন।"

মায়ের এই কথাগুলো রুমানের হৃদয়ে গভীরভাবে নাড়া দিল। সে ভাবতে লাগল, কীভাবে ছোটো করে কিছু শুরু করা যায়। তার মাথায় একটি ভাবনা এল – তার মা দারুণ রান্না করতে পারেন, বিশেষ করে পিঠা-পুলি এবং মিষ্টান্ন। রুমান সিদ্ধান্ত নিল, সে মায়ের এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে অনলাইনে পিঠা বিক্রি শুরু করবে।

রুমান তার সামান্য সঞ্চয় দিয়ে প্রথমে কিছু কাঁচামাল কিনল এবং মা-ছেলে মিলে কিছু পিঠা তৈরি করল। তারপর সে একটি ছোট্ট প্যাকেজ বানিয়ে তার পরিচিতদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করল। ফেসবুকেও একটি পেজ খুলে অনলাইনে অর্ডার নিতে শুরু করল। প্রথম দিকে তেমন একটা সাড়া না পেলেও ধীরে ধীরে তার পিঠার স্বাদ এবং মানের কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে রুমানের পিঠার চাহিদা বাড়তে লাগল। প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্ডার আসতে শুরু করল। সে স্থানীয় কিছু দোকানেও পিঠা সরবরাহ শুরু করল। তার ব্যাবসা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। রুমান তার মাকে আরও সাহায্য করার জন্য দুজন কর্মচারী নিয়োগ দিল। এর মধ্যে সে নিজের তৈরি একটি ডেলিভারি ব্যবস্থা চালু করল যাতে ক্রেতাদের বাড়ি গিয়ে পিঠা পৌঁছে দেওয়া যায়।

এক বছর পর, রুমানের ব্যাবসা এতটাই বড়ো হলো যে, সে শহরের এক কোণায় একটি পিঠার দোকান খুলে ফেলল। দোকানটি খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং ক্রেতারা সেখানে ভিড় করতে শুরু করল। রুমানের মা-ছেলের এই ছোট্ট উদ্যোগ ধীরে ধীরে একটি বড়ো ব্যবসায় পরিণত হলো।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

রুমান বুঝতে পারল যে, মা ঠিকই বলেছিলেন—ইচ্ছাশক্তি থাকলে এবং ধৈর্য ধরে কাজ করলে সাফল্য আসবেই। সে তার ব্যাবসার লাভের টাকা দিয়ে একটি ছোট্ট ফ্যাক্টরি স্থাপন করল, সেখানে সে গ্রামের মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিল। এই মহিলারা বাড়িতে বসে পিঠা তৈরি করত, আর রুমান তাদের তৈরি পিঠা শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করত। এর ফলে রুমানের ব্যাবসা আরও প্রসারিত হলো এবং গ্রামের মহিলাদেরও একটি আয়ের পথ খুলে গেল। তার বাবা কারখানার কাজে ইস্তফা দিয়ে তার সাথে ব্যাবসা দেখা-শোনার কাজে লাগল। তার ছোটো ভাই-বোনদেরকেও সে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তারাও ভাইকে সাহায্য করত। এভাবে রুমানের একটি ছোট্ট উদ্যোগ ক্রমে এক বিশাল মহিরুহে পরিণত হলো যার ছায়াতলে সকলেই এক নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পেল। এরপর একদিন রুমানের মা তাকে আবার কাছে ডাকলেন। তিনি বললেন, "দেখেছো রুমান, ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমের জোরেই তুমি আজ এতো বড়ো সফল হয়েছো। তুমি শুধু নিজের নয়, আরও অনেকের জীবনের পরিবর্তন এনেছো।"

রুমান মায়ের কথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে বলল, "মা, তুমি না থাকলে আমি কখনোই এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারতাম না। তোমার অনুপ্রেরণা আমাকে স্বনির্ভর হতে শিখিয়েছে। এখন আমি বুঝি, স্বনির্ভরতার জন্য বড়ো কিছু নয়, বরং ইচ্ছাশক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০৬। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার শৈশব স্মৃতি' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
হারানো সে দিনের কথা বলব কী হায়.....

আমার শৈশব স্মৃতি

হারানো সে দিনের কথা বলব কী হায়... জ্যোৎস্নাশোভিত রাতের মতোই স্মৃতিচারণময় মধুর সময় ও স্মৃতি হচ্ছে শৈশব স্মৃতি। আমাদের জীবনে দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। ব্যস্ততায় অতিক্রান্ত হয় সময়ের সীমানাগুলো। কর্মমুখরতায় যে জীবন বিধৃত সেখানে চারদিকে তাকানোর অবসর সব সময় হয় না। তবুও দূর অতীতকে জীবন্ত করে সময় বর্তমানের যাবতীয় যান্ত্রিকতাকে মুছে দিতে চায়। মনের বিচিত্র রং-এর তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে শৈশব স্মৃতি। সন্ধ্যামেঘের রক্তিমার মতোই স্মৃতি মানুষের মনে জাগ্রত হয়। তখন যতদূর মনে পড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমরা কয়েকজন বন্ধু একসাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করি। যেখানে ১৫ মিনিটেই স্কুলে যাওয়া যেত সেখানে আমরা যাওয়া আসা মিলে ২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। আমাদের মধ্যে লিয়া ছিল খুব দুরন্ত আর চালাক প্রকৃতির। বন্ধু টুম্পা একটু বোকা প্রকৃতির ছিল। কেউ ওকে সুন্দর বললে খুব কাঁদতো। লিজা আর আমি ছিলাম মাঝামাঝি প্রকৃতির। আমাদের চারবন্ধুর বাসা প্রায় পাশাপাশি ছিল। সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা কলেজ মাঠে জড়ো হতাম সে মাঠটি ছিল রাস্তার পাশেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে তারার মতো ছড়িয়ে পড়া জোনাকি ধরার অভিযানে নামতাম। আর দিনের বেলায় স্কুলের পাশেই ধানক্ষেতে বিচরণ করা রঙ বেরঙের প্রজাপতিও আমাদের কাছ থেকে রেহাই পেত না। তবে জোনাকি পোকা ও প্রজাপতি ধরার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলাম আমি।

বিভিন্ন ফলের মৌসুমে ফলগাছগুলোও শান্তি পেত না। আমরা প্রায়ই গাছে উঠে ফল পারতাম। আমরা মাঝে মাঝে খেজুরের রসও চুরি করে খেতাম। একবার গাছে ঢিল ছুড়ে হাঁড়ির একটু অংশ ছিদ্র করে ফেললাম তখন কী আর করা রস বেয়ে বেয়ে নিচে পড়তে লাগলো, আর আমরা চারজন একের পর এক পর্যায়ক্রমে সেই হাঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে রস খেতে লাগলাম। সেবার খেজুর গাছের মালিক আমাদের সবার অভিভাবকদের কাছে বিচার দেয় আমাদের নামে। অন্য সবার কি শাস্তি হয়েছিল তা জানি না তবে মা আমার সাথে সারাদিন কথা বলেনি, ঘরে আমাকে আটকে রেখে একদিন না খাইয়ে রেখেছিল। এমনকি মা নিজেও খায়নি। সেদিন থেকে আমরা সবাই আর ওপথে পা বাড়াইনি। আমরা চারবন্ধু মিলে গলাগলি ধরে স্কুলে যেতাম। তাই যখন যা প্ল্যান করতাম সবাই একসাথে যোগ দিতাম। একবার ঠিক করলাম শুক্রবারে প্রাইভেট পড়ার কথা বলে আমরা ঝিলে নেমে শাপলা তুলবো। ঝিলের মনোরম শাপলা দেখে কি চুপ করে বসে থাকা যায়। আমরা চারজন যথাসময়ে ঝিলে নেমে শাপলা তুলতে লাগতাম। শাপলা তুলতে তুলতে হঠাৎ টুম্পা বলল চল আমরা ছোঁয়াছুঁয়ি খেলি। বুড়ি ছিল টুম্পা তাই সে সবাইকে ধরতে চেষ্টা করতে থাকে। পানিতে নেমে আর কতটুকু দৌড়ানো যায়। ওদিকে টুম্পা আর লিজা কে দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। খুব ভয় পেয়ে লিয়াকে ওদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু ও জানে না। হঠাৎ টুম্পা পানি খেয়ে ডুব দিয়ে অনেক কষ্টে পাড়ে আসে। ওদিকে লিজা আমার কাছ থেকে একহাত দূরে বড়ো একটা গর্তে একবার ভাসছে একবার ডুবছে। আমি তখন নিথর পাথর নিজেও সাঁতার জানি না। হঠাৎ লিজা আমার দিকে ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওর বাড়ানো হাত চোখের দৃষ্টির করুণ আকুতি আর বন্ধুত্বের দাবিকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। যদিও জানি ওকে বাঁচাতে গেলে আমার নিজেরও ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সত্যিই সেদিন ডুবে গেলাম পানিতে, আমি সেই মুহূর্তে এতটাই স্তব্ধ হয়ে ছিলাম বাঁচার জন্য ছটফট বা চেষ্টা কোনোটাই করিনি। যখন চোখ খুললাম দেখলাম আমি ঝিলের পাড়ের কাছে। আমার তিন বন্ধু কান্নাকাটি করছিল। আমাকে পেয়ে তারা খুবই খুশি হয়েছিল আর কান্নার আর্তনাদ যেন আরো বেড়ে গেছিল; সেই তখনকার কান্না ছিল প্রাপ্তির কান্না, সুখের কান্না। সেদিনের কথা কখনো ভুলবো না। আমি দ্বিতীয় জীবন পেয়েছিলাম।

এরপরে হাইস্কুল জীবনের স্মৃতি আরও মধুর। সকাল থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন প্রাইভেট থাকতো। তাই কিছু না কিছু খাবার আর টিফিন সবসময়ই আমাদের সাথে থাকতো। আমাদের মাঝে সবচেয়ে পেটুক ছিল বিন্তু। খাবার পেলে ওর আর কোনোদিকে হুঁশ থাকে না। আমার টিফিনের প্রতি ওর খুব লোভ ছিল। একদিন ইংরেজি ক্লাসে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে ক্লাসওয়ার্ক করছিলাম আর বিন্তু চুপিচুপি আমার টিফিন বক্স নিয়ে পিছনের বেঞ্চে বসে খাচ্ছিল। ও খাবারে এতোটাই মগ্ন ছিল ক্লাসে যে স্যার এসেছে সেই বিষয়টা পর্যন্তও সে টের পায়নি। তবে বিন্তু সেদিন রক্ষা পেয়েছিল কেননা যে স্যারের ক্লাস করছিলাম উনি স্কুলে নতুন জয়েন করেছেন সেদিনই। এমন উদ্ভট বিষয় দেখে তিনি থমকে গিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। তুমিই তাহলে ক্লাস ক্যাপ্টেন! এসবই কি ক্লাসের নিয়ম! আমিও থতমত খেয়ে বলে ফেলেছিলাম

Educationblog24.com

না স্যার এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ তবে ক্ষুধা পেলে খাওয়ার নিয়ম আছে। আর তখন আমার পেটেও ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। ওদিকে বিল্টুটা আমার টিফিন সাবাড় করে দিয়েছে এতক্ষণে। ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেলে ভোরে উঠে আম কুড়াতাম দুই বোন মিলে, ছোটো ছোটো ডোবাতে মাছ মারতাম, রাতে শুয়ে শুয়ে দাদুর কাছে কত রূপকথার গল্প শুনতাম। বন্ধের পর সেবার স্কুল খুলে সেদিন প্রথম পিরিয়ডেই ক্লাস ছুটি হয়। আমাদের স্কুলের আকলিমা ম্যাডাম মারা গেছেন। উনি আমাদের স্পোর্টস শিক্ষক ছিলেন। খেলাধুলা কিছুই পারতাম না তবুও কোনোদিন উনার কাছ থেকে খারাপ নম্বর পাইনি। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বলতো আমাকে নাকি তিনি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ করেন, আমিও একটু একটু বুঝতে পারতাম। উনার মৃত্যুটা মেনে নেয়া আমার পক্ষে একটু কঠিন ছিল। ম্যাডামের মৃত্যু শোকে এতোটাই অস্থির হয়েছিলাম যে আমার চেতনাই ছিল না। অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরে স্কুলেরই আরেক শিক্ষক জরিনা ম্যাডামের ডাকে, নেভী এবার উঠতো তোর মা এতক্ষণে নিশ্চয় খুব চিন্তা করছে। সেই কখন স্কুল ছুটি হয়েছে। আমি সেদিন নিজেকে সামলাতে পারিনি, খুব কেঁদেছি। পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো প্রায়ই জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। এগুলো যেন বার বার আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে অনবরত। আমরা বন্ধুরা একসাথে হলে পুরোনো সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। স্মৃতির পাতায় স্থানকৃত সব ঘটনা আর সময়ের সাথেই মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। শৈশব স্মৃতির মধুর আর বাস্তবতার কঠিন ভিতের ওপরেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে। শৈশব স্মৃতির পাতায় গাঁথামালার সুঘ্রাণ আজীবন মানুষকে মোহিত করে রাখে। অবসর পেলে, কষ্ট পেলে, কঠিন দুঃসময় আর সুসময়ের মুখোমুখি হলেও মানুষ তার শৈশব স্মৃতির কথাই মনে করে সুখ পায় আর বাঁচার স্বপ্ন দেখে নতুন করে।

প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার ছোটো বোন' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোটো বোনই করেছে....।

আমার ছোটো বোন

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোটো বোনই করেছে। বোনের নাম মিষ্টি। মিষ্টির আজ রেজাল্ট বের হয়েছে। সে ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছে। আমাকে ফোন করেছে তার খবরটা জানানোর জন্য। সত্যিই বোন আমার খুব আদরের। আমি যেভাবে ওকে পড়ালেখা করতে বলেছিলাম সেভাবেই ও রুটিন অনুযায়ী পড়েছে। আমি ওর বড়ো ভাই, আমার সব আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ সবকিছু মেনে চলে। মাঝে মাঝে আমার সাথে অনেক বিষয় নিয়ে অভিমানও করে থাকে। কাজের চাপে মাঝে মাঝে মিষ্টিকে ফোন করতে ভুলে যাই। তখন বোন আমার রাগ করে থাকে। ওর ভালো কাজের জন্য মাঝে মাঝে উপহারও দেই ওকে যাতে ওর সৃজনশীলতার আরো বিকাশ ঘটে। পড়ালেখার পাশাপাশি মিষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পায় মিষ্টি। মিষ্টি দিন দিন বড়ো হচ্ছে। একদিন স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তায় এক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সিএনজি-এর ধাক্কায় এক মহিলা রাস্তায় ছিটকে পড়ে, তাঁর রক্তাক্ত দেহে তখনও প্রাণ আছে। করুণ আকুতি জানিয়ে সে সবাইকে অনুরোধ করেছিল তাকে যাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশি ঝামেলা পোহাতে হতে পারে এই ভয়ে কেউ রাজি হচ্ছিল না মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তখন মিষ্টি সব কিছু উপেক্ষা করে মহিলাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। আর তখন সবাই মিষ্টির পাশাপাশি এগিয়ে আসে। আমার এক বন্ধুর কাছে সব ঘটনা শুনে সত্যিই অবাক হয়েছি। এতটুকু বোন আমার কত বড়ো হয়ে গেছে, ওর শিক্ষা, সাহস ও পরিবারের ঐতিহ্যবোধ সত্যিই ও অর্জন করতে পেরেছে। মিষ্টি না থাকলে আমাদের ঘরটি অন্ধকার হয়ে থাকে। ও সারাবাড়ি মাতিয়ে রাখে। ও সবকিছু আমার সাথে শেয়ার করে যাতে আমি ওকে সহযোগিতা করতে পারি। মিষ্টির ইচ্ছা ও বড়ো হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে। আশা করি ও নিজের চেষ্টায় ঠিক এগিয়ে যাবে। মিষ্টির প্রচেষ্টায় এলাকার দরিদ্র শিশুরা পড়ালেখা করতে পারছে। মিষ্টি আর তার বন্ধুরা মিলে ছোট্ট একটি সংগঠন দাঁড় করিয়েছে যে সংগঠনের কাজ হলো বিনামূল্যে শিশুদের শিক্ষা সেবা দেবে পাশাপাশি ওরা যাতে পুষ্টিকর খাবার পায় সেজন্য সবাই মিলে চাঁদা তুলে আর্থিক সহযোগিতারও একটা ব্যবস্থা করেছে। এভাবেই মিষ্টি আমার ছোটোবোন এগিয়ে যাবে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা আর মানবিকতায় শত শত মিষ্টিরা বিকশিত হবে। এমন বোনের ভাই হয়ে সত্যিই আমি গর্বিত।

প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'একতাই বল' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর।
কোনো এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। তাঁর চার ছেলে। কিন্তু তাঁর ছেলেদের মধ্যে কোন সুসম্পর্ক ছিল না। এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার.....।

একতাই বল

কোনো এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। তার চার ছেলে ছিল। কিন্তু তার ছেলেদের মধ্যে কোনো সুসম্পর্ক ছিল না। এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের একতাবদ্ধ করতে চাইতেন। কিন্তু ছেলেরা তার চেষ্টাকে কোনো মূল্য দিত না। ছেলেদের কথা ভেবে ভেবে বৃদ্ধ কৃষক এক সময় খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ এখন জীবন সায়াহ্নে। তিনি একদিন তার ছেলেদের ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের শেষ উপদেশ দেওয়ার জন্য এখানে ডেকেছি। আমি হয়তো বেশি দিন বাঁচবো না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি দেখে আমি খুবই অসন্তুষ্ট।" তিনি তার বড়ো ছেলেকে কিছু বাঁশের কঞ্চি আনতে বললেন, বড়ো ছেলেটি বাঁশের কঞ্চি আনলে তিনি তাকে সেগুলো এক সাথে বাঁধতে বললেন। অতঃপর বৃদ্ধ বড়ো ছেলেকে বললেন, "এবার বাঁশের আঁটিটি ভেঙে ফেলো।" বড়ো ছেলে আপ্রাণ চেষ্টা করলো কিন্তু আঁটিটি ভাঙতে পারলো না। এরপর একে একে সবাই চেষ্টা করলো। কেউই আঁটিটি ভাঙ্গতে পারলো না। পরে বৃদ্ধ আঁটিটি খুলে, ছেলেদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাঁশের কঞ্চি দিলেন। এবার বৃদ্ধ বললেন, "তোমাদের হাতের কঞ্চিটি ভেঙে ফেলো।" বৃদ্ধের ছেলেরা সহজেই তাদের নিজ নিজ কঞ্চি ভেঙে ফেললো। এবার বৃদ্ধ বললেন, "হে আমার পুত্রগণ! এর থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"। যখন কঞ্চিগুলো একসাথে বাঁধা ছিল তখন তোমাদের কেউই তা ভাঙতে পারনি। আর যখন কঞ্চিগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া হলো তখন তা ভাঙতে তোমাদের বেগ পেতে হয়নি। তাহলে তোমরা যদি বাঁশের কঞ্চির মতো একসাথে থাকো তাহলে কোনো শক্তিই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তা না করে পরস্পর ঝগড়া করো, তাহলে শত্রুরা সহজেই তোমাদের পরাজিত করবে। সুতরাং, তোমরা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। বৃদ্ধের সন্তানেরা তাদের পিতার উপদেশ মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো এবং সে মতে চলতে লাগলো। বৃদ্ধ সন্তানদের চমৎকার সহাবস্থান দেখে খুবই তৃপ্তি পেলেন।

Educationblog24.com

০৯। নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ:
এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। সে ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। গান গাইতে গাইতে সে রাতে ঘুমাতে যেত। সে অভাব অনুভব করত না। সে সুখি ছিল। তার বাড়ির পাশে একজন ধনী বাস করত। সে কাজ হতে.....

কৃষক ও টাকার থলে

এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। সে ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। গান গাইতে গাইতে সে রাতে ঘুমাতে যেত। সে অভাব অনুভব করত না। সে সুখি ছিল। তার বাড়ির পাশে একজন ধনী লোক বাস করত। সে কাজ হতে অনেক রাতে বাড়ি ফিরত। যখন সে বাড়ি ফিরত সে শুনতে পেত যে, গরিব মানুষটি গান গাইছে। সে বুঝতে পারত না কী করে একজন গরিব মানুষ এত সুখী হতে পারে! সে তার সুখের রহস্য বের করতে চাইল। তাই সে গরিব লোকটির কাছে এক হাজার টাকার থলে নিয়ে গেল। সে কৃষককে বলল," দেখ বন্ধু, তোমার জন্য আমি এক হাজার সোনার মুদ্রা নিয়ে এসেছি। এটি রাখ এবং তোমার অভাব তাড়াও।" কৃষক বিস্মিত হলো এবং নিজে নিজে বলল, "এক হাজার সোনার মুদ্রা অনেক টাকা।" সে ধনী লোকটার কাছ থেকে ব্যাগটি নিল এবং তাকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাল। গরিব লোকটির কোনো স্থান ছিল না টাকাগুলো রাখার। সে ভাবতেই পারছিল না কোথায় সে টাকাগুলো রাখবে। তার মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি আসল। সে ঘরের ভিতরে গর্ত করল এবং সেখানে টাকাগুলো লুকিয়ে রাখল। সে সবসময় ভাবত যে, তার টাকা চুরি হয়ে যাবে যে-কোনো সময়ে। তাই সে রাতে আর গান গাইতে পারত না। সে জেগে থাকত এবং তার রাতের ঘুম পালিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে, তার টাকা আছে কিন্তু মনে শান্তি নাই।

১০। "অল্পতেই তুষ্টি" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ:

অল্পতেই তুষ্টি

এক গ্রামে এক কৃষক বাস করত। তার নাম ছিল আহাদ। সে ছিল এক সহজ-সরল মানুষ, যার জীবনের বড়ো সম্পদ ছিল তার কঠোর পরিশ্রম আর উদার মন। প্রতিদিন ভোরবেলা, সূর্য উঠার আগেই, সে তার খেতের দিকে রওনা দিত। সারা দিন তিনি মাঠে কাজ করত, জমিতে ফসল ফলাত, গাছের যত্ন নিত, আর মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিত। তার জীবনে কোনো বড়ো চাওয়া-পাওয়া ছিল না, আর সেই নির্ভেজাল জীবনেই তিনি ছিলেন পরম সুখী। আহাদের বাড়ি ছিল একেবারে গ্রামের শেষপ্রান্তে, যেখানে সবুজ ধানখেত আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাতাস সবসময় বয়ে যেত। সেই বাড়ির পাশেই এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করতেন, যার নাম ছিল রমেশ। রমেশ ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে ধনী মানুষ। তার বিশাল অট্টালিকা, বাড়ির চারপাশে বিলাসবহুল বাগান, এবং প্রচুর জমি ছিল। রমেশের ধন-সম্পদের কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু তার জীবনে কোনো শান্তি ছিল না। প্রতিদিন রাতে, রমেশ যখন কাজ শেষে বাড়ি ফিরতেন, তখন আহাদের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানের সুর শুনতে পেতেন। আহাদ খালি গলায় আনন্দে গান গাইত, যেন তার জীবনে কোনো দুঃখই নেই। রমেশ অবাক হয়ে ভাবতেন, "কীভাবে এই গরিব কৃষক এত সুখী হতে পারে? তার তো আমার মতো ধন-সম্পত্তি নেই। তবুও সে কেন এত আনন্দিত?" রমেশ প্রতিদিন সেই সুর শুনে মুগ্ধ হতেন, কিন্তু তার মনের অস্থিরতা কাটত না। তিনি সারাক্ষণই ভাবতেন, "আমার এত কিছু আছে, তবুও আমি কেন এত অশান্তিতে থাকি? আমার জীবনে সুখ নেই কেন?" একদিন রমেশ আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আহাদের কাছে যাবেন এবং তার সুখের রহস্য জানবেন। পরের দিন সকালে, রমেশ আহাদের বাড়িতে গেলেন। তখন সে উঠানে বসে একটি পাকা পেঁপে কাটছিল। রমেশকে দেখে সে মিষ্টি হেসে বলল, "আরে রমেশ বাবু! আপনি এখানে? আসুন, বসুন। পেঁপে খাই।" রমেশ হেসে বসলেন, কিন্তু তার মন ছিল গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তিনি বললেন, "আহাদ, আমি প্রতিদিন রাতে তোমার গান শুনি। তোমার গান শুনে মনে হয়, তুমি খুব সুখী মানুষ। কিন্তু আমার বুঝতে কষ্ট হয় – তোমার তো কিছু নেই, তবুও তুমি এত সুখী কীভাবে?" আহাদ হাসতে হাসতে বলল, "বাবু, সুখ কি শুধু ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে? আমার কাছে আছে যা, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। প্রতিদিন ভোরে উঠে মাঠে কাজ করতে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকি, যা পাই তা খেয়ে খুশি থাকি। দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরি, তখন মনে হয়, আজকের দিনটি সফলভাবে শেষ হয়েছে। আর সেই তৃপ্তিতেই আমি গান গেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।" রমেশ অবাক হয়ে শুনলেন। তিনি আরও জানতে চাইলেন, "তুমি কি কখনো আরও বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছে কর না? ধন-সম্পদ, বিলাসিতা – এগুলো না থাকলে কি জীবন অসম্পূর্ণ লাগে না?" আহাদ মাথা নাড়িয়ে বলল, "না, বাবু। আমার জীবনের আসল সম্পদ হলো শান্তি, আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। আমি যা পাই তাতেই খুশি। আমি জানি, ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সুখ আসে মন থেকে, আর সেটাই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার জীবনে।" রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আহাদের কথাগুলো তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল। তিনি এতদিন শুধু ধন-সম্পদ অর্জনের পিছনেই ছুটছিলেন, কিন্তু কখনো নিজের মনকে প্রশ্ন করেননি, "আমি কি সত্যিই সুখী?" রমেশ বুঝতে পারলেন, সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেতে হলে শুধু ধন-সম্পদ নয়, প্রয়োজন মনের প্রশান্তি আর কৃতজ্ঞতা। এরপর রমেশ ধীরে ধীরে তার জীবনধারা পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। তিনি আর শুধু ধন-সম্পত্তির পিছনে দৌড়ালেন না। তিনি আহাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে মনের মধ্যে ধারণ করলেন। নিজের প্রতিদিনের জীবনে ছোটো ছোটো জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করলেন। তিনি নিজে সকালে উঠে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতে লাগলেন। দিনশেষে তিনি নিজের কাজের তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতেন, আর আহাদের সাথে বসে গান গাইতেন। গ্রামের লোকেরা দেখল, রমেশের জীবন বদলে যাচ্ছে। তিনি আর আগের মতো আত্মকেন্দ্রিক ধনী ব্যক্তি নেই; বরং, তিনি এখন একজন শান্ত, স্নেহময় মানুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি আহাদের মতোই খুশি এবং তৃপ্তির সাথে জীবন কাটাতে শিখেছেন। রমেশ আর আহাদ এখন ভালো বন্ধু। তাদের মধ্যে ধনী-গরিবের কোনো পার্থক্য রইল না। তারা প্রায়ই সন্ধ্যায় একসাথে বসে আড্ডা দিতেন, গান গাইতেন, আর গল্প করতেন। তাদের গানের সুরে মিশে যেত প্রকৃত সুখের আসল মর্ম, আর সেই সুরে রাতের আকাশ ভরে উঠত।

Educationblog24.com

নিজে কর

১১। নিচের সংকেত অনুসরণে 'লক্ষ্য যেথা স্থির' শিরোনামে একটি গল্প তৈরি কর:
পড়ালেখায় ভালো হলেও নবম শ্রেণি পাসের পর বিয়ে হয় মিনুর। কিন্তু রিকশাচালক বাবা পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে না পারায় ... [ঢা.বো.'২৪]

১২। 'মাদকাসক্তির কুফল' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর। [রা.বো.'২৪]

১৩। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ:
মঞ্চের দিকে পুরস্কার নিতে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সোহেলী। চারদিকে তুমুল করতালি। কিন্তু তার চোখে অশ্রু। সে..... [চ.বো.'২৪]

১৪। 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [ব.বো.'২৪]

১৫। প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে 'আজ সফলতার সিঁড়িতে' শিরোনামে খুদে গল্প রচনা কর:
জীবন বড়োই বিচিত্র। লিমার এমন একদিন ছিল, যখন প্রতিবেলা খাবার খাওয়ার মতো অর্থ তার ঘরে ছিল না। জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে আজ একটা ভালো চাকরি করে সে। বাবা-মা বড়ো দুঃখে মানুষ করেছে.... [য.বো.'২৪; সি.বো.'১৯]

১৬। নিচের শিরোনাম অনুসারে একটি খুদে গল্প লেখ।
'নানা রঙের দিনগুলি' [কু.বো.'২৪]

১৭। নিচের অনুচ্ছেদটি অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ:
সবুজ শ্যামল বাংলা মায়ের সোনালি ফসলের মাঠ আজ কংক্রিটের চাপায় পিষ্ট..... [দি.বো.'২৪]

১৮। উপযুক্ত শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুলে গল্প লেখ।
জকি অনেক জমির মালিক। জীবনের নেশা যেন তার শুধু জমি কেনা। তার স্ত্রী তাকে জমি কেনা থেকে বারণ করতে পারছে না। তাদের একমাত্র মেয়ে জুহির পড়াশোনার দিকেও সে নজর দিতে পারছে না। জমি বিক্রির খবর পেলেই সে বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে..... [ম.বো.'২৪]

১৯। খুদে গল্প রচনা কর: 'সত্যবাদিতার পুরস্কার'। [মাদ্রাসা বো.'২৪]

২০। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়ানো বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর। [চ.বো.'২৩]

২১। প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'লোভের পরিণাম' শীর্ষক একটি খুদে গল্প রচনা কর।
গল্প সংকেত: স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফলের বাগান করে রমিজ।..... [দি.বো.'২৩]

২২। চার ভাই-বোনের মধ্যে রাজু সবার বড়ো। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একদিকে নিজের উচ্চ শিক্ষা, অন্যদিকে ..... [রা. বো.'২২]

২৩। গল্প সংকেত: ধৈর্য ধারণ করলে যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।..... [ব. বো.'২২]

২৪। মেয়েটি দৌড়াচ্ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওদিকে মেয়েটির ব্যাগে সমানে মোবাইল ফোন বেজে চলেছে .... [ম. বো.'২২]

২৫। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন' বিষয়ক একটি খুদে গল্প লেখ। [য. বো.'১৯; ব.বো.'১৭]

২৬। 'রক্তঝরা ফাগুন' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [কু.বো.'১৭]

২৭। নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ-পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার–আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়-এক বন্ধুর সাঁতার জানে আরেক বন্ধু সাতারে অক্ষম.....। [দি.বো.'১৭]

২৮। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে খুদে গল্প রচনা কর: 'স্মৃতিময় ভুবন ডাঙ্গার মাঠ।'

২৯। প্রদত্ত শিরোনাম 'সাদা মনের মানুষ' অবলম্বনে ও সূচনা বাক্য অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
আফাজ সাহেব ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি আদর্শ সমাজের। তাই.....

৩০। খুদে গল্প রচনা কর:
পুরানো কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে হলদে হয়ে যাওয়া চিঠিটা হাতে এলো, আমারই লেখা চিঠি কিন্তু .....

৩১। 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

৩২। শিরোনাম উল্লেখপূর্বক প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে একটি খুদেগল্প রচনা কর: একদা এক রাখাল .....

৩৩। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার মা' শিরোনাম একটি খুদে গল্প রচনা কর।
যার কথা ভাবলেই অপূর্ব মধুময় এক কোমল অনুভূতির শিহরণ জাগে মনে তিনি আমার.....

৩৪। 'এক বিকেল' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

৩৫। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
আমার মোবাইল ফোনটি বাজছে। ঘুম চোখে ফোনে কথা শুরু করতেই অপর প্রান্ত হতে বাবার কণ্ঠ-তোমার মা.....

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

নির্মিতি

প্রবন্ধ রচনা

ট্রিকস

- প্রবন্ধ রচনার অনুশীলন আমাদের সুসংহতভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাষা ব্যবহারে নৈপুণ্য আনয়ন, যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চিন্তার গভীরতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- বোর্ড প্রশ্নের ১২ নং প্রশ্নে পাঁচটি প্রবন্ধ রচনার বিষয় থাকে যার মধ্যে যেকোনো একটির উত্তর করতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ২০।
- রচনার বিষয় হিসেবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা, শিল্প ও অর্থনীতি এবং সাম্প্রতিক বিষয় থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। তাই যেকোনো দুইটি অংশ ভালো করে পড়লেই হয়।
- রচনা লেখার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখে খাতা ভর্তি না করে যৌক্তিক ও বিষয়ানুগ বর্ণনা করতে হবে। রচনার ক্ষেত্রে পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তাই পয়েন্টের শিরোনাম অনুযায়ী যাতে বিষয় বর্ণিত হয় সেক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে খুব বেশি পয়েন্ট করা যায় না। তাই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এ অংশের উত্তর না করাই শ্রেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা জাতীয় চেতনা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা তোমাদের জন্য সহজ অপশন হতে পারে।
- তবে, সর্বোপরি এটি তোমার সিদ্ধান্ত। যে বিষয়টি সম্পর্কে তুমি সবচেয়ে ভালো জানো এবং সবচেয়ে বেশি গুছিয়ে লিখতে পারবে, সে বিষয়েই প্রবন্ধ রচনা লিখবে।

প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধ রচনা লিখন-কৌশল

লেখক তার নিজের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রচনা করেন তাকে প্রবন্ধ রচনা বলে। এর সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যথা:

- ভূমিকা: ভূমিকা হচ্ছে প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশ যেখানে লেখার মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন ঘটে। ভূমিকা যত আকর্ষণীয় হবে রচনাটিও পাঠকের কাছে তত হৃদয়গ্রাহী হবে। ভূমিকাতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয়।
- মূল অংশ: এ অংশে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় সংকেত (Points) এ ভাগ করে নিতে হবে। সংকেতের বিস্তার কতখানি হবে তা ভাব প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। এর আয়তনগত কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই।
- উপসংহার: এটি প্রবন্ধের সিদ্ধান্তমূলক বা সমাপ্তিসূচক অংশ। এখানে লেখক তার আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তার নিজস্ব অভিমত বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ/একুশের চেতনায়'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ/মুক্তিযুদ্ধের চেতনা/জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

[ঢা. বো.'২৪, ১৭; চ.বো.'২৪; ব.বো.'২৪; রা.বো., সি.বো., দি. বো'২৩; কু. বো.'২৩, ১৯; য. বো.'১৯; য. বো.'১৭]

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ

ভূমিকা: বাঙালি জাতির ইতিহাসে সব থেকে গৌরবোজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাঙালি স্বাধীন জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। এ স্বাধীনতা অর্জনের পথ মোটেও সহজ ছিল না। এর জন্য লাখ লাখ বাঙালিকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছি। এ স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। তাই আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস বেদনাবহুল হলেও গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তান লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের দুঃশাসন, শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে এদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করে। কিন্তু আত্মসচেতন বাঙালিরা তা মেনে নেয়নি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারা তাদের জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয় সূচনা করে। তারপর আসে ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন এবং ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বাংলার মানুষের এই বিজয়কে পাকিস্তানি সামরিক সরকার নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আলাপ-আলোচনার নামে প্রহসন চালায়। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা

Educationblog24.com

হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের কাজের ফলে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে রাজপথে নেমে আসে। যার ফলে বাঙালির জাতীয় উত্থানে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর ২৫শে মার্চ কাল রাতে অতর্কিত হামলা চালানো হয় বাঙালির ওপর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত আন্দোলন: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করতে তাদের ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বে বিভিন্ন পথসভা, সমাবেশ ও পতাকা দিবসে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন সরকার এ আন্দোলন বানচাল করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ভাষার দাবিতে রাজপথে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ঘটে যুক্তফ্রন্টের। এই যুক্তফ্রন্টের কাছেই মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং পাকিস্তানিদের শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় সর্বশেষ পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান এক প্রহসনের নির্বাচন দিয়ে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে। এরপর ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করা হয় যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। কিন্তু বাঙালিকে তারপরও পাকিস্তান সরকার দমন করতে পারেনি। ৬ দফার সঙ্গে এবার যুক্ত হয় ছাত্রসমাজের ১১ দফা। আইয়ুব সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, অপরাজনীতি এবং কূটকৌশলের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। এরই পথ ধরে শুরু হয় ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্ররা যে আন্দোলনের সূচনা করে ১৯৬৯ সালের শুরুতে সেটিই গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে পাকিস্তান সরকারের টালবাহানা জনমনের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭১-সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো লাখো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। এরপর ২৫শে মার্চের রাত বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে চরম অশুভ বার্তা। এ রাতেই নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। এ মুক্তিবাহিনী আবার সরকারি পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল- (১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) অনিয়মিত বাহিনী। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিলেন সেসব সদস্য যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপিআরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয় ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও মুক্তিসেনাদের নিয়ে কয়েকজন বীর বাঙালি গেরিলা বাহিনী সৃষ্টি করেন। সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন বা আফসার বাহিনী (ভালুকা-ময়মনসিংহ), হেমায়েত বাহিনী (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল)। এভাবে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন: ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন কামারুজ্জামান। ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কর্নেল এমএজি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই অস্থায়ী সরকারের অধীনেই পরিচালিত হয় ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং প্রবাসী সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী প্রবাসী সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করত। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বিপ্লবী সরকার আঞ্চলিক কমান্ডারদের নিয়ে গঠন করে একটি ফৌজ এবং সমগ্র দেশকে চারজন দক্ষ সেনা নায়কের নেতৃত্বে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করে। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেকটির জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডারও নিযুক্ত করেন। এভাবেই অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ: ১৯৭১ সনের নভেম্বরের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী যৌথভাবে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। ৬ই ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। ভারত স্থল, নৌ ও বিমান পথে যুদ্ধ শুরু করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরাজিত হতে থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় পাকিস্তানি সবগুলো যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়: ১৪ই ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বাঙালি মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছে। ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি তার ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। ফলে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক, যা একটি সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। এই চেতনা আমাদের জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি, যা সমাজে ন্যায়বিচার, সমানাধিকার এবং সকল ধর্ম, জাতি ও শ্রেণির প্রতি সম্মানের আদর্শকে ধারণ করে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ চেতনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে এবং একটি শোষণমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে আমাদের অবিচল অঙ্গীকারকে নির্দেশ করে। স্বাধীনতার চেতনার আলোকে বাংলাদেশ আজ অর্থনীতি, শিক্ষাক্ষেত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দেশটি একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বদরবারে এক সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

উপসংহার: স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার হলেও বাঙালি তা এমনি এমনি পায়নি। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। শত বাধার মুখেও বাংলাদেশের মানুষ থেমে থাকেনি। দৃঢ় প্রত্যয় আর সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে জয় ছিনিয়ে আনতে। বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ থেকে যে চেতনা লাভ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার টানে বাংলাদেশের মানুষ আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখেছে তা ইতিহাসে বিরল। তাঁদের জীবনের বিনিময়েই আজ বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

০২। বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ কৃষিকাজে বিজ্ঞান [ঢা.বো.'২৪; কু. বো.'১৯; ব.বো., য.বো.'১৭]

বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভূমিকা: বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষণীয়। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অজস্র উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্যও হয়েছে সহজলভ্য।

কৃষির অতীত-কথা: কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল সংগ্রহ করত এবং বনজঙ্গলের পশু-পাখি শিকার করতো। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সন্ধানে তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এরপর ধীরে ধীরে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। সূচনা হয় কৃষিকাজের। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিন্ত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন যতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলছে। জমিকে উর্বর করতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। সারাদেশে কৃষি জমি চাষে ৯০%, আগাছা দমনে ৬৫%, কীটনাশক প্রয়োগে ৮০%, সেচকার্যে ৯৫% এবং ফসল মাড়াইয়ের কাজে ৭০% যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব হয়েছে।

উন্নত বিশ্বে কৃষি: উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রিপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), ম্যানিউর স্প্রেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র), মিল্কার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টর আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ: কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ১১.৩৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৯৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাণ্ডার। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুর্বরতাকে এবং পানির দুর্লভতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌঁছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি ৯১ লাখ হয়েছে এবং প্রতি বছর নতুন ২০-২২ লাখ লোক জনসংখ্যায় যোগ হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা যদি ১.৩৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন জনসংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি হবে। এই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা আবশ্যক।

Educationblog24.com

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা: কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা ইতঃমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছেন, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছেন। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোক্রমে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

পরিবেশকে বিঘ্নিত না করে দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বিনা (বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট) কাজ করে যাচ্ছে। বিনা এ যাবৎ ১৮টি ফসলের ১২৩টি উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতসহ অর্ধশতাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২; লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৮, দ্বৈত লবণাক্ততা ও বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-২৩; লবণাক্ততাসহিষ্ণু চীনাবাদামের জাত বিনা চীনাবাদাম-৫,৬, ৭, ৮, ৯, ১০; লবণাক্ততাসহিষ্ণু সয়াবিনের জাত বিনাসয়াবিন-২, ৩, ৫ ও বিনাতিল-২; খরাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৭, ১৯, ২১; খরাসহিষ্ণু মুগ এবং মসুরের জাত বিনামুগ-৮ ও বিনামসুর-৯; পানি ও সার সাশ্রয়ী বিনাধান-১৭; জিংকসমৃদ্ধ বিনাধান-২০, সাময়িক জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু বিনাসরিষা-৯ এবং পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার: কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্বার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।

[ঢা.বো., চ.বো.'২৪; সি.বো.'২৩; রা. বো.'১৯; রা. বো.'১৭]

০৩। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা:

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু...."

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ দেশে দেশে ভ্রমণ করে আসছে। পৃথিবী দেখার দুর্নিবার নেশায় মানুষ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়েছে- বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে অজানা অচিন দেশে। মানুষের এই দুর্নিবার ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা থেকেই পর্যটনশিল্পের উৎপত্তি। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পর্যটনের রূপ ও প্রকৃতিতে এসেছে অভাবিত পরিবর্তন। পর্যটন এখন শুধু কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দেশভ্রমণ নয়, বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশ্বজনীন শখ ও নেশা। আর তাই পর্যটন এখন একটি শিল্প, যা অনেক দেশের অর্থনীতির একটি মুখ্য উপাদান। ইতোমধ্যেই এ শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পর্যটন কী: পর্যটনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। পর্যটন একাধারে একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড। পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপার্জনমূলক এবং এর কর্মকাণ্ড নিয়ত স্থানান্তরী ও অস্থায়ী অবস্থানমূলক। AIEST (অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস ইন সায়েন্টিফিক ট্যুরিজম)-এর মতে, কোনো উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত নয় এবং স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে না এমন ব্যক্তির ভ্রমণ এবং কোথাও থাকা থেকে উৎসারিত প্রপঞ্চ ও সম্পর্কের সমষ্টি হচ্ছে পর্যটন। সংক্ষেপে, জাগতিক সৃষ্টি দেখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির অনোপার্জনমূলক স্থানান্তর, অস্থায়ী অবস্থান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজকর্মকে পর্যটন বলা যায়।

পর্যটনের সূচনা: ত্রয়োদশ শতকে মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনি, অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণির ইউরোপে গ্র্যান্ড ট্যুর, উনবিংশ শতাব্দীতে ডেভিড লিভিং স্টোনের আমেরিকা সফর পর্যটনের স্বাক্ষ্য বহন করে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করে মূল্যবান নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বঙ্গ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করে মন্তব্য করেন যে, 'A sleeping beauty emerging from mists and water'। চতুর্দশ শতকে সুলতান ফখরুউদ্দিন মোবারক শাহের আমলে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁ ভ্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান বঙ্গ ভূখণ্ডে আগমন করেন।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ: বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্ত জোড়া সবুজের সমারোহ, ঋতুতে ঋতুতে রং আর রূপের অপরূপ বর্ণিল শোভা- সবকিছু মিলে এ দেশ সৌন্দর্য মহিমায় অনন্য। পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা-

Educationblog24.com

- প্রাকৃতিক বা বিনোদনমূলক পর্যটন: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, শহরের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা কিংবা হঠাৎ করে কোনো নতুন পরিবেশের ছোঁয়া পাবার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির কাছে। এ ধরনের নয়ন-কাড়া প্রাকৃতিক অবস্থান বাংলাদেশে প্রচুর রয়েছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও চা বাগান, সিলেটের তামাবিল ও জাফলং, রাঙামাটির নয়নাভিরাম কৃত্রিম হ্রদ, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, বর্ণাঢ্য উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারা।
- রোমাঞ্চকর ভ্রমণ এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন: রোমাঞ্চকর ও পরিবেশভিত্তিক পর্যটনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচিত্র বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদসম্ভার দেখা যায়। রাঙামাটির হ্রদে নৌবিহার, মৎস্য শিকার, জলক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্রেকিং, হাইকিং ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। সাগরের বুক চিরে অপরূপ দ্বীপ সেন্টমার্টিন। পর্যটক আকর্ষণের এমনি অনেক সুযোগ আছে আমাদের এই বাংলাদেশে।
- সাংস্কৃতিক পর্যটন: ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন সাংস্কৃতিক পর্যটনের পর্যায়ভুক্ত। মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকার লালবাগের দুর্গ, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁও জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, নাটোর ও পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং এমনি আরো অনেক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে বাংলাদেশে।
- ধর্মীয় পর্যটন: বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা মূলত ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই কিছু কিছু স্থানে ভ্রমণ করে। ঐতিহাসিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় স্থান বাংলাদেশে বিস্তৃত। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাজার, দরগাহ, মঠসহ বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সারাদেশময়। এসব আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজার, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, মহাস্থানগড়, নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আর্মেনিয়ান চার্চ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির দরগাহ, সীতাকুণ্ড মন্দির, সিলেটের হযরত শাহজালালের দরগা, কক্সবাজারের রামু মন্দির, রাজশাহীর তাহেরপুর রাজাবাড়ি প্রভৃতি।
- নৌ পর্যটন: বিনোদনমূলক পর্যটনের জন্য এ দেশের নদনদী আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে বহুকাল যাবৎ। বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। ২৫৭টি ছোটোবড়ো নদনদী জালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে দেশজুড়ে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য অনেকাংশেই ফুটে ওঠে নৌভ্রমণের মাধ্যমে। এখান থেকেই অনুভব করা যায় সোনারবাংলার প্রকৃত ছবি।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা: স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে পর্যটন নীতিমালায় পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পরও সম্ভাবনাময় এ খাতটির কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যাসমূহ-

- রাজনৈতিক অস্থিরতা: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবসময় রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেক সময় অস্থিতিশীল থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। এ ধরনের অবস্থা পর্যটকদের অনুৎসাহিত করে।
- বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ সংকট: বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে ইমেজ সংকটে পতিত হয়। অনেক বিদেশি পর্যটকরা আসে এদেশের সাথে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আছে কিনা তা দেখতে। পাশাপাশি তারা জানতে ও দেখতে চায় এদেশের সেবাখাত কতটুকু মানসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তোষামোদ ইত্যাদি বিষয়গুলো যখন তাদের জ্ঞানে ধরা পড়ে তখন তারা হতাশা ও বিরক্তিতে আমাদেরকে একটি অলস, জাতি হিসেবে মন্তব্য করে।
- পর্যটকদের নিরাপত্তাহীনতা: নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে দেশের মানুষই দেশের অন্যত্র পর্যটনে বেরোয় না, আর বিদেশিরা তো আসবেই না। সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা শুরু হয় যখন একজন বিদেশি এয়ারপোর্টে এসে নামে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর ভিতরে যাত্রী হয়রানি, লাগেজ চুরি, পকেট মার, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি বিমানবন্দরের ভেতরে নিরাপদ ট্যাক্সির ব্যবস্থাও নেই।
- উন্নত সুযোগ-সুবিধার অভাব: আকর্ষণীয় রিসোর্ট, যোগাযোগ অবকাঠামোর অনুন্নত অবস্থা পর্যটন শিল্পের প্রসারে অন্যতম প্রতিবন্ধক। যেসব নতুন হোটেল/ রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে, তারা বেশি টাকা দিয়ে কর্মী নিয়ে যাচ্ছে আরেক হোটেল/ রিসোর্ট থেকে। ফলে কোন না কোন প্রান্তে শূন্যতা থেকেই যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা অবকাঠামো নির্মাণে বানাতে যেভাবে বিনিয়োগ করছেন, কর্মী বানাতে সেভাবে করছেন না। ফলে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামোর ভেতরে মফস্বল মানের সার্ভিস ও ব্যবস্থাপনার সংকট ঘুরপাক খাচ্ছে।
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব: বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। অধিকাংশ রাস্তা দুর্ঘটনাপ্রবণ। পর্যটকদের জন্য বিশেষ কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। পরিবহনগুলোতে মানুষ ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে যাতায়াত করে তা দেখে একজন বিদেশি পর্যটকের বুকের হৃদস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে যায়।
- পর্যটন কূটনীতির অভাব: কূটনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পর্যটন ও পর্যটন শিল্পের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।
- জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যথাযথ সংরক্ষণ না করা: দেশে প্রয়োজনীয় পর্যটন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের সমুদ্রসৈকত সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্যব্যবস্থা না থাকায় জাহাজ ভ্রমণকালে পর্যটকেরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমুদ্রে ফেলে পরিবেশদূষণ করছে। প্রবালের ফাঁকে এসব দ্রব্যাদি জমে এক ধরনের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের ভিসা প্রক্রিয়ার জটিলতা, পর্যাপ্ত গাইড ও গাইডবুকের অভাব বিদেশি পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করে।

Educationblog24.com

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা: আমাদের পর্যটন শিল্প শুধু সমস্যা বেষ্টিত নয়। এখানে অবারিত সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশে পর্যটনের সূচনা হয় ১৯৬০-এর দশকে। ১৯৭৩ সালে পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প বিকশিত হতে থাকে। পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, বিশদ পরিকল্পনা নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে। এছাড়া এ শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। যে সম্ভাবনাগুলোকে পুঁজি করে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, সেগুলো হলো-

- প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে পর্যটকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাসন সুবিধা, অবকাঠামো সংস্কার, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে ২০২১ সালের শেষে বাংলাদেশের পর্যটন খাত দেশের অন্যতম সমৃদ্ধশালী শিল্পে পরিণত হবে।
- World Tourist Organization তথা বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (WTO) পর্যটন শিল্পের জন্য অপরিহার্য যেসব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, পাহাড়-নদী-অরণ্য, সমুদ্র সৈকত, মানুষের বিচিত্র জীবন ধারা, বন্য প্রাণী, নানা উৎসব ইত্যাদি তার সবই বাংলাদেশে বিদ্যমান।
- এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ পর্যটন শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও এ শিল্পকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়: বাংলাদেশের মতো একটি অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ পর্যটনের জন্য খুবই উপযোগী। পর্যটন শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন-

- অবিলম্বে পর্যটন সম্পর্কিত নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য পর্যটকদের যে ধরনের সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার, যে ধরনের আস্থা অর্জন দরকার সেসব অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বিদেশি পর্যটকদের হয়রানি কমিয়ে বিমানবন্দরে 'অন এরাইভাল ভিসা' প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
- পর্যটনের আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু এবং বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে ১০ বছরের জন্য ট্যাক্সহলিডের সুবিধা, পর্যটন খাতে সরকারি বাজেট বৃদ্ধি ও টুরিস্ট পুলিশ গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- পর্যটনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো তথা পর্যটনের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও যুগোপযোগী নীতিমালা কার্যকর করতে হবে।
- হোটেল সার্ভিস, রান্না, বিদেশিদের সাথে কথোপকথন এবং সেবা প্রদান প্রভৃতির ওপর যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে তা পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে এবং যুবকদের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত হবে।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটন গাইড গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষ ব্যক্তিদের দুষ্প্রাপ্যতা দূর করতে হবে।
- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোর ওপর ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

উপসংহার: পর্যটনকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা 'অদৃশ্য রফতানি পণ্য'। পর্যটন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের মতো পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশে। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, নৈসর্গিক দৃশ্য সবই পর্যটন শিল্পের অনুকূলে। এখন শুধু প্রয়োজন সুস্থ, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং দেশপ্রেম। পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশকে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো ও থিম 'রূপময় বাংলাদেশ' (বিউটিফুল বাংলাদেশ)-এর উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তি অনুযায়ী পর্যটন ও টেলিকমিউনিকেশনকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) ও পর্যটন জোটের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। গঠিত হচ্ছে পর্যটন সমবায় সমিতি। আশা করা যায় সম্মিলিতভাবে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমেই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেবে। [চ.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩; চ. বো., ব. বো.'১৯]

নির্মিতি অংশ

১৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি/ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

ভূমিকা:

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

- বড়ু চণ্ডীদাস

সত্যিকার অর্থেই মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো সে মানুষ; সৃষ্টির সেরা জীব। যার মধ্যে আছে বুদ্ধি, বিবেক, বিচার-বিবেচনা ও মানবতাবোধ। স্রষ্টার সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষই কেবল সচেতনতায়, বুদ্ধিমত্তায় স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। তবে এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ কখনো কখনো তার মনুষ্য পরিচয় ভুলে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের বিভেদ সৃষ্টি করে তারা রচনা করে নতুন নতুন কিছু পরিচয়। এরপর নিজ নিজ জাত, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকে সমুন্নত রাখতে, নিজেদের পরিচয়কে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। জন্ম নেয় অন্যদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা। যার ফলে সহিংসতা ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এর থেকে মানুষকে সুপথে ফেরাতে পারে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কালের বিবর্তনে আমাদের এ বাংলাদেশে যে জীবনধারা গড়ে উঠেছে সেখানে বসবাস করছে নানা ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষ। এদেশের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, এখানে কেউ কখনও কারও অনুষ্ঠান পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ- খ্রিস্টান-বাঙালি-আদিবাসী সকলেই ছোটো এ ব-দ্বীপটিতে যেন একই সুতোয় গাঁথা। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে সম্প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।

Educationblog24.com

সম্প্রদায়: সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এবং তাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত মানসিকতা রয়েছে। একই সঙ্গে তাদের পেশা ও জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে মিল লক্ষ্যণীয়। যেমন বেদে সম্প্রদায়, কুমোর সম্প্রদায় ইত্যাদি। একইভাবে আমরা গ্রামীণ ও শহরের মানুষদের গ্রামীণ সম্প্রদায় ও শহুরে সম্প্রদায় হিসেবে বলতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার সম্প্রদায়কে এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন, যারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এবং যারা একই ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতি দৃঢ়। সম্প্রদায়ের ভিত্তি হলো এলাকা ও সম্প্রদায়গত মানসিকতা।

সাম্প্রদায়িকতা: সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব। সমাজবদ্ধ মানুষ নানা ধর্ম-গোত্র-জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যখন এসব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে বা আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অন্য ধর্ম, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বিদ্বেষপূর্ণভাবে দমন করে বা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে বা করতে থাকে, তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে।

- বহুভাষাবিদ, গবেষক ও সাহিত্যিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা।"
- লেখক ও শিক্ষাবিদ সলিমুল্লাহ খান মনে করেন, "নিজের বাসভূমে নিজের অধিকার দাবি করা সাম্প্রদায়িকতা নহে, অন্যের অধিকার অস্বীকার করাই সাম্প্রদায়িকতা।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: 'প্রীতি' শব্দটি প্রেমের সমার্থক আর 'সম' উপসর্গটি 'একই' বা 'সমান' অর্থদ্যোতকতা দেয়। তাই বলা যেতে পারে যে, সম্প্রীতি মানে 'সমান প্রেম বা একই পরিমাণ ভালবাসা'। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় সম্পর্ক ও বন্ধন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে এক সাথে একই সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানকে বোঝায়। সেখানে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো জাত্যভিমান থাকে না। কেউ কাউকে ছোটো ভাবে না। কেউ কাউকে বড়োও ভাবে না। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে না। কেউ কাউকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে না। একই সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের চোখে সম্প্রদায়ভেদে সবার অধিকার সমান এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকারী। এ সাংবিধানিক অনুশাসনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষাকবচ।

সাম্প্রদায়িকতার কুফল: সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে এতই অন্ধ করে দেয়, বিচার বুদ্ধিহীন করে দেয় যে সুদীর্ঘকাল ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা লোকালয়কে মুহূর্তের মধ্যে বিরাণ ভূমি বানিয়ে ফেলতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। সাম্প্রদায়িকতা কখনো কারো কোনো মঙ্গল করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা কেবল মাত্র মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, মারামারি, হানাহানি সৃষ্টি করতে পারে। এটা মানুষকে সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎসাহী করে তোলে। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে এই সাম্প্রদায়িকতা। ফলে জাতীয় জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। মানুষের সম্পদ ও প্রাণহানি ঘটে। সমাজে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। জাতীয় অগ্রগতি থমকে যায়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা: দেশ ও জাতি গঠনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য একটি বিষয়। একটি দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকে তাহলে তারা কখনোই একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে সেই জাতির ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজ ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা দেয়। মানুষে মানুষে আস্থার অভাব দেখা দেয়, অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এমন কি কখনো কখনো দেশের সার্বভৌমত্বও হুমকির মুখে পড়ে। শুধুমাত্র একটি দেশের ভেতরেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খুবই জরুরি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে গোটা বিশ্বই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যতই উন্নয়ন পরিকল্পনা আর অর্থনৈতিক উন্নতির ঘোষণা দেই না কেন, এর জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি এ দেশের বহুকালের ঐতিহ্য। আবহমানকাল ধরে এই ভূখণ্ডে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান সম্প্রদায়ের লোক একত্রে আন্তরিকতা আর সৌহার্দ্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তবুও এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে বাস করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাম্প্রতিক চিত্র ও আমাদের করণীয়: আবহমানকাল থেকে বাংলা ভূখণ্ডে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মমতের অনুসারীরা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে মিলেমিশে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য সংহত রেখেছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা লক্ষ করছি হঠাৎ করেই যেন হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে একটি মহল আবার সোচ্চার হয়েছে। কথায় কথায় ধর্ম অবমাননার কথা বলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করা হচ্ছে। আবার কোথাও ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে নানা সহিংস হামলার ঘটনাও ঘটেছে যা সত্যিই উদ্বেগের। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আমাদের করণীয় হলো –

- জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মগত বিভেদকে তুচ্ছ করে সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে জোড়ালো করতে হবে। সকলের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস।
- রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

Educationblog24.com

ধর্মান্ধতা ত্যাগ করে মানুষের প্রতি, অন্য ধর্মের প্রতি, সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে কেউ যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে নজর দিতে হবে।

➢ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে রাষ্ট্র কর্তৃক পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

➢ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, বিভ্রান্তিমূলক বা উস্কানিমূলক পোস্ট, ভিডিও প্রচারকারীকে শনাক্ত করার মাধ্যমে আইনের আওতায় আনার জন্য সাইবার ক্রাইম মনিটরিং সেল গঠনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার: "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি" – কবির এই কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলে কোনো মানুষের পক্ষে সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে। মানুষকে ঐক্যে বিশ্বাস করতে শেখায়। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন বিশ্বাস জোরালো করে তেমনি অন্যের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না এই বোধও তৈরি করে দেয়। আমাদের প্রতিটি নাগরিকের আজ প্রধান কর্তব্য হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ বন্ধনকে আরও মজবুত করা। স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, তেমনি তা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সকল ধরনের বৈষম্য ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তাহলেই আমরা বিশ্বের বুকে একটি সভ্য ও আদর্শ জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবো।

০৫। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/ পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

[রা.বো., দি.বো., ম.বো.'২৪;ঢা. বো.'২৩, ১৭; রা.বো., কু.বো.'২৩; সি. বো., কু. বো.'১৯]

ভূমিকা: তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হিসেবে স্বীকৃত এবং এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বৃহত্তম খাত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প জাতীয় অর্থনীতির প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে এ খাত থেকে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বহুলাংশে পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পোশাক শিল্পের পটভূমি/প্রেক্ষাপট: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭৬ সালে দর্জিদের সংগঠিত করে গার্মেন্টস শিল্পের পদচারণা শুরু হয়। দেশের দুই প্রধান নগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্বল্প পরিসরে বিক্ষিপ্তভাবে এ শিল্প প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৭৬-১৯৭৭ অর্থবছরে মাত্র তিনটি গার্মেন্টসের তৈরি পোশাক রপ্তানির মধ্যে দিয়ে পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে ৪৭টি গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠে। এরপরই গার্মেন্টস খাতে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। ১৯৮৭ সাল নাগাদ দেশে ৬২৯টি এবং ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২২৬৮টি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সাল নাগাদ গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে যায়। গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি হতেই এ খাতের অগ্রগতির একটি প্রতিচ্ছবি লাভ করা যায়। বর্তমানে এ খাত দেশের অর্থনীতির বৃহৎ খাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত এবং মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বৃহত্তম খাত।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার: বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করছে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে, যা মোট রপ্তানির প্রায় ৫৬%। দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৮৪টি ক্যাটাগরি আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ৩৬টি ক্যাটাগরি উৎপাদন করে থাকে, যার মধ্যে ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাভুক্ত এবং বাকি ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাবহির্ভূত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সারা বিশ্ব থেকে ৭৮টি ক্যাটাগরির পোশাক আমদানি করে থাকে।

দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে করোনাভাইরাস পরবর্তী প্রভাব: মার্চ ২০২০ এ পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ায় মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সরকার রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। সেই তহবিল থেকে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কারখানার মালিক ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ঋণ নিয়ে তিন মাসের মজুরি দিয়েছেন। সাড়ে ৪ শতাংশ সুদে জুলাইয়ের মজুরি দিতে ঋণ সহায়তা পান মালিকেরা। উন্নত বিশ্বে চাহিদা হ্রাসজনিত কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঋণাত্মক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের কারণে সামনের দিনগুলোতে এ রপ্তানি আরো কমবে। তবে আশা করা যায়, করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা নিয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ঘুরে দাঁড়াবে এবং ধীরে ধীরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত ধারায় ফিরতে পারবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ: বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানির শীর্ষ ৯টি দেশ হলো- জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ইতালি, কানাডা ও বেলজিয়াম। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিগত দুই দশক যাবৎ নিটওয়্যার খাত অতীব সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল খাত হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে এ খাতটি প্রথম অবস্থানে রয়েছে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫৭৩৮.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৩২১৪.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১০.৮৭% বেশী। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানিতে নিটওয়্যার খাতের অবদান হলো ৪৬.৩২%। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিটওয়্যার খাতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৩৬৫.২১% যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নিটওয়্যার খাতের প্রধান ৫টি বাজার হলো যথাক্রমে জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও স্পেন।

পোশাক শিল্পের গুরুত্ব:

নিম্নে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অবদান উল্লেখ করা হলো-

➢ কর্মসংস্থান: যেসব অদক্ষ মহিলা শ্রমিক হতাশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করত, তাদের সুনিপুণ হাত লেগে আছে বিশ্ববাজারের জন্য পোশাক তৈরির কাজে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মস্থান হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পে যাদের অধিকাংশই মহিলা।

Educationblog24.com

- উদ্যোক্তা সৃষ্টি: কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের মাধ্যমে কয়েক হাজার শিল্প উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা যেমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনি তাদের রয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থনীতি এসব দক্ষ উদ্যোক্তার সুনিপুণ প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হবে।
- নারী উন্নয়নে ভূমিকা: গার্মেন্টস শিল্প উন্নয়নের ফলে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া গার্মেন্টস শিল্প সংবিধান মোতাবেক নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিত করছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ: Multi Fibre Arrangement উঠে যাওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোটা সুবিধা ভোগ করতে পারছে না, যদিও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। তবে শুধু সস্তা শ্রমিক ব্যবহার করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিচে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সমস্যাগুলো আলোচিত হলো-

- পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্পের অভাব: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কাপড়। কিন্তু বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প (Textile Industry) এখনও পশ্চাৎপদ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের fabric-এর চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাকি fabric আমদানি করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও বেশ পিছিয়ে।
- বন্দর সমস্যা: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হচ্ছে বন্দর সমস্যা। ফলে বন্দরে কাঁচামাল পৌঁছানোর পরে কারখানা গেট পর্যন্ত নিয়ে আসতে প্রায় ৩-৭ দিন সময় লেগে যায়। এর ফলে তৈরি পোশাকের ফরমায়েশ পাওয়ার পর উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে গড়ে ৩০ দিনেরও বেশি সময় লেগে যায়।
- উচ্চ সুদের হার: উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।
- শ্রমিক অসন্তোষ: বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম বড়ো সমস্যা হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে লক্ষ মেহনতি শ্রমিকের শ্রম ও ঘামের ফসল হলেও যথাসময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে সেই শ্রমিকরাই বঞ্চনার শিকার হয়।
- পোশাক শিল্পে সংঘটিত দুর্ঘটনা: পোশাক শিল্প বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্প। বিপুল আয় সত্ত্বেও এ খাতের শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেনি। ১৯৯০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অনেক ছোটো বড়ো দুর্ঘটনায় অনেক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। পোশাক শিল্পে এ বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি দেশে-বিদেশে এ শিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।
- আমদানিকারকদের বিভিন্ন শর্ত: এ দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যেহেতু পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্পের অভাব রয়েছে সেহেতু আমদানিকারকগণ অনেক সময় নিজেরাই কাঁচামাল সরবরাহ করে অথবা এদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোকে নির্দিষ্ট বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কাঁচামাল আমদানি করার জন্য শর্ত দিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক সময় উচ্চ দামে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। যা এদেশের পোশাক শিল্পের মূল্য সংযোজনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ: প্রথমত, বাংলাদেশ বহুল আলোচিত WTO (World Trade Organization)-এ স্বাক্ষরদানকারী দেশ। এ চুক্তির শর্তাবলির আলোকেই বাংলাদেশকে এর বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতি, রপ্তানি নীতি এবং শুল্কায়ন নীতিও নির্ধারণ করতে হচ্ছে। এ চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যার কারণে ২০০৫ সালের পর বাংলাদেশকে তার তৈরি পোশাক রপ্তানি অব্যাহত রাখতে হলে ঐ সময়ের মধ্যে গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমমান, পরিবেশগত বিধিমালা, মানসম্মত ও নিরাপদ কর্মসংস্থান ইত্যাদি শর্তের ছদ্মাবরণে উন্নত দেশগুলো এখন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর নিত্যনতুন ও কঠিন সব প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে প্রতিযোগিতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন সব শর্ত। আমদানিকারক দেশগুলোর পরিবেশবাদী সংস্থা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্য অধিদপ্তর রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর এসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। পরিণতিতে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নষ্ট এবং তৈরি পোশাক পণ্যের বাজার সুবিধা হারাতে হতে পারে।

পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়: দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কেবল সেটি করতে পারলেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। নিচে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানে করণীয় দিকগুলো আলোচিত হলো-

- তৈরি পোশক শিল্পের প্রধান হলো পর্যাপ্ত পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্প। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি পোশাক শিল্পের পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্প স্থাপন করতে হবে। পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্পের বিকাশে কাঁচামালের যোগান দেওয়ার জন্য দেশে তুলার উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার আকর্ষণের জন্য পণ্যের ধরনে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং পণ্যের গুণগত মান আরও উন্নত করতে হবে।
- বন্দর সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শ্রমনীতির সংস্কার সাধন করতে হবে।
- বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এবং বর্তমানে বিদ্যমান পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতি মূলধন-এর চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (যেমন- এলসি খোলা, Duty draw back ইত্যাদি) দক্ষতা আনতে হবে এবং এক্ষেত্রে জটিলতার অবসান ঘটাতে হবে।
- পোশাক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।
- পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্ব বাজারে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' টিকে থাকবে বহুদিন, বহুকাল।

Educationblog24.com

উপসংহার: সর্বোপরি বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পের প্রয়োজনীয় কাপড় দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হলে এ অর্থ যেমন দেশেই থাকবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে পারবে, তেমনি নতুন প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র কলসমূহে বিপুলসংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হতে পারবে। এছাড়া দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন বাংলাদেশকে বর্তমানে দরিদ্র অবস্থা থেকে বের করে আনার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক শিল্পায়ন। তাই যে শিল্প ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সহায়ক হবে, সে শিল্প গড়ে তোলার দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দক্ষ শ্রমিক ও অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হলে বহির্বিশ্বে এই খাতের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। প্রতিযোগী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সর্বাগ্রে থাকবে বাংলাদেশের নাম এটাই প্রত্যাশা।

[ব.বো.'২৪; য.বো.'২৪, ১৭; কু.বো.'২৪; দি.বো.'২৪, ১৯, ১৭; চ.বো.'২৩; রা.বো., চ.বো.'১৭]

৩। দেশপ্রেম

দেশপ্রেম

ভূমিকা:

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশপ্রেম মানব চরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলোর অন্যতম। জননী যেমন সন্তানের কাছে আজীবন সম্মানীয়, দেশও তেমনি মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মোহনীয়। তাই জন্মলগ্ন থেকে মায়ের মতো দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। স্বদেশ যত ক্ষুদ্র, দুর্বল বা সমস্যাপীড়িত হোক না কেন, প্রতিটি মানুষের কাছে তার দেশ সকল দেশের সেরা। স্বদেশের মানুষ, তার প্রকৃতি, প্রাণিকুল, প্রতিটি ধুলিকণা দেশপ্রেমিকের কাছে পরম পবিত্র।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ: যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বেড়ে ওঠে সেটিই স্বদেশ। স্বদেশের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এ থেকেই স্বদেশপ্রেমের শুরু। স্বদেশপ্রেম মানুষের একটি সহজাত গুণ। জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ দেশের মাটি, পানি, আলো, বাতাস, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদির সংস্পর্শ লাভ করে। তার দেহ, মন, আদর্শ সবকিছুই দেশের নানা উপাদান দ্বারা পুষ্ট। তাই মানুষ স্বদেশের মানুষ, প্রকৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছুকে ভালোবাসে। স্বদেশের প্রতি এ ভালোবাসাই হলো স্বদেশপ্রেম। বস্তুত দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্ভ্রমবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্মানবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। নিঃস্বার্থ, অহিংস দেশপ্রেমই স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ: স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানবহৃদয়ে সর্বদাই বহমান। মনের গভীর অনুরাগ থেকে জন্ম নেয়া স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পায় বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচিত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে। বিশেষত দেশ ও জাতির দুর্দিনেই স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই দেশের প্রতি ভালোবাসার উৎসারণ ঘটে। জাতীয় জীবনের দুঃসময়ে স্বদেশপ্রেম প্রবল হয়ে ওঠে। কোনো বিদেশি অপশক্তি যখন দেশকে পরাধীনতার অন্ধকারে টেনে নিতে চায়, তখন স্বদেশপ্রেমই মুক্তিতে সামিল হবার জন্যে জাতির মনে চেতনা জাগায়। দুর্বার প্রাণশক্তিতে স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্যে মানুষকে আত্মত্যাগের মহামন্ত্র শিক্ষা দেয়। দেশপ্রেম মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই প্রাণের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কারো কাছে মাথা নত করা নয়, বরং মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বাঁচতে শেখায়। তাই দেশপ্রেমিক আপন দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়।

স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: যুগে যুগে অনেক বরেণ্য ব্যক্তি দেশ ও জাতির কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। তাঁদের দৃষ্টান্ত বর্তমান ও অনাগত কালের মানুষের জন্যে হয়ে থাকবে চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এ উপমহাদেশের তিতুমীর, টিপু সুলতান, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ দেশপ্রেমের অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ অকাতরে জীবন দিয়ে দেশপ্রেমিক হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল জিয়াউর রহমান। বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ইতালির গ্যারিবালডি, রাশিয়ার লেনিন ও স্টালিন, চীনের মাও সে তুং, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভিয়েতনামের হো-চি মিন, তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্ব অঙ্গনে দেশপ্রেমের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। দেশের প্রতি এসব দেশপ্রেমিকের ভালোবাসা ইতিহাসে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর থাকবে চিরকাল।

দেশপ্রেমের প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ: দেশপ্রেম শব্দটি কেবল একটি নির্দিষ্ট ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের প্রতিটি কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে এবং দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা যায়। সংস্কৃতি দেশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নিজ দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের সংস্কৃতিকে নিজ হৃদয়ে লালন করা। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমরা পরিচিত হচ্ছি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ আজ নিজ সংস্কৃতি ভুলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অন্ধ অনুকরণ করছে। তাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক- পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, রুচি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা চলতে দেওয়া যাবে না। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে একে আরও যুগোপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। টাকা আছে বলেই বিদেশি পণ্য ব্যবহার করব এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশজ পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে। দেশীয় পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে দেশজ শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রেখে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে হবে। প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং সৎ থাকতে হবে। কারণ এর মাধ্যমেই বিদেশিরা আমাদের দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। তাই সবসময় চেষ্টা করতে হবে কীভাবে বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

Educationblog24.com

দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ:

"স্বদেশের ভালোবাসা বৃথা হবে অতি
যদি তাতে নাহি থাকে নীতি ও প্রীতি।"

নৈতিক আদর্শবান মানুষের পক্ষেই খাঁটি দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব। নীতিবান মানুষ কখনো কোনো অন্যায়, অনিয়মের সাথে আপোস করতে পারে না। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন না। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের প্রতি তিনি অবিচল শ্রদ্ধাশীল। আর ন্যায়পরায়ণতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্তব্যপরায়ণতা হচ্ছে স্বদেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই দেশপ্রেম ও নৈতিক আদর্শ পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, নৈতিক আদর্শে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এমন কোনো কার্য করেন না যা জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাই মানুষের মাঝে দেশপ্রেমের স্পৃহা জাগ্রত করতে হলে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মগ্রন্থে আরোপিত বিধিনিষেধগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতার বল দৃঢ় করা যায়। মানবতাবোধ জাগ্রত করে, 'মানুষ মানুষের জন্য' এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে নৈতিকতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে; দেশপ্রেমকে শাণিত করা যায়।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম:স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই ভিত্তি। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম সম্ভব নয়। দেশ, দেশের মাটি ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্ববাসীকে ভালোবাসতে শেখে। উগ্র জাতীয়তাবোধে কোনো স্বার্থকতা নেই। দেশজননী, বিশ্বজননী এক ও অভিন্ন। স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর প্রাণের মিলনে সাড়া দেয়। তাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম আর বিশ্বপ্রেমের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বিশ্ব ঐক্যের মন্ত্র প্রোথিত আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র, নিউটন, নজরুল দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের হতে পেরেছেন। দেশমাতা আর বিশ্বমাতা যে একই সম্পর্কে বাঁধা তা আমরা কবিগুরুর বাণীতেই খুঁজে পাই-

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

দেশপ্রেমের উগ্রতা:দেশপ্রেম যেখানে মানুষের এক উন্নতবৃত্তি, সেখানে তা ত্যাগ তিতিক্ষার মহৎ বৈভবে উদ্ভাসিত এক গৌরবের বস্তু ও অহংকারের বিষয়। কিন্তু দেশপ্রেম যেখানে অন্ধ ও উগ্র, সেখানে জাতির জীবনে তা বিপজ্জনক। সেখানে তা ডেকে আনে এক ভয়াবহ সর্বনাশা পরিণতি। উগ্র দেশপ্রেম দিকে দিকে শুধু স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অনেক রাষ্ট্রনায়ক কায়েম করে একনায়কতন্ত্র। এরা দেশপ্রেমিক নয়, বরং এরা দেশ ও জাতির শত্রু। ইতালির মুসোলিনি, জার্মানির হিটলার- এরা স্বদেশপ্রেমের ইতিহাসে এক একটি কলঙ্কিত নাম। এরা কেবল নিজের দেশের মানুষের অশ্রুই ঝরায়নি, বিশ্বমানবতাও ধ্বংস করেছে। মানুষ তাদের কথা স্মরণ করে তীব্র ঘৃণার সাথে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয়:জন্মের পর থেকেই আমাদের হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হতে থাকে। এটি এমন একটি বিষয় যা কখনো শিখিয়ে দিতে হয় না। এটি জন্মসূত্রেই মানুষের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তারপরও দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজন আছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে নিম্নোক্ত উদ্যোগ নিতে হবে-

- "ব্যক্তি নয়, দল নয়, দেশই বড়ো।" – এই বোধ সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে।
- প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সততার সাথে পালন করতে হবে।
- কোনো অন্যায়, অবিচার বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
- দেশের প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।
- দেশের সকল মানুষকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হবে।
- দেশ যত ক্ষুদ্র, দুর্বল, দরিদ্র হোক না কেন; দেশকে ভালোবাসতে হবে।
- জাতীয় প্রচার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে উৎসাহব্যঞ্জক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে।
- বিদেশি সংস্কৃতি নয়, নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করতে হবে।

উপসংহার:দেশপ্রেম মানুষের জীবনের অন্যতম মহৎ চেতনা। এটি একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ অনুভূতি। এই প্রেম মানুষকে সব সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। এটি মানুষের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রেরণাময় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তাই সবাই এক চেতনায়, এক প্রাণ হয়ে মহৎ লক্ষ্যে ব্রতী হয়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সবাইকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। কবির ভাষায়-

"কাহারেও তুমি ভাবিও না পর হিন্দু-মুসলমান
ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, যেই হোক, সে যে স্বদেশের সন্তান।"

একুশ শতকের বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আজ সবার হৃদয়ে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটিয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তবেই অর্জিত হবে দেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

Educationblog24.com

তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/ তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ
[য.বো.'২৪, ১৯; কু.বো.'২৪, ১৭; ম.বো.'২৪; রা.বো.'২৩, ১৯; চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৯; সি.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]

তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

সূচনা: সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়কে আরোহণ করেছে এবং দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। গত এক যুগে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র এখন নেই যেখানে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। এই যাদুর কাঠির পাশে আমাদের সকলের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাবসা-বাণিজ্য-মানবজীবনের প্রতিটি স্তরেই এখন এর প্রভাব অপরিসীম। আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান নিয়ামক এই তথ্য-প্রযুক্তি।

বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: বর্তমানে বাংলাদেশকে অভিহিত করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। এর পেছনে অবশ্য জোরালো কারণও রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এমনকি স্কুল কলেজের ভর্তি কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দরপত্র গ্রহণের মতো কাজও অনলাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। ই-বুক, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্সের মতো কার্যক্রমের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। দেশে 'আইসিটি ইনকিউবেটর', 'আইসিটি পার্কের' মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে শত শত মানুষ কাজ করছে। এরই পথ ধরে সরকার 'ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার সারা দেশব্যাপী নব্বইটি গ্রামীণ ডাকঘরকে এবং প্রায় পাঁচশত উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে পরিণত করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মতো সেবার সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের পদক্ষেপ: বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশকে প্রযুক্তির মহাসড়কে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে-উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা যার মাধ্যমে একেবারে প্রান্তিক মানুষজনও তথ্য-প্রযুক্তির সেবাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে। এরপর রয়েছে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সকল এলাকাকে ডিজিটাল টেলিফোন ও সেবার আওতায় নিয়ে আসা। তবে শুধু প্রান্তিক পর্যায়েই নয়, বরং বৃহৎ পরিসরে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নতির জন্য গাজীপুরে ২৬৫ একর জমির ওপর 'হাইটেক পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'আইসিটি পার্ক' আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফটওয়্যার ও অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার'। দেশের প্রতিটি স্কুলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডিজিটাল ল্যাব। এছাড়া শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক আইসিটি পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আইসিটি ইন্টার্নশীপ' প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য যুবকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের পেশাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। সরকারের এতসব পদক্ষেপের ফলে 'আইসিটি' কথাটি এখন আর কারও কাছে সুদূর কল্পনার কোনো বিষয় নয় বরং এটি তাদের সামনে এখন প্রতিষ্ঠিত এক সত্য।

বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিপ্লব: ইউরোপের রেনেসাঁ সেখানে এক নবজাগরণ ঘটিয়েছিল, এই ডিজিটাল বিপ্লবও আমাদের দেশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলেই দেশবাসীর বিশ্বাস। মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, ডিজিটাল আইল্যান্ড প্রভৃতি সেবা প্রকল্পগুলো আমাদের এই বিপ্লবের পথে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানোর ফলে একজন নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও এর সুফল ভোগ করতে পারছেন। গ্রামীণ পর্যায়ে নতুন নতুন উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে যারা নিজেদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তথ্যমতে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত মোট ইন্টারনেট গ্রাহক ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ এবং মোবাইল ব্যবহারকারী ইন্টারনেট গ্রাহক ১২ কোটি ৭০ লক্ষ সেবা-প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মতো সেবা। সরকারি কাজকর্ম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, পাসপোর্টের আবেদন, ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করার মতো জটিল কাজ গুলো অনলাইনের মাধ্যমে অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা, ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটাইজেশনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মানুষের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য আইন' এবং মানুষের ডিজিটাল জীবন সুরক্ষিত রাখতে প্রণীত হয়েছে 'আইসিটি অ্যাক্ট'। শিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেশ ইতোমধ্যে এর ফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাচীন প্রথাগত পদ্ধতির কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যেন নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃষি এখন একটি লাভজনক কাজে পরিণত হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারে একর প্রতি ফলন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি নানা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষিকাজকে করেছে আরও সহজ ও গতিশীল। ড্রাগন ফল, মাশরুম,

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

স্ট্রবেরির মতো নতুন নতুন ফসল চাষের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন আগ্রহী হচ্ছে, তেমনি বিদ্যমান ফসলগুলোর উৎপাদনেও এসেছে নতুন নতুন সাফল্য। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের ফলে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতেও উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করা যাচ্ছে। যার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। গৃহপালিত পশু-পাখি পালনেও নতুন নতুন প্রজাতি ও পদ্ধতির ব্যবহারে সাফল্য আসছে। সৌরশক্তি, বায়োফুয়েল ও বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার কৃষকদের কায়িকশ্রম লাঘব হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ভাসমান পদ্ধতিতে মাছ চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এমনকি জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাও এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি এবং শাকসবজি চাষের মতো উদ্যোগও সফলতা লাভ করেছে। মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তার সাথে প্রযুক্তির মিশেলে কৃষিকাজ করার ফলে এক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সাফল্য এসেছে যা পূর্বে কখনো লক্ষ করা যায়নি।

শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে ব্যবস্থাপনায় কাজ এখন অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র প্রদান, ছাড়পত্র প্রদান, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা, শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি যাচাই, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা, এসএমএস এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠানো– প্রভৃতি কাজ প্রযুক্তির কল্যাণে সহজ হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার সুযোগ কমে এসেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পাঠদান করা এখন একটি সাধারণ বিষয়। ই-বুক প্রচলনের ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বইয়ের চাপ কমে গেছে। শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখন একটি আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চিকিৎসা সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে চিকিৎসাসেবা এখন মানুষের কাছে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে মানুষকে এখন রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। আবার, অনলাইনের মাধ্যমেই এখন ডাক্তারের সাথে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের সেবা পাওয়া এখন সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সকল তথ্য এখন জানতে পারা যায়। ফলে টেলিমেডিসিন কথাটি এখন সবার কাছেই পরিচিতি লাভ করেছে।

বেকারত্ব দূর করতে তথ্য-প্রযুক্তির অবদান: ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের ফলে দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেরা স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে। গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েবসাইট ডিজাইনের মতো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে শত শত বেকার যুবক আজ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের এ কাজকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ব্যাবসা করেও অনেকে স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজছে। দেশে ইন্টারনেট-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে টেন মিনিট স্কুলের মতো এডটেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ ও এর ক্ষতিকর দিক: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। তেমনি এর অপব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রযুক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাস্তব জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ফলে অনেকেই বাস্তব জীবনে খাপ খাওয়াতে পারছেনা। অধিক সময় ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা বা মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে যার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই নানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালিরা অনেকেই আজকে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। অনলাইন গেম, ওয়েব সিরিজ বা নীল ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশের যুবসমাজ নিজেদের যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তা অপরিমেয়। হ্যাকিং, স্প্যামিং ও অনলাইন বুলিংয়ের শিকার হয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। বলা হয়, অনলাইনের জগতে কেউই নিরাপদ নয়। তাই সকলেরই উচিত এর ব্যবহারে সচেতন থাকা।

উপসংহার: গতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের সকলেরই উচিত এ দক্ষতা অর্জন করা। তবে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা যেন প্রযুক্তিকে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিয়ে না দেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার যে আন্দোলন দেশে চলমান, সেখানে আমাদের সবাইকেই সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, একমুখী ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাও আবশ্যক। বাংলাদেশকে সত্যি সত্যিই ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে হলে প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এর সুবিধা যেন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে যথাযথ বিনিয়োগ ও বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব না হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কখনোই প্রযুক্তিখাতের প্রকৃত সুফল ভোগ করা সম্ভব হবেনা। প্রযুক্তির এ অগ্রযাত্রায় তাই সকল স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকলকে এর সুফল ভোগে অংশ নিতে দিতে হবে।

Educationblog24.com

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/ রূপসি বাংলাদেশ

[কু.বো.'২৪; সি.বো. ম.বো.'২৩; ব.বো.'১৯; য.বো.'১৯; দি.বো.'১৯; চ.বো.'১৭; দি.বো.'১৭]

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/ রূপসি বাংলাদেশ

ভূমিকা: অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভারে পরিপূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশের মতো বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এদেশের সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমাদের নয়ন-মনের তৃষ্ণা মেটে। পালাক্রমে আসা ছয়টি ঋতুতে এদেশের প্রকৃতি ভিন্ন রূপে, ভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। বাংলার প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিরা কত অপূর্ব সুন্দর কবিতা ও গান রচনা করেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় এদেশের প্রকৃতির আপন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এভাবে:

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির রূপ: বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি আমাদের এই জন্মভূমি। এদেশে রয়েছে উঁচু-নিচু পাহাড়, সুনীল সাগর, অবারিত মাঠ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুনীল আকাশ- যা এক অপূর্ব চিত্তহারী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। নদীবিধৌত সরস ভূমি বলেই হয়তো এখানে অনায়াসে অসংখ্য বৃক্ষ জন্মে-যা সবুজের সমারোহ সৃষ্টি করে। আবার এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে প্রকৃতির আলাদা সৌন্দর্য লক্ষণীয়। ভাওয়াল, মধুপুর ও লালমাই পাহাড়ের গজারি ও শালবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, উত্তরে গারোপাহাড়, সিলেটের চা বাগান, দক্ষিণের সুন্দরবন আর দ্বীপগুলো অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে থাকা দ্বীপভূমিতে নারকেল আর সুপারির বাগানে শোনা যায় বাতাসের মধুর গুঞ্জরণ। সমুদ্রের উত্তাল গর্জনে ভেসে আসে অব্যক্ত ভাষার ছন্দময়তা। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায়-

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর;
....চারদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ;

পল্লি-বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য: গ্রামবাংলার সৌন্দর্যই এদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য। ৮৭ হাজারেরও বেশি গ্রাম রয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশে। এদেশের মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলে। গ্রামে গ্রামে আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল, সুপারি, খেজুর, গাছের সারি। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। যেন সৌন্দর্যের হাট বসেছে পল্লিতে। যেদিকে চোখ যায় কেবল অন্তহীন সবুজের সমারোহ। তৃষ্ণার্ত চোখে নেশা ধরে যায়। মনে হয় বিচিত্রবেশী প্রকৃতি যেন তার সৌন্দর্যে মিশে যেতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শ্যামল বৃক্ষের শোভা আর ছায়াস্নিগ্ধ পল্লির কুটিরগুলো যেন শীতল পরশ দিয়ে ভালোবেসে সবাইকে আপন করে নেয়। মাঠে মাঠে রাখালের গোরু চরানো আর মাতাল বাঁশির সুর উদাস দুপুরকে এক অনন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। কোথাও কোথাও পায়ে চলা পথের ওপর বাঁশঝাড় অবাধ্য ভঙ্গিতে নুয়ে পড়েছে। মাঠের মধ্যে বিচিত্র বৃক্ষরাজি শোভা পায়। স্তব্ধ অতল দিঘির কালো জল আর আকাশের নীলে যেন বন্ধুত্বের মেলা বসে। পল্লিমায়ের আঁচলে সোনা ঝরে। সে আঁচলের পরশে বাংলার মানুষের জীবনেও আসে সুখ আর প্রশান্তি। বাংলার পল্লিতে জারি, সারি, ভাটিয়ালি সুরের এক অকৃত্রিম বন্ধন করেছে। সে বন্ধন যেন নদীর কলকল ধ্বনির সঙ্গে একাকার হয়েই বেজে ওঠে। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে বাংলার কবি, লেখক, বাউল ও চিত্রকরদের। তাইতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি.......

বাংলাদেশের নদ-নদীর সৌন্দর্য: এদেশের প্রকৃতিতে নদ-নদী যুক্ত করেছে সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা। সবুজ প্রকৃতির কোলে তরঙ্গের সুর তুলে রুপালি নদী বয়ে চলে অবিরত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, মধুমতি, ধলেশ্বরী, ইছামতি, কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা আরও কতো মধুর নামের নদীর ধারা বহমান এই বাংলাদেশে। তাইতো নদীর সঙ্গে এদেশের মানুষের গভীর মিতালি। নদী এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাছাড়া ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, নদীর বুকে সূর্যাস্তের প্রতিচ্ছবি, পানকৌড়ি আর মাছরাঙার জলকেলি, কখনো নদীর বুকে ভেসে চলা পালতোলা নৌকার অপূর্ব শোভা এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। সন্ধ্যায় জেলের নৌকায় মিটমিট করে জ্বলে ওঠা বাতিগুলো দেখে মনে হয় যেন নদীর বুকে আলোর মিছিল ছুটেছে। নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য দারুণ মনোহর। বিভিন্ন নদ-নদী বাহিত পলিমাটিতে বাংলাদেশ যেমন হয়েছে শস্য-শ্যামলা, আবার নদী রুদ্ররূপ ধারণে হয়ে ওঠে উত্তাল। কঠোরে-কোমলে নদীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আলাদা হলেও বহমান নদী কৃষিপ্রধান বাংলার আশীর্বাদস্বরূপ।

বাংলার উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান: কর্মক্লান্ত জীবনের অবসরে মানুষ পরিচ্ছন্ন মনের খোরাক জোগাতে কখনো প্রকৃতির মাঝে অপার শান্তি খুঁজে নিতে চায়। প্রকৃতিও তার রূপ আর ঐশ্বর্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মানুষের দিকে। প্রকৃতি ও মানুষের ভালোবাসার সেতুবন্ধন রচনা করে এদেশের পর্যটন স্থানগুলো। সৌন্দর্যময়ী আমাদের মাতৃভূমি যুগ যুগ ধরেই বিদেশি পর্যটকদের কাছে অনেক আকর্ষণীয়। এদেশের পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও প্রকৃতির হৃদয়ে মিশে থাকা সব পর্যটন কেন্দ্র খুব সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

নির্মিতি অংশ

Educationblog24.com

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের সৌন্দর্য: বাংলাদেশের কক্সবাজারে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, যার দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। এর একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনে জাগায় এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। পটুয়াখালী জেলায় রয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য থেকে অবলোকন করা যায়। এসব সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছর অসংখ্য পর্যটক আসে এসব সৈকত দেখতে। সাগর-সৈকতের অনাবিল সৌন্দর্য সকলের নজর কেড়ে নেয়।

কবি-সাহিত্যিকের ভাষায় বাংলার রূপ-সৌন্দর্য: বাংলার প্রকৃতি রূপের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির বর্ণিল আয়োজন ভাবুক কবির মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনন্ত সৌন্দর্যের সুধাধারা বইয়ে দেয়। প্রকৃতির নানা রঙের আবহকে আপন মনের অনুভবে রাঙিয়ে তোলেন কবি-সাহিত্যিকরা। সুদূর বিদেশে থেকেও শৈশবের নদীকে ভুলতে পারেননি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কপোতাক্ষ নদের জলকে তিনি তুলনা করেছেন মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশে জন্মগ্রহণ করে বলেন, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে"। দ্বিজেন্দ্রলাল গাইলেন- "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।" কবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'দেশ' কবিতায় এদেশের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের বর্ণনা, বনাঞ্চল ও নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবন ও জীবিকার অতুলনীয় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনানন্দ দাশ এদেশের রূপে মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর পরেও আবার ফিরে আসার বাসনা ব্যক্ত করেন। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি-সাহিত্যিকরা নিজের অনুভবকে প্রকাশ করেছেন লেখা ও কবিতায়—যেখানে প্রকৃতি সাহিত্যের উপাদান হিসাবে কাজ করছে।

উপসংহার: বাংলাদেশের মানুষ সৌন্দর্যপ্রেমী। প্রকৃতিরাজ্যের বিশাল সম্ভার সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের চোখের ক্ষুধা ও মনের ক্ষুধা দুটোই মেটায়। একদিকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য যেমন মানুষকে করে স্নিগ্ধ-কোমল অনুভূতিপ্রবণ তেমনই আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষকে করে সাহসী ও সংগ্রামী। সব মিলিয়ে রূপসি বাংলার রূপ-মাধুর্য-ঐশ্বর্যে এদেশের মানুষ মুগ্ধ।

০৯। অধ্যবসায় [চ.বো., সি.বো.'২৩; ঢা.বো., ব.বো., য.বো.'১৭]

অধ্যবসায়

ভূমিকা: কোনো কাজে একবার ব্যর্থ হলে তাতে সফলতা লাভ করার জন্য বারংবার চেষ্টা বা সাধনা করার নামই অধ্যবসায়। মূলত অধ্যবসায় হলো কতিপয় গুণের সমষ্টি। পরিশ্রম, ধৈর্য, আন্তরিকতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় পূর্ণতা লাভ করে। আবার মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে পরিশ্রম করাকে ও চেষ্টার পুনরাবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলে। সুখ- দুঃখ, উত্থান-পতন, ব্যর্থতা-সফলতা এগুলো সাপেক্ষ বিষয়। অর্থাৎ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব জীবনে ব্যর্থতা ও সফলতা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একটির পর অপরটি ক্রমান্বয়ে আসে। তাই কোনো কাজে বিফল হলে তাতে হাল না ছেড়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ, 'Life means struggle' আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই একদিন সফলতার চরম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়। অধ্যবসায় ছাড়া মানবজীবনে উন্নতির আশা কল্পনা মাত্র। তাই জীবনে বড়ো হতে হলে আমাদের সবাইকে অধ্যবসায়ী হতে হবে।

অধ্যবসায় কী: 'অধ্যবসায়' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অবিরাম সাধনা। কোনো কাজে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ধারণের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। মূলত, কতিপয় গুণের সমষ্টি যেমন: উদ্যম, উদ্যোগ, নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা আর আন্তরিকতার মাধ্যমে অধ্যবসায় পরিপূর্ণতা পায়। সামনে বাধা এলেও পিছপা না হয়ে ধৈর্য সহকারে গন্তব্যে পৌঁছানোর বিরামহীন প্রচেষ্টাই অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য: অধ্যবসায় মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। মানুষের নিরন্তর চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ইত্যাদি কতিপয় মহৎ গুণ সম্পৃক্ত হয়েই অধ্যবসায়ের পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে। মানবজীবন কর্মময়। এই কর্মময় জীবনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, উৎসাহে উজ্জীবিত হয়ে, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতার লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারলেই অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ।

অধ্যবসায়ের স্বরূপ: আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবী আধুনিক সভ্যতার ধারক। পৃথিবীর মানুষ একদিনে এ অবস্থায় উন্নীত হয়নি। গুহাবাসী মানুষ হাজার বছরের সাধনা দিয়ে সাজিয়েছে তার প্রিয় আবাস এ পৃথিবীকে। অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতা পরাজিত করে মানুষ আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে। নিরলস সাধনা আছে বলেই মানুষ ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। নভোযান প্রেরিত নানারকম ছবি কৌতূহল মেটাচ্ছে মানুষের। এসব কিছুর পেছনে আছে বহু বছরের পরিশ্রম। মানুষ চাঁদের ধুলায় এঁকে দিয়েছে তার পদচিহ্ন। মঙ্গল গ্রহের মাটি খুঁড়ে নভোযান ফিনিক্স পৃথিবীবাসীর জন্য বয়ে এনেছে নতুন বার্তা। নিয়ত বৈরী পরিবেশকে ডিঙিয়ে জয়ী হওয়ার অবিরাম এ প্রচেষ্টাই অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা: একটি সফল মানবজীবন অধ্যবসায়েরই প্রাপ্তি। যুগে যুগে যেসব ব্যক্তি সুখ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁদের সফলতার পেছনে অধ্যবসায় বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। বড়ো বড়ো শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী-সেনানায়ক, ধর্মপ্রবর্তক- সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। তাঁরা বারবার ব্যর্থ হয়েও অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসীম ধৈর্য সহকারে নিজ নিজ আদর্শের পথে অগ্রসর হয়েছেন— তাইতো কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলেছেন:

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?"

কবির এ বাণী প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে সফলকামী মানুষের চলার পথে। সকলের উচিত, অধ্যবসায়ের প্রয়োজনকে গ্রহণ করে, উদ্যম না হারিয়ে সামনে এগিয়ে চলা।

মানবজীবনের যেকোনো কাজে ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু সে বাধাকে ভয় পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। কারণ জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার অর্থ হলো, জীবনকে অস্বীকার করা। রাতের আঁধার পেরিয়ে যেমন দিনের আলো এসে দেখা দেয় তেমনই কাজের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার পরে আসে সফলতা । সকল ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে অন্যতম চারিত্রিক গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যথার্থ অধ্যবসায় না থাকলে বা এর যথার্থ প্রয়োগ না হলে বিশ্বাস, মেধা বা সুযোগ কোনোকিছুই চূড়ান্ত সার্থকতা এনে দিতে পারে না। মানুষকে জীবনে অনেক অমসৃণ পথ পাড়ি দিয়ে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়। মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়। তাছাড়া নিজেকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয় সে মনের দিক থেকে পঙ্গু। ফলে তার দ্বারা সমাজের কোনো উন্নতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাকে জয় করার প্রধান উপায় হলো অধ্যবসায়। কথায় আছে "Failure is the pillar of success".

Educationblog24.com

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়: ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। মানুষের জীবন নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব এই ছাত্রজীবন। তাই যে ছাত্র যত বেশি অধ্যবসায়ী সে তত সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়। যার ছাত্রজীবন আলস্যে পরিপূর্ণ তার পক্ষে কখনোই নন্দিত জীবনের তৃপ্তি ভোগ করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের জানা উচিত তাদের আরও জানা উচিত "Diligence is the mother of good luck (Franklin)"। অনেকে মনে করেন যাঁরা জীবনে বড়ো হয়েছে তাঁরা অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। প্রতিভা কারও একচেটিয়া অধিকার নয়। তা সকলেরই থাকে, তবে একে যথাযথ কাজে লাগাতে হয়। এ সম্পর্কে ডাল্টনের কথা স্মরণযোগ্য, "লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।" আবার ভলতেয়ার বলেছেন, "প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।" জীবন যুদ্ধে সফলতার মূলচাবি যে অধ্যবসায় তা ইতিহাসের পাতা উল্টালে সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, 'আমি সারা জীবন শুধু সমুদ্র তীরের বালু নুড়ি নিয়েই খেলা করেছি সমুদ্রের বিশাল জলরাশি আর দেখা হয়নি।" উক্তিটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অধ্যবসায়ের দৌড় কতটুকু ছিল। নেপোলিয়ান জীবনে অসম্ভব বলে কিছু জানতেন না। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, "Impossible is a word to be found in the dictonary of fools". তাঁর সেদিনের সেই উক্তি ও সফলতা তাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের ফসল। আর এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য। তাই বোঝা যায়, জীবনে সফল হতে হলে অধ্যবসায়ী হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক।

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়: ব্যক্তিজীবনে মানুষ সকলেই স্বতন্ত্র। বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির দিক থেকে প্রতিটি মানুষ আলাদা। ব্যক্তিজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য বুদ্ধির বিকাশ, সুদৃঢ় সংকল্প ও কাজের প্রতি আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া জীবনে কোনো কিছুই অর্জন করা সহজ নয়। তাই জীবনকে সুখময় ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য অধ্যবসায়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাই আত্মোন্নয়নের জন্য চাই অধ্যবসায়।

অধ্যবসায় ও সমাজ জীবন: মানুষ সামাজিক জীব। তাই সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকা তার স্বাভাবিক স্বভাব। সমাজের সবকিছু ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে, ফলে সেই সমাজের নিয়ম-কানুনগুলো ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। মূলত, একটি সমাজের সমষ্টিগত সাফল্য সেই সমাজের ব্যক্তিদের দ্বারা অর্জিত হয়। কেননা, অধ্যবসায় সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিই সমাজকে সুন্দর ও বসবাসযোগ্য করে তোলে। মানুষের আচরণ সমাজকে প্রভাবিত করে। সামাজিক অনুশীলনের মাধ্যমে যদি ব্যক্তির মানসিক শক্তি অর্জিত হয় তবে ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: জাতির উন্নয়নের জন্য সকল জনগণকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। ব্যক্তির অধ্যবসায় জাতির জন্য বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টাই একটি জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। বর্তমানে যেসব জাতি উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে, তা সম্ভব হয়েছে কেবল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কারণে। পূর্বের ইতিহাস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অধ্যবসায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রয়েছে অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে মানুষের নিরলস সাধনা ও শ্রম। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার যেমন-মানুষ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে অন্ধকার দূর করেছে, বিমান আবিষ্কার করে জয় করেছে আকাশ, রকেটের সাহায্যে জয় করেছে চন্দ্র বিজয়ের গৌরব। ইন্টারনেট আবিষ্কার করে বিশ্বকে এনেছে হাতের মুঠোয়। মানুষের এসব সাফল্যের পেছনে রয়েছে তার অদম্য সাধনা আর অধ্যবসায়।

অধ্যবসায় ও আজকের বিশ্ব: বর্তমান বিশ্বে অধ্যবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। আজকের বিশ্ব মূলত অধ্যবসায়ের ফলে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রভৃতি দেশ কেবল অধ্যবসায়ের ফলেই উন্নতির শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

প্রতিভা ও অধ্যবসায়: অনেকে প্রতিষ্ঠার স্তুতি গাইতে গিয়ে প্রতিভাকে অধ্যবসায়ের ওপরে স্থান দেন। বস্তুত সত্য হচ্ছে প্রতিভা নয়, বরং অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। যদি এমন কেউ থাকে, যে কি না অধ্যবসায়হীন অথচ নিজেকে প্রতিভাবান দাবি করে আলস্যে গৃহকোণে পড়ে থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বলাই হবে জ্ঞানহীনের কাজ। জগতের সকল কীর্তিমানই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের কৃতকার্যের পেছনে কেবল প্রতিভা ছিল না, ছিল কঠোর অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি: যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য চাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজে সফল হওয়া যায় না। ইতিহাসের পাতায় যারা আজও অমর হয়ে আছেন, তারা অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই সফল হতে পেরেছিলেন। তারা ব্যর্থতাকে জয় করে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়কেই জীবনের একমাত্র অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বিষণ্ন মনে বন-জঙ্গলে ঘুরছিলেন। তখন একদিন এক গুহায় একটি মাকড়সাকে সাতবার চেষ্টা করে সুতা জড়াতে দেখে তিনি অদম্য উৎসাহ নিয়ে সপ্তমবারের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেন। আবার মহাকবি ফেরদৌসী দীর্ঘ তিরিশ বছর সাধনা করে অমর মহাকাব্য 'শাহনামা' রচনা করেন। তাই বলা যায় একমাত্র অধ্যবসায়ই মানবজীবনে সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত: মহামনীষীদের জীবনচরিত আলোচনা করলে অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত মেলে। নেপোলিয়ন অধ্যবসায়ী ছিলেন বলেই বলেছিলেন, 'অসম্ভব' শব্দটি কেবল বোকাদের অভিধানেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী নিউটন, আইনস্টাইন, মনীষী কার্লাইল, স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসসহ জগতের বিভিন্ন মনীষীর জীবনে অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

অধ্যবসায় বিমুখতার ফলাফল: অধ্যবসায়ের অভাবে মানুষের প্রতিভা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যবসায়হীন মানুষ জড় পদার্থে পরিণত হয়। তাদের দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। জীবনে চলার পথে তাদের পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা অনিবার্য। একসময় তারা কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। সমাজ তাদের নিক্ষেপ করে আস্তাকুঁড়ে। অধ্যবসায়ের সাথে কাজ না করে কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে জীবনের অধঃপতন অনিবার্য ।

Educationblog24.com

অধ্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা: অধ্যবসায়ের মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অলসতা। এছাড়াও সৎসাহস ও মনোযোগের অভাব অধ্যবসায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আলস্য, সৎসাহস ও মনোসংযোগের অভাবে মানুষ সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে না। এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ইচ্ছাশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ইচ্ছা থাকলেই কোনো না কোনো উপায় বের হয়ে আসে। কেবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই মানুষ প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূলে আনতে পারে।

উপসংহার: অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই জীবনে জয়ী হওয়া যায়। সাফল্য নামক সোনার হরিণ লাভের জন্য আমাদেরকে তাই অধ্যবসায়ী হতে হবে। জীবনে একবার সফলতা আসলে আর পিছপা হতে হয় না। এ সম্পর্কে: Chamfort-এর উক্তিটি স্মরণীয় "Success makes success or money makes money." ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা শুধু অধ্যবসায়ের শক্তিতেই জীবনে সফলতা লাভ করেছেন। তাঁদের মনে ছিল বড়ো সাহস ও জানার প্রচণ্ড আগ্রহ, অন্যকিছু নয়। তাই কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ তার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

"পারিব না এ কথাটি বলিও না আর।
একবার না পারিলে দেখ শতবার।"

১০। নারীর ক্ষমতায়ন/ নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন/ নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা/ জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা [চ.বো.'২৩, ১৯; রা. বো.'১৭; য. বো.'১৭; ম.বো.'২৩]

ভূমিকা:

"কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি;
প্রেরণা দিয়াছে,শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী-নারী।"

– কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদেরকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে সহায়তা করে নারী। পুরুষের যেকোনো সাফল্যের পিছনে থাকে নারীর পরোক্ষ অবদান। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ, সাংবিধানিক নিশ্চয়তাসহ রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সকল স্তরে, তথা পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়ন: বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'empowerment' অর্থাৎ ক্ষমতায়ন শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায় ১৮৬০-এর সমসাময়িক সময়ের অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা বোঝাতে। আশির দশকে তা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে দুটো প্রত্যয় সরাসরি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে নারীর অবস্থা ও নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বৈষয়িক অবস্থা যেমন- পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ইত্যাদি। অন্যদিকে নারীর অবস্থান হলো সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদি। আর নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন।

বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নারীর সামগ্রিক অধিকার অর্জনের দাবি বোঝাতে ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ উইথ উইমেন ফর নিউ ইরা (Development Alternative with women for new era) নারীর ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছে- "জেন্ডার বৈষম্যহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা, যেখানে পৃথিবীতে ক্ষমতায়নে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।"

সংবিধানে নারীর অবস্থান: বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর যথাযোগ্য অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

- ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে – "জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।"
- ২৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে – "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"
- এছাড়াও ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) ধারায় নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের বিধান রয়েছে।
- ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারার অধীনে নারী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নারী: পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রথম সাড়া জাগায়। আর এ ক্ষমতায়ন সফল করতে এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'বিশ্ব নারী বর্ষ', ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ১৯১০ সালের ৮ মার্চ কোপেনহেগেন শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মানির নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। উন্নত দেশগুলোতে যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশের নারী সকল ক্ষেত্রে পারদর্শী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু এ বৈষম্য দূর করতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত নারীর পুনর্বাসন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে "নারী পুনর্বাসন বোর্ড" গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে গঠিত মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ১৯৯৪ সালে বর্ধিত করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন, নারী পাচার রোধ, নারীর নিরাপত্তা এবং সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। নারীকে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য National Strategy for Accredited Poverty Reduction (NSAPR-II)-এ বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় ৭৬% আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই পোশাক তৈরির খাতে নারী শ্রমিকের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

Educationblog24.com

নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয়-আন্তর্জাতিক উদ্যোগ: নারীর ক্ষমতায়নে তথা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। যেমন-

- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW): নারীর অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ করে তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। সিডও সনদে ৩০টি ধারার মধ্যে ১ থেকে ১৬ ধারা নারী-পুরুষ সমতা সংক্রান্ত।
- বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা: ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং এ গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল "নারী সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান এবং পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।" বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- জাতীয় নারী উন্নয় নীতি: সংবিধানের আলোকে নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয় নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে যুগের চাহিদার আলোকে ২২টি লক্ষ্য ও ২৫টি অধিক্ষেত্রসহ ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্গঠন করা হয়। এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারি বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায়সমূহ: তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন সন্তোষজনক নয়। এসব রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এতটাই দুর্বল যে তারা তাদের নারী সমাজের উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে না। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আইনি পদক্ষেপ, সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা ও মনোভাব এসব কিছুই নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধান অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ-

- সামাজিক কারণ: সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে এক ধরণের বোঝা মনে করা হত। তারা পারিবারিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে বড়ো হতে থাকে। তারপর সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বামীর সংসারে আসার পরও তারা অবহেলা, অবজ্ঞা ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পায় না। নারীকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বলা হয়। অজ্ঞ সমাজে নারীর অবদানকে কখনোই মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে তারা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে।
- রাজনৈতিক কারণ: মহিলারা সাধারণত তিনটি কারণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সেগুলো হলো- (ক) সামাজিকীকরণে ভিন্নতা, (খ) কম শিক্ষিত, (গ) হীনম্মন্যতা ও প্রাচীন মনোভাব। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সমাজের চোখে হেয় করে দেখা হয়। শিক্ষার অভাবে আত্মবিশ্বাস কম থাকায় নারীরা রাজনীতিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং সমর্থন না থাকায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত হয়।
- অর্থনৈতিক কারণ: প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Easter Bosemp তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Womens Role in Economic Development"-এ নারীর অন্যতম শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যকে নির্দেশ করেছেন। বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী শতকরা ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী। কর্মক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রাখা হয়েছে। এছাড়া সংসারে নারীর শ্রম বিনিময়ের কোনো মাপকাঠি উদ্ভাবিত হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়নে করণীয়সমূহ: নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেই সবার প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেরা সচেতন না হলে, নিজের উন্নয়ন নিজে না ভাবলে ক্ষমতায়ন অসম্ভব। তাই নারীদের যাবতীয় অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে করণীয়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

- বেগম রোকেয়া নারী জাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।" নারীশিক্ষা বৃদ্ধির হার বাড়ানোর পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত করতে হবে।
- সামাজিকতার দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখা যাবে না। নারীর প্রতি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সমাজে পুরুষের সমমর্যাদায় নিয়ে আসতে হবে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে।
- কর্মস্থানে নারীর নিরাপত্তা প্রদান এবং সমান মজুরি প্রদানের মাধ্যমে নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে যোগদানের সুযোগ করে দিতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ: বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহে নিচে উল্লেখ করা হলো –

- সরকার বিনামূল্যে ৬-১০ বছর বয়সী সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে।
- দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রকল্প চালু আছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি- আমার খামার ইত্যাদি।
- কর্মজীবনে নারীদের অংশগ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
- প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিকের; মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াত খরচও এখন সরকার বহন করে।
- নারীর প্রতি সব ধরনের সহিসংতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয় 'পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন-২০১২'।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ৯টি One stop crisis center ও ৬০টি One stop crisis cell খোলা হয়েছে।

Educationblog24.com

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ: নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অচিরেই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব কর্মসূচির আওতায় সচেতনতা বৃদ্ধি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, যাতে করে নারী নির্যাতনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উচিত নারী ও শিশু বিষয়ক অপরাধের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করা এবং সময়োপযোগী কঠোর আইন পাস করা।

উপসংহার:

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

সুযোগ সৃষ্টি হলে নারী দেশ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে নিজেকে দক্ষ প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে। আগামীতে নারীরা সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে। সমস্ত দুর্বলতাকে পিছনে ফেলে জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা জয়লাভ করবে। কাজেই সকল ক্ষেত্রে নারীর বিচরণের উপর নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নির্ভরশীল। সর্বোপরি সকল নিরাপত্তার অঙ্গীকারের সাথে সাথে নারীর কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে

১১। মাদকাসক্তির কারণ ও প্রতিকার/ মাদকাসক্তি ও আমাদের যুবসমাজ [কু.বো., ম.বো.'২৩; ঢা.বো., য.বো., দি.বো.'১৯; সি.বো.কু.বো.'১৭]
[শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা, ঢাকা সিটি কলেজ।]

মাদকাসক্তির কারণ ও এর প্রতিকার

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণ ফাঁদ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণথাবা থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয়।

মাদক ও মাদকাসক্তি: মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদক সেবনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদক ব্যথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন,কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর কেনা-বেচা চলে। তরুণ সমাজের বড়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

মাদকের উৎস: মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মুনাফালোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উদ্ভিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় 'মরফিন বেস'। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদকাসক্তির কারণ: জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতূহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসক্তি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যাবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যাবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

মাদকাসক্তির কুফল: মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কমে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না। এক পর্যায়ে সে জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তের সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে।

Educationblog24.com

মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি লোক বেশি। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সি লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারীরাই সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম। তাই এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

মাদকাসক্তির প্রতিকার: মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতোমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশেও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিস্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারত্বের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যাবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

উপসংহার: মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

[দি.বো.'২৩]

২। মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা: পিতা মাতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। এই ঋণ অপরিশোধ্য। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মেই পিতামাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"। "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী"। পিতা ধর্ম, পিতা কর্ম, পিতাই পরম তপস্যার ব্যক্তি। মাতাপিতা যেমন আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ছোটো থেকে বড়ো করেছেন, তেমনি মাতারপিতা প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।

সন্তানের জীবনে মা-বাবার অবদান: প্রত্যেক মা-বাবাই সীমাহীন আত্মত্যাগ করে পরম স্নেহে সন্তানকে বড়ো করে তোলেন। সন্তানকে লালন-পালন করা, তার লেখাপড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মা-বাবা সারাজীবনই উদ্বিগ্ন থাকেন। মা-বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না পরে ভালো পোশাকটি সন্তানের গায়ে তুলে দেন। সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠায় মা-বাবা বিনিদ্র রজনি কাটান। সন্তানের যে-কোনো অমঙ্গল মা-বাবার জন্য বেদনার কারণ হয়। কঠোর পরিশ্রম আর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা-বাবা যা আয়-রোজগার করেন, তা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের জন্যই ব্যয় করেন। বটবৃক্ষের মতো মা-বাবার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সন্তান বড়ো হয়, বিকশিত হয়। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানের জীবনে মা-বাবা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই কোনো অবস্থাতেই মাতাপিতাকে অবহেলা করা সন্তানের জন্য গর্হিত কাজ। মাতাপিতার মনে কষ্ট জাগে, এমন আচরণ ও কথা কখনো বলা উচিত নয়।

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য: সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁদের প্রতি সবসময় বিনম্র আচরণ করা। মনে রাখতে হবে, মাতাপিতার শাসনের আড়ালে থাকে ভালোবাসা, মঙ্গল- কামনা। তাদের মতো অকৃত্রিম স্বজন পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। মাতাপিতা যেমনই হোক না কেন, সন্তানের কাছে তারা সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাই তাদের অবাধ্য হওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অবাধ্য সন্তান মাতাপিতার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃতী সন্তান পিতামাতার কাছে মাথার মুকুটস্বরূপ। যে সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, তারা জীবনে সাফল্যতা লাভ করে। হজরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছেন মিথ্যা কথা না বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎপথ অবলম্বন করেছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.) অসুস্থ মাতার শিয়রে সারারাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হওয়ার কাহিনি কে না জানে। এরা সকলেই জীবনে সফল হয়েছেন এবং মহান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। কাজেই মাতাপিতার কথা মেনে চলা এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করা আমাদের জীবনে সফলতার সোপানও বটে। অনেক মাতাপিতা আছেন, তাঁরা নিজে অশিক্ষিত হয়েও সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। সেই সন্তান পড়ালেখা করে উচ্চপদে আসীন হয়ে অনেক সময় তাদের মাতাপিতার প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দূরে থাক, ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন না। এটা সবচেয়ে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। কোনো সুসন্তান কখনো মা-বাবার প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে না। বৃদ্ধ অবস্থায় মা-বাবা সন্তানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাদের অসুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক নজর দিতে হবে। তাদের সেবা-শুশ্রূষার প্রতি যত্নশীল হওয়া সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

Educationblog24.com

ছাত্রজীবনে মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।"

পাশ্চাত্যের মনীষী রাস্কন/রুস্কিন বলেছেন-

"Duty towards God, duty towards parents and duty towards mankind."

ছাত্রাবস্থায় আর্থিকভাবে পিতামাতাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে এ সময় তাদের হাতের কাজে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের সাথে জেদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলতে হবে। যদি নিজের কোনো মতের সাথে তাদের মতের মিল না হয়, তবে তর্ক না করে অথবা দুর্ব্যবহার না করে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি, তারা মনে কষ্ট পায়, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপসংহার: পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সুসন্তান হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। বাস্তব ও ব্যাবহারিক জীবনে মা- বাবার সেবা ও তাদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করে সন্তান হিসেবে নিজের জন্মঋণ শোধ করা উচিত। যদিও মা-বাবার ঋণ অপরিশোধ্য, তবু তাদের যেন অযত্ন, অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের মনে কষ্ট হয়, এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা যদি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না পান, এর চেয়ে দুঃখের আর পরিতাপের কিছু নেই। এই অমানবিক ও হীন কাজ কেউ যেন না করে।

নিজে কর

১৩। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ [ঢা.বো., ম.বো.'২৪]
১৪। যুদ্ধ নয় শান্তি [ঢা.বো., কু.বো., দি.বো.'২৪]
১৫। সময়ের মূল্য [রা.বো.'২৪]
১৬। বিজয় দিবসের তাৎপর্য/জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের তাৎপর্য [রা.বো., ব.বো.'২৪]
১৭। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা [রা.বো., দি.বো., ম.বো.'২৪]
১৮। বিজ্ঞানের সুফল ও কুফল [রা.বো.'২৪]
১৯। সাম্প্রতিক যুদ্ধ এবং এর প্রভাব [চ.বো.'২৪]
২০। স্মার্ট বাংলাদেশ [চ.বো., ম.বো., মাদ্রাসা বো.'২৪]
২১। পরিবেশ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার [ব.বো.'২৪; ব.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]
২২। পদ্মাসেতু ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন/স্বপ্নের পদ্মাসেতু [য.বো.'২৪; রা.বো.'২৩]
২৩। কর্মমুখী শিক্ষা [য.বো.'২৪; ঢা.বো., দি.বো.'১৯]
২৪। একুশ বাঙালির অহংকার/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশের চেতনা বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ [কু.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩, ১৯; চ.বো.'১৯; ব.বো., সি. বো.'১৭]
২৫। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞান [দি.বো.'২৪; ব.বো.'২৩]
২৬। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার [ম.বো.'২৪]
২৭। ইসলামে দেশপ্রেম [মাদ্রাসা বো.'২৪]
২৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম [মাদ্রাসা বো.'২৪]
২৯। শীতের সকাল [মাদ্রাসা বো.'২৪]
৩০। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন [রা.বো.'২৩; ঢা.বো.'১৯]
৩১। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব [রা.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]
৩২। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বর্তমান বাংলাদেশ [সি.বো., কু.বো.'২৩]
৩৩। বৈশ্বিক মহামারি: বাংলাদেশ [ব.বো.'২৩]
৩৪। বই পড়ার আনন্দ [ব.বো., কু.বো.'১৯]
৩৫। পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন [চ.বো.'১৭]
৩৬। বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক [সি.বো.'১৭]
৩৭। দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার [কু.বো.'১৭]
৩৮। দেশ গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা [দি.বো.'১৭]
৩৯। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৪০। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ

"আমার সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বা ব্যথা দিয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভাবতাম তারা আমাকে ভেঙে ফেলেছে; কিন্তু সত্যি বলতে তারাই আমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।"

-স্টিভ মারাবলি

Educationblog24.com

শর্ট সিলেবাস ২০২৫

মডেল টেস্ট

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) 'এ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ০৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ:
মন্তব্য, চলন্ত, ঐশ্বর্য, লক্ষণ, নিঃশর্ত, স্বল্প, গণিত, বৈশাখ।

০২। (ক) বাংলা বানানের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ০৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:
ঐক্যমত্য, নিক্কন, বৈয়াকরণিক, সুষ্ট, অন্যোন্যপায়, ঔচিত্ত, তিতীক্ষা, ষষ্ঠদশ।

০৩। (ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? বাংলা আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগসমূহ আলোচনা কর। ০৫

অথবা,

(খ) নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:
(i) নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হল।
(ii) প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।
(iii) সিক্ত নীলাম্বরি।
(iv) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।
(v) শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।
(vi) নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা।
(vii) বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।
(viii) ইশ! কী ঠান্ডা।

০৪। (ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে' আলোচনা কর। ০৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: (যেকোনো পাঁচটি)
উত্তরোত্তর, ত্রিলোক, বজ্রকঠোর, স্বাক্ষর, চোখাচোখি, আরক্তিম, ইন্দ্রজিৎ, মাথাপিছু।

০৫। (ক) একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ০৫

অথবা,

(খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের বাক্যান্তর কর:
(i) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
(ii) যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)
(iii) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ। (যৌগিক)
(iv) ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)
(v) শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)
(vi) শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
(vii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)
(viii) রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (জটিল)

০৬। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ: ০৫
(i) নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
(ii) ইহার আবশ্যক নাই।
(iii) এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
(iv) শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে।
(v) গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।
(vi) তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।
(vii) শয়তানটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
(viii) আজ তার কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর।
নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

Educationblog24.com

০৭। (ক) পারিভাষিক শব্দ লেখ: (যেকোনো দশটি) ১০
Banker, Comet, Agent, Ethics, Note, Mayor, Zone, Treaty, Interpreter, Republic, Viva-voce, Pollution, Leaflet, Fiction, Green–room.

অথবা,

(খ) বাংলায় অনুবাদ কর।
The aim of education is to make a man fully fit for himself and the society. It means to develop the whole man who consists of body, mind and soul. It is education which aims at providing a child with opportunities so that it can bring to light its all latent qualities. If education offers no spiritual beauty, it has no value.

০৮। (ক) কলেজে বসন্ত-উৎসব পালনের অনুভূতি প্রকাশ করে দিনলিপি রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) 'শীতার্ত মানুষের দুঃসহ জীবন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৯। (ক) শিক্ষাসফরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। ১০

অথবা,

(খ) কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

১০। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০
স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে, দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু মানুষ জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে, সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

১১। (ক) নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত সংকেত অনুসারে "অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ:
নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণে আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়। এক বন্ধু সাঁতার জানে, আরেক বন্ধু জানে না...।

১২। যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ। ২০
(ক) দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা
(খ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আগামীর পৃথিবী
(গ) পোশাক শিল্প; সমস্যা ও সম্ভাবনা
(ঘ) বাংলাদেশের জিআই পণ্য
(ঙ) বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

এইচএসসি বোর্ড পরীক্ষা ২০২২, ২৩ ও ২৪
সালের সকল বোর্ডের
প্রশ্ন দেখতে
QR কোডটি স্ক্যান করো

Educationblog24.com

উদ্ভাসিত আলোর মাঝে
দেখো তোমার মুখ;
জীবন মানে সংগ্রাম
আর বিজয় মানে সুখ।

দেশব্যাপী উদ্ভাস-এর
শাখাসমূহের ঠিকানা দেখতে
QR কোডটি স্ক্যান করো

অনলাইনে ভর্তির জন্য ভিজিট করো অথবা ফোন করো

www.udvash.com 09666775566